[৩টি বই একসাথে]

মোবাইল টেলিভিশন ইন্টারনেট

ইসলাম কী বলে

মুফতি সালমান মনসুরপুরি/মুফতি সালমান মাজাহেরি
প্রফেসর সাইয়েদ শামিম আহমদ বারবি/মুফতি আব্দুর রউফ সাখরবি

ইসলাম কী বলে সিরিজ-৪

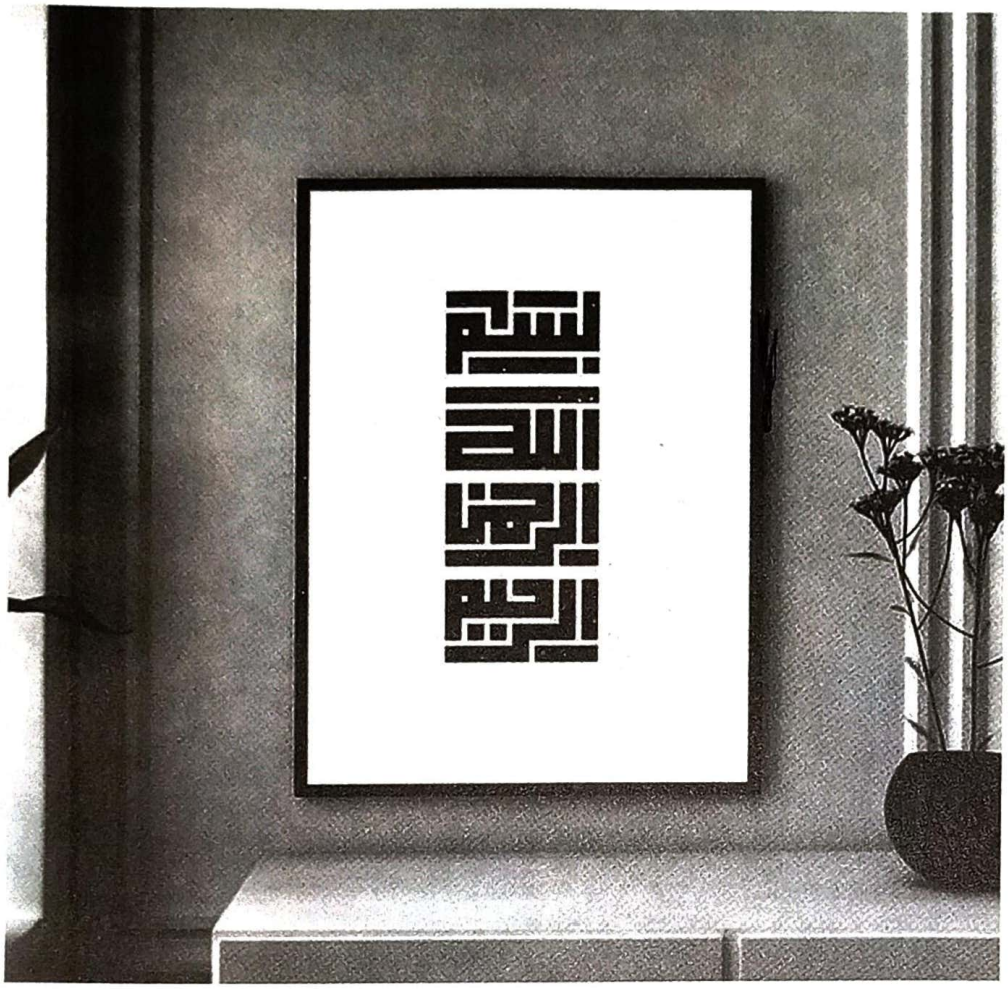


মোবাইল টেলিভিশন ইন্টারনেট ইসলাম কী বলে

সম্মান, খ্যাতি, আনন্দ-বিনোদন, সুখ-শান্তি মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা। সাথে সাথে দুঃখ-কষ্ট, অসম্মান, লাঞ্ছনা এসব থেকে মানুষ সব সময় নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়। তাই মানুষ তার স্বভাবজাত চাহিদাকে পুরো করার জন্যে উপায়-অবলম্বন খোঁজ করে। যার যেমন রুচি, যে যেমন জীবন-যাপনে স্বস্তিবোধ করে, সে তেমন জীবনের জন্যেই উপায়-উপকরণ অবলম্বনে সচেষ্ট হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, লাভ-ক্ষতি, শান্তি-অশান্তি, সম্মান-অসম্মানের ধরন-ধারণ দু'ধরনের। এক, ক্ষণস্থায়ী ও মেকি বা নকল। দুই, প্রকৃত, স্থায়ী ও আসল। প্রথম প্রকার বলতে বুঝায় পার্থিব লাভ-ক্ষতি, আর দ্বিতীয় প্রকার বলতে বুঝায় পরকালীন সুখ-দুঃখ। যাদের হৃদয়-মন, চিন্তা-চেতনা পরকালীন বিশ্বাস এবং এর কল্পনা থেকেও শূন্য বোধ নিয়ে উৎফুল্ল থাকে, তাদের এই ক্ষণস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি ভঙ্গুর স্বপ্নের ভুবন, ক্ষণকালের খ্যাতি-প্রি-তপত্তির পেছনে ছুটে বেড়ানো এবং এসবকেই জীবনের আসল লক্ষ-উদ্দেশ্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে এ ধরনের মনোভাবপোষণ করা

বাকি অংশ অপর ফ্লাপে দেখুন



[বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম]
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

রেজাউল করিম
PDF



মুফতি সালমান মনসুরপুরি/মুফতি সালমান মাজাহেরি
প্রফেসর সাইয়েদ শামিম আহমদ বারবি
মুফতি আব্দুর রউফ সাখরবি
মাওলানা সাজ্জাদ শরীফ

অনুবাদ

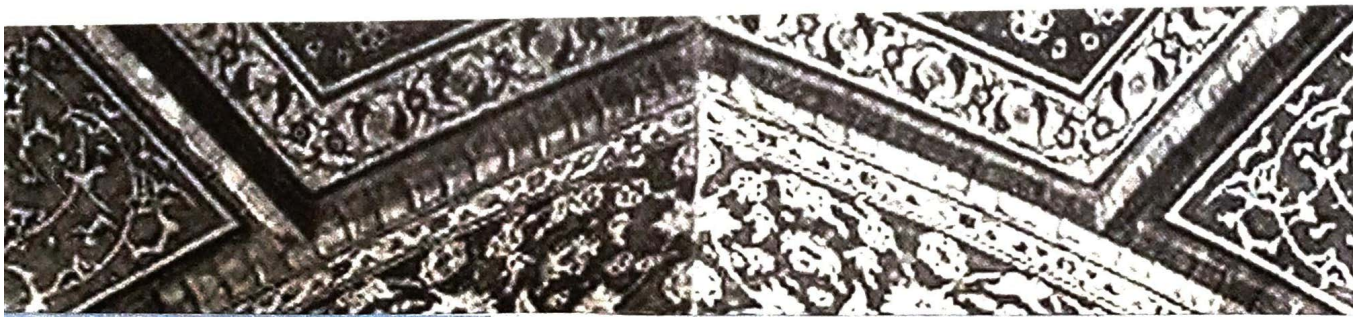
মুফতী মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

কাব্যানুবাদ

ইলিয়াছ জাবের

সম্পাদনা

ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার



ইসলাম
কী
বলে
সিরিজ-৪

[৩টি বই একসাথে]

মোবাইল টেলিভিশন ইন্টারনেট

ইসলাম কী বলে



মাহফিল

লেখক সমাবেশ :: পাঠক সমাবেশ



ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন 👇

https://t.me/islaMic_fdf

নিবেদন
একজন মুসলমান জেনে বুঝে কোরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় বই-পুস্তকে ভুল করার কল্পনাও করতে পারে না। ভুলে হয়ে যাওয়া ভুলগুলো সংশোধনের জন্যে আমাদের রয়েছে আলাদা বিভাগ। যেকোনো বই প্রকাশের সময় তার ভুল সংশোধনের ওপর স্বযত্ন চোখ রাখা হয়। এসব যেহেতু মানুষেরই কাজ, তাই এতে ভুল থেকেই যেতে পারে।
সম্মানিত পাঠকের কাছে আবেদন, কোনো ভুল চোখে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। পরের সংস্করণে যেনো সংশোধন করে নেয়া যায়। পুণ্যের এই কাজে আপনার সহযোগিতা আপনার সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে।
-মাহফিল/দিলরুবা/সুবহে সাদিক

সূচি

বই-১

মোবাইল সর্বনাশা [মোবাইল ব্যবহারের ইসলামি বিধান]

মুফতি মোহাম্মদ সালমান মনসুরপুরি/মুফতি মোহাম্মদ সালমান মাজাহেরি

ভূমিকা • ১৬
লেখকের কথা • ২০
অনুবাদকের কথা • ২১
মোবাইল ফোনের ইতিহাস • ২২
কথা শুরুর আগে সালাম • ২৩
দু'প্রান্ত থেকে একসাথে সালাম দিলে • ২৩
যতোবার ফোন ততোবার সালাম • ২৩
নামাজে মোবাইল বন্ধ করা • ২৩
নামাজে বার বার রিংটোন বেজে ওঠা • ২৪
নামাজে মোবাইল কতোবার বন্ধ করতে পারবে? • ২৪
মোবাইল বন্ধ করার জন্যে নামাজ ছেড়ে দেয়া • ২৫
নামাজির বেজে ওঠা মোবাইল বিনা অনুমতিতে বন্ধ করা • ২৫
মোবাইল খোলা রেখে মসজিদে গমন • ২৬
মোবাইল খোলা রেখে একাকী নামাজ পড়া • ২৬
নামাজের আগে মোবাইল বন্ধ করার ঘোষণা করা • ২৬
মোবাইলের রিংটোনে আজান বা কোরআনের আয়াত ব্যবহার • ২৬
মোবাইল ফোনে গান ব্যবহার • ২৭
মোবাইলের টিউনে গান ব্যবহার • ২৭
মোবাইলের রিংটোনে পাখি বা প্রাণীর আওয়াজ • ২৮
মোবাইলের এলার্মে আজানের ব্যবহার • ২৮
মিউজিকযুক্ত মোবাইল কেনাবেচা • ২৮
মোবাইলে সাদামাটা মিউজিকবিহীন রিংটোন নির্ধারণ • ২৮
মোবাইলে দীনিবয়ান শোনা • ২৯
মোবাইল থেকে গান শোনা • ২৯
মোবাইলে ছায়াছবি দেখা • ২৯
মোবাইলে ক্রিকেট খেলা দেখা • ২৯
মোবাইলে গেমস খেলা • ৩০
চিত্রযুক্ত গেমস ডাউনলোড করা • ৩০

মোবাইলের মাধ্যমে ফিল্ম বা গান পাঠানো • ৩০
মোবাইলের মাধ্যমে ছবি তোলা • ৩০
ছবিযুক্ত মোবাইল সামনে রেখে নামাজ আদায় • ৩১
ইনকামিং কলের নম্বরের স্থলে ছবি যুক্ত করা • ৩১
ভুল-অন্যায় কাজ বা কোনো ঘটনাকে সচিত্র আকারে সংরক্ষণ করে রাখা • ৩১
ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল কেনা • ৩২
বিশিষ্টজনদের জন্যে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ব্যবহার • ৩২
মোবাইলের মাধ্যমে ছবিযুক্ত ম্যাসেজ পাঠানো • ৩২
মসজিদের বিদ্যুতে মুসাফিরের মোবাইল চার্জ করা • ৩২
মসজিদের বিদ্যুতে মহল্লাবাসীর মোবাইল চার্জ করা • ৩৩
মসজিদে এতেকাফকারীর মোবাইল চার্জ করা • ৩৩
বন্দর ও স্টেশনে মোবাইল চার্জ করা • ৩৩
মোবাইলের স্ক্রিনে আল্লাহ ও রাসুলের নাম লেখা • ৩৩
পবিত্রকোরআন সংরক্ষিত মোবাইল ওজু ছাড়া ছোঁয়া • ৩৪
মোবাইলে আয়াতে সেজদা শোনা • ৩৪
মোবাইলের মাধ্যমে চাঁদের সাক্ষ্যদান • ৩৪
মোবাইলের মাধ্যমে তালাক দেয়া • ৩৪
পাঠদানকালে মোবাইলে আলাপ • ৩৫
অপরিচিত নারীর সাথে মোবাইলে কথোপকথন • ৩৫
'হায়', 'হ্যালো' দিয়ে মোবাইলে কথা শুরু করা • ৩৫
অমুসলিমদের সাথে মোবাইলে কথার সূচনা • ৩৬
মোবাইলের মাধ্যমে মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা • ৩৬
এতেকাফকারীর মোবাইলে ব্যবসায়িক লেনদেন • ৩৬
এতেকাফকারী মোবাইলে তার পরিবারের সাথে কথা বলা • ৩৭
তাওয়াফ ও সায়ির মাঝে মোবাইলে কথা বলা • ৩৭
অপরিচিত ছেলে-মেয়ের ম্যাসেজ আলাপ • ৩৭
মোবাইলে অহেতুক কথা বলা • ৩৭
মোবাইলে কারো কথা তার অনুমতি ছাড়া রেকর্ড করা • ৩৭
পাওনাদারের তাগাদার ভয়ে মোবাইল বিশেষ প্রক্রিয়ায় বন্ধ রাখা • ৩৮
বার বার কল করে বিরক্ত করা • ৩৮
মিসকল দেয়া • ৩৯
মোবাইলের মাধ্যমে ফ্রেন্ডশিপ • ৩৯
নির্ধারিত মেয়াদের বেশি সময় মোবাইলের ব্যবহার • ৩৯
মোবাইল রিচার্জে ভুল • ৪০
মোবাইলে 'কল ওয়েটিং সিস্টেম' যুক্ত করা • ৪০

মোবাইল কেনাবেচা ও ডাউন লোডিং ব্যবসা • ৪০
মোবাইল কি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত? • ৪১
দামি মোবাইলের ওপর জাকাতের বিধান • ৪১
ঘুম বা নামাজের সময় মোবাইল • ৪২
রিংটোন শুনেও মোবাইল রিসিভ না করা • ৪২
বাচ্চাদেরকে শান্ত করার জন্যে গান বা মিউজিকযুক্ত রিংটোন শোনানো • ৪২
মোবাইলে বার্থডে বা শুভজন্মদিন জানানো • ৪২
শরিয়তে মোবাইল ব্যবহারের নিয়ম • ৪৩
মোবাইলে স্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতো আলাপ • ৪৩
বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্যে প্রাণীর রিংটোন বাজানো • ৪৩
মোবাইলে বিয়ে • ৪৩
ম্যাসেজের মাধ্যমে বিয়ে • ৪৪
মোবাইল মোহর হিসেবে প্রদান • ৪৪
মোবাইলে বেচাকেনা • ৪৪
পুরনো মোবাইল নতুন মোবাইল বলে বেচা • ৪৫
ফ্ল্যাক্সিলোড বা মোবাইলের কার্ডে জাকাত • ৪৫
প্রি-প্রেইড কার্ড বেশি দামে বেচা • ৪৫
ওয়ারেন্টিসহ মোবাইল বেচাকেনা • ৪৫
মসজিদের ছাদ মোবাইল টাওয়ারের জন্যে ভাড়া দেয়া • ৪৬
সালামের মাধ্যমে মোবাইলের কথা শেষ করা • ৪৬

বই-২
টেলিভিশনের আজবলীলা
[কোরআন হাদিস ও আধুনিক বিজ্ঞানে টিভি দেখার কুফল]
প্রফেসর সাইয়েদ শামিম আহমদ বারবি/মুফতি আব্দুর রউফ সাখরবি

ভূমিকা • ৪৮
আমাদের কথা • ৪৯
আধুনিককাল ও টিভি • ৫০
টিভি একবিস্ময়কর আবিষ্কার তবে... • ৫০
টিভির দৃশ্য বা ছবির ধারণগতো দিক • ৫১
টিভির শব্দগতো দিক • ৫৫
টিভি প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য • ৫৫
টিভি আনন্দ-বিনোদনের জন্যে • ৫৬
কতো সহজ স্বামী-স্ত্রী হওয়া! • ৫৭

তওবা না করলে নরকেই পঁচতে হবে • ৬২
ব্যভিচারের প্রসার ঘটানো • ৬২
চুরি করে চুরির মন্দত্ব বোঝানোর দরকার কী • ৬৩
আপনার মেয়েকে কি অভিনেত্রী বানাবেন? • ৬৪
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে ছায়াছবি • ৬৬
প্রচার মাধ্যম হিসেবে টিভির ব্যবহার • ৬৭
শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধারণ জ্ঞানদানে টিভির ব্যবহার • ৬৮
বাণিজ্যিক ফায়দার জন্যে টিভির ব্যবহার • ৬৮
টিভিপ্রোগ্রামের অনিবার্য পরিণতি • ৬৯
আভিজাত্য মানেই কি পর্দাহীনতা • ৬৯
নবিদের কাহিনী অবলম্বনে টিভি সিরিয়াল! • ৬৯
অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিশু-কিশোররা • ৭০
হাজি সাহেবরাও নাচ-গানের আসর বসান! • ৭১
প্রথমে টিভি রিমোট তারপর ভক্ত • ৭১
খবর দেখার ছুঁতোয় ঘরে টিভি রাখা • ৭২
সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার • ৭২
বিজ্ঞানের চোখে টিভির ক্ষতিকারক পরিণতি • ৭৪
দৃষ্টিশক্তির ওপর টিভির ক্ষতিকারক প্রভাব • ৭৪
শ্রবণশক্তির ওপর টিভির বিরূপ প্রতিক্রিয়া • ৭৪
নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর টিভির বিরূপ প্রভাব • ৭৫
টিভি ইমানের জন্যে টিবি (যক্ষ্মা) • ৭৬
সিনেমা দেখে ইসালেসোয়াব! • ৭৬
টিভি নিয়ে কবরে গেলো! • ৭৭
টিভি কিনলেই কবরের আজাব! • ৭৯
পাপ ছাড়লেই মুক্তি • ৮৯
অদ্ভুত প্রাণীগুলো লাশ ঘিরে রেখেছে! • ৮১
টিভি ও রমজান মাসের অসম্মাননা • ৮২
কবরের আজাব গোপন কেনো রাখা হয় • ৮৩
কবরের আজাব থেকে বাঁচবো কী করে • ৮৩

বই-৩

ইন্টারনেট ব্যবহার: ইসলাম কী বলে

সাজ্জাদ শরিফ

ভূমিকার পরিবর্তে • ৮৭

ইন্টারনেট: হাদিসের সতর্কবাণী! ● ৮৯
প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব ● ৯০
প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার: ইসলামি দৃষ্টিকোণ ● ৯১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ● ৯২
প্রযুক্তির অপব্যবহার ● ৯৪
মোবাইল ● ৯৪
ফেসবুক ● ৯৫
ইন্টারনেট প্রযুক্তি ● ৯৫
রেডিও ● ৯৬
টেলিভিশন ● ৯৬
প্রিন্ট মিডিয়া ● ৯৬
কম্পিউটার ● ৯৭
ওয়েব মিডিয়া ● ৯৭
ই-মেইল ● ৯৮
ফেসবুকসহ অন্যান্য স্যোশাল মিডিয়া ● ৯৮
ইউটিউব ● ৯৯
মোবাইল ● ৯৯
বিজ্ঞাপন ● ১০০
প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা ● ১০১
ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ● ১০৩
ইন্টারনেটের কুফল ● ১০৪
ইন্টারনেটের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় ● ১০৪

ইন্টারনেটের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার
কিছু পথ-পদ্ধতি

১. ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার ● ১০৬
২. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা ● ১০৬
৩. সময় নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় ● ১০৭
৪. পরিণাম দর্শন ● ১০৭
৫. যৌন সুড়সুড়িমূলক বিষয় থেকে দূরে থাকা ● ১০৮
৬. দৃষ্টি অবনতো রাখা ● ১০৮
৭. নিশ্চিত হওয়া ● ১০৯
৮. ভেবে-চিন্তে মন্তব্য করা ● ১১০
৯. উপস্থাপনে ভারসাম্যতা রক্ষা করা ● ১১০
১০. আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এ বিশ্বাস রাখা ● ১১১

১১. যা উপকারী তা পেশ করায় অংশ নেয়া • ১১১
১২. নিষিদ্ধ ও অবৈধো বিষয়গুলোর প্রতিবাদ করা • ১১১

ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচারের পথ ও পদ্ধতি

১. ইন্টারনেটের প্রতি দিন দিন মানুষের আগ্রহ বাড়ছে • ১১৫
২. এই দাওয়াতি মাধ্যমে খরচ অনেক কম • ১১৫
৩. এই মাধ্যমে কাজ করা অনেক সহজ • ১১৬
৪. অনেক ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয় না • ১১৬
৫. ব্যাপক অঙ্গন ও একে কাজে লাগানো প্রয়োজনও বেশি • ১১৬

ইন্টারনেটে দাওয়াত দেবেন কীভাবে?

১. মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার উদ্দেশে ওয়েব সাইট বানানো • ১১৭
২. অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা • ১১৮
ক. সরাসরি আলোচনা (Direct dialogue) • ১১৮
খ. পরোক্ষ আলোচনা (Indirect dialogue) • ১২০
৩. আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার জন্যে ই-মেইল ব্যবহার করা • ১২১
১. প্রচলিত পন্থায় ই-মেইলের মাধ্যমে পত্রবিনিময় • ১২১
২. ইন্টারনেটে অনেক কোম্পানির সন্ধান পাওয়া যায় • ১২১
৩. নিজেই একটি মেইলিং তালিকা প্রস্তুত করা • ১২১
ইন্টারনেটে ভবিষ্যৎ ইসলামের ওপর ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর সাইটের প্রভাব কী • ১২২
যুবসম্প্রদায়ের প্রতি বিনীত আবেদন • ১২২
প্রথমত বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে • ১২৪
দ্বিতীয়ত, দাওয়াতি সাইটে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে • ১২৪
তৃতীয়ত, ব্যক্তিগতো সাইটের লোকদের ভুল শুধরে দেয়ার মধ্য দিয়ে • ১২৫
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কী? • ১২৬
নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর ঠিকানা • ১২৬

ইসলামে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিধান

মসজিদে বসে ইন্টারনেট ব্যবহারের হুকুম • ১২৯
ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কের সফটওয়্যার তৈরি করে দেয়ার বিধান • ১২৯
কারো আনলিমিটেড ইন্টারনেট লাইন হ্যাক করে ব্যবহার করা • ১৩০

পাইরেসি সফটওয়্যার ব্যবহারের বিধান • ১৩০
ইসলামে সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার • ১৩১
সোসাল মিডিয়ায় লাইক দেয়া, কমেন্ট করা • ১৩১
ইন্টারনেটের অশ্লীল ছবি বা পেইজে লাইক দেয়া • ১৩২
স্ট্যাটাস আপডেট করা • ১৩২
কারো স্ট্যাটাস না পড়েই লাইক দেয়া বা শেয়ার করা • ১৩২
ইন্টারনেটে কোনো কিছু শেয়ার করা • ১৩৩
ফেসবুকে বার্থডে উইশ করা • ১৩৩
ইন্টারনেটের মাধ্যমে তালাক দেয়া • ১৩৩

কেমন হওয়া উচিত
ফেসবুকের স্ট্যাটাস

১. কোরআনভিত্তিক স্ট্যাটাস • ১৩৪
২. হাদিসভিত্তিক স্ট্যাটাস • ১৩৪
১. যে তিনটি জিনিস গোনাহ মাফ করে– • ১৩৫
২. যে তিনটি জিনিস মর্যাদা বাড়ায়– • ১৩৫
৩. যে তিনটি জিনিস মুক্তি দেয়– • ১৩৫
৪. যে তিনটি জিনিস ধ্বংস করে– • ১৩৫
৩. উপদেশমূলক স্ট্যাটাস • ১৩৫
ক. বুদ্ধিমান স্বামী • ১৩৫
খ. বুদ্ধিমতী স্ত্রী • ১৩৬
গ. পাপ-পুণ্য কোনো কাজকেই তুচ্ছ মনে না করি • ১৩৬
ঘ. অর্থই সব নয়! • ১৩৭
৪. তথ্যমূলক স্ট্যাটাস • ১৩৮
ক. বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়েকেরামের ফোন নম্বর! • ১৩৮
খ. জেনে নিন কোন নবি কোন দেশ থেকে এসেছিলেন • ১৩৯
গ. জমজমের কূপ সম্পর্কে জানা-অজানা তথ্য • ১৩৯
ঘ. ৬৪ জেলার নামকরণের সংক্ষেপণ • ১৪০
৫. শিক্ষণীয় স্ট্যাটাস • ১৫৪
১. অর্থ-বিত্তের অহম করতে নেই • ১৫৪
২. উপকারী মিথ্যা • ১৫৫
৬. যুগোপযোগী স্ট্যাটাস • ১৫৫
৭. ইসলামি স্ট্যাটাস • ১৫৭
ক. কখন কী বলবেন? • ১৫৭
খ. ইসলামে নারীদের কেমন চোখে দেখে? • ১৫৮

৮. ভুল সংশোধনমূলক স্ট্যাটাস • ১৫৮
৯. সচেতনতামূলক স্ট্যাটাস • ১৫৮
১০. সুন্নতভিত্তিক স্ট্যাটাস • ১৬০
এক. ঘুমানোর সময়ে পালনীয় ১০টি সুন্নত • ১৬০
দুই. পানি পান করার সুন্নত ৬টি • ১৬১
১১. বিবেক জাগানিয়া স্ট্যাটাস • ১৬১
নাকফুলটা বিক্রি করে আমার কাফনের কাপড় কিনে দিও... • ১৬১
১২. জনহিতকর স্ট্যাটাস • ১৬২

ফেসবুকে ফ্রেন্ড

বন্ধুত্বের মূলনীতি • ১৬৩
সৎ সঙ্গ এবং অসৎ সঙ্গের উপমা • ১৬৬
যে বন্ধুত্বের বিনিময় জান্নাত • ১৬৬
১. আরশের ছায়া তলে জায়গা • ১৬৬
২. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন • ১৬৭
৩. ফেরেশতাদের এবং দুনিয়াবাসীর ভালোবাসা লাভ • ১৬৭
৪. পূর্ণ ইমানের পরিচয় • ১৬৭
কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন • ১৬৭
মেয়েদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো ও ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করা • ১৬৮
অমুসলিমকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো ও ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করা • ১৬৮

ফেসবুকে চ্যাটিং

ফেসবুকে মেয়েদের সাথে ম্যাসেজ আলাপন • ১৭৩
ফেসবুকে মেয়েদের সাথে ভিডিও চ্যাটিং করা • ১৭৩

ফেসবুকে ছবি পোস্ট ও সেলফি

ফেসবুকে ছবি পোস্ট করার বিধান • ১৭৫
ফেসবুক ও সেলফি • ১৭৬
সেলফির নেপথ্য কথা • ১৭৬
সেলফি তোলা সম্পর্কে ইসলামের বিধান • ১৭৬
হজে সেলফি তোলা • ১৭৭
মেয়েদের নিজের ছবি ফেসবুকে আপলোড করা • ১৭৮
ইন্টারনেটে হিজাব পরা ছবি আপলোড করা • ১৭৯
ইন্টারনেটে ভিডিও আপলোড করা • ১৮০

ইন্টারনেটে সেলিব্রেটিদের ফলো করা • ১৮০
অন্যান্য সামাজিক সাইট ব্যবহারের বিধান • ১৮১
ছাত্রদের ফেসবুক ব্যবহার • ১৮১

ফেসবুকের ধ্বংসলীলার বাস্তবচিত্র

ফেসবুকে ছবি পোস্ট করায় জীবন দিলো হাসি • ১৮২
ফেসবুকে ব্লাকমেইলের ফাঁদে পড়ে ধর্ষণের শিকার • ১৮২
ফেসবুকে নগ্নছবি পোস্ট করায় কলেজ ছাত্রীর আত্মহত্যা • ১৮৩
ফেসবুকের কারণে খুন • ১৮৩
ফেসবুক-বান্ধবীকে হত্যা করে নিজের আত্মহত্যা • ১৮৪
ফেসবুকের কারণে ভেঙ্গে গেলো বিয়ে • ১৮৪
হানিমুনের সেলফি ফেসবুকে দেয়ায় ডির্ভোস! • ১৮৪
ফেসবুকে প্রেম অতঃপর • ১৮৫
ফেসবুকে প্রেমের খেসারত • ১৮৫

ফেসবুকে অভিনব প্রতারণার ফাঁদ

ফেসবুকে প্রতারণার ফাঁদে তরুণ-তরুণীরা • ১৮৭
প্রতারিত নারী • ১৮৭
শিকার পুরুষও • ১৮৮
রাকা-রাকিবের ব্যবধান • ১৮৮
ফেসবুকে যেভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে মেয়েরা • ১৮৯
ফেসবুকে পতিতাদের প্রতারণা • ১৯১

বই-১



মোবাইল সর্বনাশা

[মোবাইল ব্যবহারের ইসলামি বিধান]

মুফতি মোহাম্মদ সালমান মনসুরপুরি
মুফতি মোহাম্মদ সালমান মাজাহেরি

অনুবাদ

মুফতী মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

কাব্যানুবাদ

ইলিয়াছ জাবের

সম্পাদনা

ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার

মাহফিল

লেখক সমাবেশ :: পাঠক সমাবেশ

ভূমিকা

মুফতি সালমান মাজাহিরি

পশ্চিমাদেশে আবিষ্কৃত যেকোনো বস্তু, যা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে হয়ে থাকে, তা যখন প্রাচ্যদেশে রপ্তানি হয়, তখন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি শ্রেণী দেখা যায়–

একশ্রেণীর লোক আছেন, যারা একে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের কোনো চক্রান্ত বলে ঘোষণা করে সাথে সাথেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। তা ব্যবহারের ব্যাপারে যথাসম্ভব হাত গুটিয়ে রাখেন এবং অন্যকে তা থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেন। পাশাপাশি এর সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে লোকদেরকে কম বেশি সতর্ক করেন। এর স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণাদিও পেশ করেন; কিন্তু এসব দলিল-প্রমাণ কতোটা নির্ভরযোগ্য সেটা ভেবে দেখার আর প্রয়োজনবোধ করেন না।

এই শ্রেণীর ধারণায় তা প্রত্যাখ্যানের একটি শক্ত দলিল হলো, ইসলামের শুরু থেকেই ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, প্রতারণা, শত্রুতা, ধূর্ততা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে একধ্বংসাত্মক ধারা অব্যাহত রেখেছে। মুসলমানদের মনোজগত থেকে ইসলামের চেতনা ধ্বংস করে দেয়া, ইসলামের প্রকৃত আবেদন থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা ও পরিশ্রমের জীবন, আত্মিক সাধনার পরিবর্তে ভোগ-বিলাস ও আরামপ্রদ জীবনে অভ্যস্ত করে তোলার ব্যবস্থা মুসলিমবিরোধী বন্ধুরা অনেক আগেই সেরে রেখেছে। তাই যতো কিছুই হোক, এই নতুন আবিষ্কারটিও সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেরই একটি অংশ। যা থেকে আমাদের দূরে থাকা অবশ্য কর্তব্য। আর জীবনধারণে যতো প্রতিকূলতাই সৃষ্টি হোক, প্রতিবন্ধকতা আসুক, সর্বক্ষেত্রে নিজের ইমানের সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে। ওলামায়েকেরাম ও সর্বজনমান্য বুজুর্গানেদীনের বিরুদ্ধেও তাদের বড়ো অভিযোগ, তারা উম্মতের প্রথম কাতারের এবং সবচেয়ে অগ্রণী হওয়ার পরও এসব জিনিস ব্যবহার করাকে দোষণীয় মনে করেন না; বরং নিজেরাও তা ব্যবহারে পিছিয়ে নেই!

দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর একেবারেই বিপরীত মেরুতে অবস্থান। তাদের মতে, পশ্চিমাদের আবিষ্কৃত নিত্যনতুন যতো জিনিস আমাদের হাতে আসে, তা মূলত আমাদের ওপর পশ্চিমাদের বিরাট অনুগ্রহ। প্রকৃতি যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব দরোজা পশ্চিমাদের জন্যেই খুলে দিয়েছে, তাদেরকে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জগতের নেতা ও স্রষ্টা বানিয়ে দিয়েছে, তখন তাদের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণ অনুসরণে আমাদের ইতস্তত করা মোটেও উচিত নয়। এসব বিস্ময়কর প্রযুক্তি দিয়ে যথাসাধ্য উপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ধারণার বশবর্তী যারা, তারা সাধারণত এসব জিনিসের ব্যবহারে বৈধো অবৈধের কোনো ভেদাভেদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। তাদের কাছে রেডিওর খবর শোনা আর ক্যামেরা দিয়ে প্রাণীর ছবি তোলা একই জিনিস। মোটর সাইকেলে চড়া যেমন দোষের কিছু নয়, তাদের মতে টেলিভিশন, সিনেমার

পর্দা বা কম্পিউটারের মনিটরে ফিল্ম দেখাতেও কোনো দোষের মধ্যে পড়ে না। এখানে পাপ পুণ্যের প্রশ্ন অবান্তর। এ শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস হলো, পার্থিব সব উন্নতি আর সফলতার উৎস এই পশ্চিমাপ্রযুক্তি। পশ্চিমাদের অভিনব আবিষ্কার যদি একের পর এক না হতো, তাহলে পৃথিবী কবে ধ্বংস হয়ে যেতো। প্রাচুর্য ও উন্নতি তো দূরের কথা।

এই দু'শ্রেণীর মাঝামাঝি তৃতীয় আরেকটি শ্রেণী আছে, যাদের চিন্তা-ভাবনা মধ্যমপন্থার। আল্লাহতাআলা পবিত্রকোরআনে ঘোষণা করেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

আমি তোমাদেরকে একমধ্যমপন্থার জাতি হিসেবে নির্বাচন করেছি।[১]

এ শ্রেণীর কর্মপন্থা এই আয়াতের মানদণ্ডে পরিচালিত হয়ে থাকে। পশ্চিমা আবিষ্কৃত কোনো কিছুকে একবাক্যে প্রত্যাখ্যান ও নাজায়েজ সাব্যস্ত করা এবং নিরুপায় অবস্থার সৃষ্টি না হলে তা ব্যবহার করা যাবে না–একথাতেও তারা দ্বিমতপোষণ করেন।

তাদের মতে, এসব আবিষ্কৃত জিনিস প্রত্যাখ্যান করার জন্যে প্রমাণ হিসেবে এতোটুকু অজুহাতই যথেষ্ট নয় যে, এর যারা উদ্ভাবক, তারা ইসলামের বিরোধিতায় সব সীমা অতিক্রম করেছে এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে একত্ববাদের আমানত ছিনিয়ে নিতে এবং তাদের মানসিক ও দৈহিক কার্যক্ষমতাকেও সৎ ও শুভকাজের জন্যে অকেজো করে দেয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছে অনেক আগেই।

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে তো এমন হাজারো জিনিস থেকে হাত-পা গুটিয়ে নিতে হবে, যার আবিষ্কার পশ্চিমারাই করেছে; কিন্তু কালের দীর্ঘ ও বহুল ব্যবহারের কারণে সেসব আবিষ্কৃত জিনিস পশ্চিমাদের চক্রান্তের অংশ হওয়া সত্ত্বেও সেই প্রথম শ্রেণীর মাথা থেকে চক্রান্তের নীল নকশার কথা উধাও হয়ে গেছে।

তবে মধ্যম শ্রেণী তথা তৃতীয় শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো এসব আবিষ্কৃত জিনিসকে ঢালাওভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেয় না। নব আবিষ্কার দারুণ উপকারী এবং যুগোপযোগী এসব মনোমুগ্ধকর স্লোগানের ধোঁকায় পড়ে যেকোনো নব আবিষ্কারের ব্যাপারে 'শরিয়তসম্মত' বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেন না।

যেকোনো জিনিসের বৈধোতা-অবৈধোতা যাচাইয়ের জন্যে শরিয়তের দণ্ড রয়েছে তাদের হাতে। তাতে যাচাই করে তারা সিদ্ধান্ত দেন, অমুক জিনিসের ব্যবহার তাওহিদ-রেসালাত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মানদণ্ডে জায়েজ বা নাজায়েজ। জায়েজ হলে কোন শর্তে কোন আদর্শের নিরিখে তাও স্পষ্ট করে দেন। মূলত এই তৃতীয় শ্রেণী সেই মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী শ্রেণী, যারা প্রাজ্ঞ ওলামা-মাশায়েখ হিসেবে বেশি পরিচিত।

অধুনা বিশ্বের বিস্ময়ক আবিষ্কার এবং স্বল্পসময়ে কোটি কোটি মানুষের হাতে পৌঁছে যাওয়া মোবাইল (মুঠোফোনের) ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হতে হয়।

---

[১] রা: বাকারা, আয়াত: ১৪৩।

একশ্রেণী তো প্রথম চোটেই তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এর ব্যবহারকে সংযম ও খোদাভীতির উল্টো মনে করেন। বিশেষ করে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় লোকদের ব্যবহারকে চরম সমালোচনার বিষয়ে পরিণত করেন। অথচো এর ব্যবহারে বিশাল একশ্রেণী নৈতিক ও শরিয়তের নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করেছে। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই, মোবাইলের যথেচ্ছ ও ভুল ব্যবহারের কারণে জাতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই যারা একে ঘৃণার চোখে দেখেন, বাতেলের চক্রান্ত বলে সাব্যস্ত করেন, তাদের মনোভাব ক্রমেই আরো কঠোর হয়ে ওঠেছে।

একজন ছাত্র, সারাক্ষণ যার অধ্যবসায়, পাঠ-মগ্নতা ও সামগ্রিক ব্যস্ততা ও কোলাহল থেকে নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন, যার শিক্ষা-দীক্ষায় বাইরের জগতের সাথে অতিমাত্রায় সংশ্লিষ্টতা-সংস্রব বিষ প্রয়োগে হত্যা চেয়ে কম নয়; মোবাইলের ব্যবহার তাদের জন্যে কেমন করে বৈধো মনে করা যায়? যে কারণে কেবল তাদের অধ্যবসায়, পাঠ নিবিষ্টতাই বিঘ্নিত হয় না; বরং অযথা খরচেরও একটা বোঝা অভিভাবককে বহন করতে হয়।

উপরন্তু, যাদের গান শোনা, অবৈধো ছবি দেখা এবং ক্রিকেট ম্যাচ থেকে আনন্দলাভের গোপন অভ্যাস রয়েছে, অন্যদিকে যারা লাজ-লজ্জার কারণে জনসাধারণের প্রেক্ষাগৃহে তাদের মনোবৃত্তি, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে বিব্রতবোধ করে, একনিরাপদ ও সহজ মাধ্যম হিসেবে সেগুলো মোবাইলের রূপ ধরে তাদের হাতে এসে গেলো!

মোবাইল সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ এমনভাবে ডুবে আছে যে, মসজিদে হাজারো ঘোষণার পরও প্রায় নামাজেই কারো মোবাইলে বেজে ওঠা রিংটোন নামাজিদের মনোযোগ বিনষ্ট করছে। ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল দিয়ে আত্মবিনাশী লোকেরা শুধু প্রাণীই নয়; বরং অবৈধো দৃশ্যের ছবি ধারণ করে রাখার কাজটি খুব সহজে পূর্ণ করে নিচ্ছে।

আর এখন তো মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগের সহজ সুযোগও এসে গেছে। যার মাধ্যমে নগ্নতা ও অশ্লীলতার সর্বগ্রাসী ঝড় প্রতিটি ঘর, শিক্ষাঙ্গন ও উপসনালয়ের দরোজায় আঘাত হানার ব্যবস্থা করেছে। এই নৈতিক অবক্ষয়ের কথা কল্পনা করলেও একজন মোমিনের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার কথা। অথচো এখন কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে পরিস্থিতি।

মোটকথা, পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত এই ছোটো, মুঠোয় ভরে রাখার মতো জিনিসটি এমন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে, যা অন্যান্য বিশাল বিশাল আবিষ্কার দ্বারাও সম্ভব হয়নি। এর দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের বীজ দ্রুতো ছড়িয়ে পড়ছে, ইসলামের জাত শত্রুরা নিশ্চয়ই এতে আনন্দিত হচ্ছে। তবে এতোসব বাধার পরও যেহেতু মোবাইলের ব্যবহার এমন পদ্ধতিতেও করা সম্ভব, যাতে উপরের সব মন্দতা ও অশুভতার আঁচড় থেকে গা বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং মোবাইল ব্যবহারকারীও এতোটা বাধ্যবাধকতায় বন্দি নয় যে, তাকে এসব নিন্দনীয় ব্যাপারে অবশ্যই জড়াতে হবে। এ কারণে মোবাইলের ব্যবহারকে একেবারে হারাম

বলে দেয়া এবং একে সংযতপন্থায় ব্যবহারকারীদেরকে তাকওয়া-আল্লাহভীতি ও ব্যক্তিত্ববোধের পরিপন্থী মনে করে যথেচ্ছচারী ধারণা করা আদৌ ঠিক নয়।

যেমন, একজন মোবাইল ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে তার মোবাইলে সম্পূর্ণ সাদামাটা ও মিউজিকবিহীন রিংটোন ব্যবহার করতে পারে। নামাজের সময় গুরুত্বের সাথে মোবাইল বন্ধ রাখতে পারে। গেমস ইত্যাদি অহেতুক বিষয় থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে পারে। ক্রিকেট খেলা দেখে বা ধারাভাষ্য শুনে নিজের মূল্যবান সময় ও পয়সা অপচয় থেকে দূরে থাকতে পারে। এসব সংযতপন্থা অবলম্বন করা তার পক্ষে নিতান্তই সহজ কাজ। কেউ তাকে এর বিপরীত করতেও বাধ্য করতে পারবে না। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে একথা বলা ঠিক হবে না, যখন কারো হাতে মোবাইল আসবে, তখন এসব মন্দতা নিয়েই আসবে এবং এর ব্যবহারকারীকে অবধারিতভাবেই তার এই অশুভজালে আটকে ফেলবে।

মোটকথা, ধর্মহীনতার এই অস্থির যুগেও আল্লাহভীতিতে সদা বিহ্বল এমন হাজারো মুসলমান আছে, যারা মোবাইল বেশি ব্যবহার করেন ঠিক; কিন্তু শরিয়তের সীমা ও প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার এই মূলনীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে তারা নিজেদের এই কর্মপদ্ধতির কারণে যেমন একদিকে অন্যের জন্যে আদর্শ হচ্ছে, অন্যদিকে নিজের অজস্র সময় ও পয়সা বাঁচিয়ে এর দ্বারা অনেক দীনি ও সামাজিক কাজ সমাধা করে থাকেন। নিশ্চিত তারা আন্তরিক মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই বইটিতে মূলত মোবাইলের শরয়ি বিধি-বিধান, প্রয়োগক্ষেত্রের সুষ্ঠুতা তথা সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা-মাসায়েলের সবিস্তারে আলোচনা রয়েছে। যার প্রতি যত্নবান হওয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্যে একান্তই জরুরি। যাতে মানুষ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা যায় মোবাইল ব্যবহার করেও। সাথে সাথে মোবাইল ব্যবহারকারী প্রতিটি মুসলমান যেনো চারিত্রিক, নৈতিক ও আত্মিক অসুখ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারে।

বইটি মূলত সেসব ফতোয়ার সমন্বিতরূপ, আমাদের থেকে মোবাইল সম্পর্কিত নানান প্রশ্নের উত্তর, যা বিজ্ঞ মুফতিয়ানেকেরামরা নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন।

আল্লাহতাআলা এ প্রয়াসকে কবুল করুন। মুসলিমউম্মাহকে বাতেলের সর্বগ্রাসী চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন! আমিন!!

লেখকের কথা

মুফতি সালমান মনসুরপুরি
সাহারানপুর, ইউপি, ভারত

মোবাইল আজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বনে গেছে। ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, ছোটো-বড়ো সবার হাতে মোবাইল। সাথে সাথে মোবাইল কোম্পানিগুলোও নিত্যনতুন আকর্ষণীয় অফার দিয়ে গ্রাহকদেরকে সবসময়ই বাজারমুখী করে রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠেছে। এছাড়াও একের পর এক সুবিধা, প্রতিশ্রুতি দেয়ার ক্ষেত্রে (প্রতিযোগিতামূলক) এক কোম্পানি আরেক কোম্পানির চেয়ে উন্নততর মোবাইল সেট প্রায় প্রতিদিনই বাজারে নিয়ে আসছে। যে কারণে মোবাইল এখন শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যেই সীমিত থাকছে না; বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের এক সমাহার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তাই যোগাযোগ মাধ্যমের আধুনিক আবিষ্কার মোবাইল শুধু টেলিবার্তাই নয় আজ; বরং রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ভিডিও ক্যামেরা, টেলিভিশন আর ইন্টারনেটের মতো স্যাটেলাইটিং তথা আকাশ মিডিয়ার সব প্রোগ্রাম ও সুবিধা বহন করছে এই মোবাইল। শুধু তাই নয়, মূল্যবান সময় অপচয়, পাপ ও অপরাধে লিপ্ত করানোর চাকচিক্যময় নানা উপকরণ সরবরাহ করে চলেছে এই ক্ষুধে যন্ত্রটি। বিত্তশালী ঘরানার অপরিণামদর্শী সন্তানদের[২] চারিত্রিক ও নৈতিকভাবে বিগড়ে দেয়ার বড়ো গুরুত্বপূর্ণ (?) অবদান রেখে চলেছে এই মোবাইল। ফটো, ভিডিওগ্রাফি, ফিল্ম রেকর্ডিং, চলতে-ফিরতে সারাক্ষণ গানবাদ্য শোনা, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত অশ্লীল বিনোদনচিত্র, অহেতুক গেমস এ জাতীয় নিষিদ্ধ কর্মের আকর এই মোবাইল।

অধিকন্তু যারা একান্ত প্রয়োজনে মোবাইল ব্যবহার করে, তারাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্দেশিত সীমা রক্ষা করতে পারছে না। কী ভুল করা হচ্ছে বা অবৈধো কোন পন্থাটি অবলম্বিত হচ্ছে–এই অনুভূতিটুকুও তাদের হয় না। যেমন মোবাইলের রিংটোনের ব্যাপারে বেশিরভাগ লোকই অসতর্ক। মিউজিকযুক্ত রিংটোন অবলীলায় মোবাইলে সংযুক্ত করে নেয়। তাই বেশ কিছুদিন ধরে এ বিষয়ে শরিয়তের দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা গ্রন্থিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। জামেয়া মাজাহিরুলউলুম সাহারানপুরের সুযোগ্য অধ্যাপক মুফতি ইরতিজাউল হাসান রাজি কান্ধালভির প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এ জামেয়ার মুফতি সালমান মাজাহেরি মোবাইল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নানান প্রশ্ন ফতোয়ার জন্যে জামেয়া শাহি মুরাদাবাদে পাঠান। সেখানকার ইফতা বোর্ড প্রশ্নগুলো উত্তর ফতোয়া আকারে পেশ করে, সেটিই গ্রন্থাকারে পাঠকদের জন্যে উপস্থাপন করা হলো।

---

২. হালের সব শ্রেণীর সবধরনের মানুষেরই চারিত্রিক স্খলনের মহাহাতিয়ার এই মোবাইল।–সম্পাদক

অনুবাদকের কথা

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

মোবাইল এখন আর আবিষ্কারকালের ক্ষুধে একটি 'নিরীহ' যন্ত্র নয়, যার মাধ্যমে কেবল প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। যদি তাই থাকতো, তাহলে মোবাইল বিষয়ে এধরনের বই লেখার প্রয়োজন হতো না। মোবাইল এখন একের মধ্যে অনেক–হান্ড্রেড ইন ওয়ান কিংবা এর চেয়ে আরো বেশি। যে যেমন চাইছে, যার যেমন অভিরুচি, সে তেমনভাবে মোবাইল ব্যবহার করতে পারছে। ক্যামেরা, ইন্টারনেট, ইন্টারনেটের অন্যান্য পরিসেবা-ভাইবার, হোয়াটসআপ, ইমো, ট্যাংগো এবং টিভিসহ প্রযুক্তির বিশাল সুযোগ-সুবিধা মোবাইল ধারণ করছে। একসময় এসব মোবাইল সেট সর্বসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মতো সুলভ ছিলো না; কিন্তু ক্রমেই এগুলোও সুলভ এবং নিম্নবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসছে।

একসময় এলিট শ্রেণী মোবাইলের বদান্যতায় নৈতিক অবক্ষয় চর্চা করতো। এখন নিম্ন আয়ের লোকেরা আরো দ্বিগুণ উৎসাহে এই মোবাইলের মাধ্যমে চরম অনৈতিকতা আর অশ্লীলতার চর্চায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বলাবাহুল্য, তাই এই মোবাইলের সাথে সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মীয় অনেক বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

মোবাইলের ব্যবহারবিধি কেমন হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কী–এটা জানাও সচেতন গ্রাহকদের জন্যে জরুরি হয়ে পড়েছে। সেই প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য রেখেই *মাসায়েল মোবাইল* নামের প্রামাণ্য কিতাবটির অনুবাদ করা হলো। সাথে মোবাইল সম্পর্কিত আরো কিছু অতিপ্রয়োজনীয় মাসয়ালা নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতিসহ সংযুক্ত করে দেয়া হলো।

পাঠক এর মাধ্যমে মোবাইলের সঠিক ব্যবহারবিধি রপ্ত করতে পারবেন–ইনশাআল্লাহ!

সিদ্দিক বাজার, ঢাকা

মোবাইল ফোনের ইতিহাস

সাধারণত ক্যাব রেডিওর ধারণাকে মোবাইলের জন্মসূত্র ধরা হয়। সেটা ১৯০৮ সালের কথা। লারস মেগনাস এরিকসনের নাম মধ্যইউরোপে তখন বেশ পরিচিত। এটা ১৯১০ সালের কথা। এরিকসন একজন সখের পর্যটক এবং প্রযুক্তিবিদ। ল্যান্ড ক্রুসার টাইপ একটা গাড়ি ছিলো তার। এটা নিয়ে তিনি দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতেন। তার গাড়িতে ছিলো টেলিফোন। তিনি এন্টিনা ডিভাইস ব্যবহার করে ও ফোনের দুই প্রান্তে লম্বা দু'টি তার জুড়ে দিয়ে একবিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে ন্যাশনাল ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তার প্রয়োজনীয় ফোন কলগুলো সেরে নিতেন। এটা ছিলো অনেকটা ওয়ারল্যাস ফোনের মতো একটা ব্যবস্থা। তবে এ ব্যবস্থা ছিলো তার একান্ত ব্যক্তিগতো। তিনি এটা বাজারজাত করেননি। সম্ভবত তার সেধরনের ইচ্ছে বা পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো না।

সে সময় জার্মানির বার্লিন থেকে হামবুর্গ পর্যন্ত ট্রেন যাত্রায় প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা রেডিও টেলিফোনের সেবা পেতেন। এ সুবিধা ছিলো বিমানের যাত্রীদের জন্যেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এধরনের ফোনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জার্মানির সেনারা এধরনের ফোন ব্যবহার করতো।

আধুনিক যুগের মোবাইল ফোন বা সেলুলার ফোনের উদ্ভাবন হয় ১৯৭৩ সালে। বিখ্যাত মোবাইল ফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মটোরোলা কোম্পানির প্রযুক্তিবিদ ড. মার্টিন কুপার ও জন ফ্রান্সিস মিচেলকে বর্তমান সংস্কারের মোবাইল ফোনের উদ্ভাবকের মর্যাদা দিয়েছে উইকিপিডিয়া। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রায় এককেজি ওজনের মোবাইল সেট তারা সীমিত কিছুলোকের হাতে তুলে দেন। বিশ্বইতিহাসে আধুনিক যুগের মোবাইল ফোনে সর্বপ্রথম কথা বলেন ড. মার্টিন কুপার। অপর প্রান্তে তার সাথে মোবাইল ফোনটি রিসিভ করেন বেল ল্যাবসের কর্মকর্তা ড. জয়েস এঞ্জেল।

১৯৮৩ সালে মোবাইল ফোনের প্রথম বাণিজ্যিক সংস্করণটি আসে। সেটা ছিলো মোটোরোলা ডায়না টিএসি-৮০০০এক্স। ১৯৮৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ বিলিয়নের বেশি ছাড়িয়ে গেছে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা। আর পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৭% মোবাইল ফোন যোগাযোগের আওতায় চলে এসেছে।

১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রথম প্রজন্ম, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রজন্ম, ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তৃতীয় প্রজন্ম এবং ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল সংস্করণ চলছে। সম্ভত আর কিছুদিনের মধ্যে পঞ্চম প্রজন্মের সেট চলে আসবে। ক্রমেই প্রজন্মান্তর ঘটতে থাকবে মোবাইল ফোনের।
আমরা জানি বাংলাদেশে বর্তমানে ছয়টি মোবাইল কোম্পানি রয়েছে। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে *হাচিসন বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড*-এর মাধ্যমে বহু কাঙ্খিত মোবাইল প্রযুক্তি এই দেশে প্রবেশ করে।

কথা শুরুর আগে সালাম

হ্যালো বলে কথা শুরু করা যে অবৈধো তা কিন্তু নয়। তবে একজন মুসলমানের উচিত সালাম দিয়ে কথা বলা। 'কথা শুরুর আগে সালাম' এটা আল্লাহর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রসিদ্ধ উক্তি। যিনি ফোন রিসিভ করবেন, তিনিই আগে সালাম দেবেন। আর সালাম দিয়ে কথা শুরু করলে তো হ্যালো বলার প্রয়োজনীয়তাও মিটে গেলো।[৩]

দু'প্রান্ত থেকে একসাথে সালাম দিলে

অনেক সময় দু'প্রান্ত থেকে একসাথে সালাম বিনিময় হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে করণীয় হলো দু'জন দু'জনের সালামের জবাব দেবেন। যদি একপ্রান্ত থেকে সালাম দেয়ার পর অপরপ্রান্ত থেকে সালামের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে সালাম দিয়ে দেয়, তাহলে সেই সালামকে সালামের জবাব হিসেবে ধরা হবে।[৪]

যতোবার ফোন ততোবার সালাম

অনেকের সাথে একাধিকবার মোবাইলে কথা বলার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে যতোবার কথা হবে ততোবারই কথার শুরুতে যেনো সালাম দেয়া হয়। হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বলা হাদিসে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, কারো সাথে সাক্ষাতকালে তোমরা একে অন্যকে সালাম দেবে। এমনকি সাক্ষাতের পর যদি অপরজন কোনো গাছ, প্রাচীর বা পাথরের আড়ালে চলে যায় এবং আবার দেখা হয়ে যায়, তাহলে আবার যেনো সালাম দেয়।[৫]

নামাজে মোবাইল বন্ধ করা

যদি কেউ মোবাইলের রিংটোন বন্ধ না করে নামাজ শুরু করে দেয় এবং নামাজে মোবাইল বেজে ওঠে, তাহলে কী করণীয়? নামাজ ছেড়ে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করবে? না নামাজে থেকে 'আমালে কলিল' এর মাধ্যমে মোবাইল বন্ধ করতে পারবে? না-কি রিংটোন বাজনারতো অবস্থায় রেখে দেবে?

---

৩. ফতোয়া শামি: পৃষ্ঠা: ৪১৩, খণ্ড: ৬।
৪. ফতোয়া শামি: পৃষ্ঠা: ৪১৩, খণ্ড: ৬।
৫. সুনানে আবুদাউদ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭০৭।

উত্তরঃ জরুরি কাজ হলো, নামাজ শুরু করার আগে মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করে নেয়া এবং এর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপের অভ্যাস গড়ে তোলা। তবে ঘটনাক্রমে মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করতে ভুলে গেলে এবং নামাজের সময় তা বেজে উঠলে 'আমালে কলিল' (একহাত পকেটে ঢুকিয়ে) দ্বারা মোবাইল বন্ধ করে নেবেন। এতে নামাজের ক্ষতি হবে না। মোবাইল বন্ধ করার জন্যে নামাজ ছেড়ে দেয়ার দরকার নেই। যদি মোবাইল বন্ধ না করে এবং অনবরত বাজতে থাকে, তাহলে নিজের নামাজ হয়ে গেলেও অন্যান্য নামাজির জন্যে চরম বিরক্তি ও নিজের নামাজে আল্লাহর প্রতি বিনম্র ধ্যানমগ্নতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এতে নিশ্চিতভাবেই নামাজের মূলপ্রাণ বিনষ্ট হয়।[৬]

'আমালে কলিল' ও 'আমালে কাসির'-এর ব্যাপারে ফোকাহায়েকেরামের একাধিক উক্তি রয়েছে। নির্ভরযোগ্য উক্তি হলো, নামাজের মধ্যে কৃত প্রত্যেক এমন কাজ, যা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার পরিপন্থী ও তা নামাজের কর্মকাণ্ডেরও অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা করার সময় দর্শক মাত্রেরই এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এ লোক নামাজরতো অবস্থায় নেই–এটাই 'আমালে কাসির।' তবে সে কাজটা যদি এ পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলেই সেটা 'আমালে কলিল।'[৭]

নামাজে বার বার রিংটোন বেজে ওঠা

নামাজে বার বার মোবাইল বেজে উঠলে কী করণীয়? একবার বন্ধ করার পর ফের বেজে উঠলে ফের কি বন্ধ করা যাবে? যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে কতোবার করা যাবে?

উত্তরঃ যদি একবার মোবাইল বন্ধ করার পর দ্বিতীয়বার রিংটোন বেজে ওঠে, তাহলে 'আমালে কলিল'-এর মাধ্যমে দু'বার-তিনবারও বন্ধ করা যাবে। শর্ত হলো, বন্ধ করতে গিয়ে যেনো 'আমালে কাসির'-এর পর্যায়ে গিয়ে না পৌঁছে। কারণ, মোবাইল বন্ধ করতে গিয়ে 'আমালে কাসির' করে ফেললে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। যা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্যকর্তব্য।[৮]

নামাজে মোবাইল কতোবার বন্ধ করতে পারবে?

নামাজের একটি রুকনে (ফরজ অংশে) অথবা পুরো নামাজে কতোবার মোবাইল বন্ধ করা যাবে? পুরো নামাজেই তিনবার বন্ধ করার সুযোগ রয়েছে, না-কি একরুকনেই তিনবার বন্ধ করার অবকাশ রয়েছে?

---

৬. বাহরুররায়েক: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১।

৭. ফতোয়া শামি: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪২০।

৮. মাজমাউল আনহুর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২০।

উত্তরঃ পুরো নামাজে মোবাইল তিনবার বন্ধ করা নিঃসন্দেহে 'আমালে কলিল'-এর মাধ্যমে জায়েজ আছে। তেমনি নামাজের একটি রুকনেও তিনবার মোবাইল বন্ধ করা যাবে। তবে তিনবার বন্ধ করার ব্যাপারটি একের পর সামান্য বিরতি ছাড়া সংঘটিত হতে পারবে না এবং তিনবার 'সোবহানা রব্বিয়াল আলা' বলা পরিমাণ অথবা এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে একাধারে তিনবার মোবাইল বন্ধ করা যাবে না।

কারণ, এতো অল্পসময়ে অবিরত তিনটি কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে এক উক্তি মতো 'আমালে কাসির'-এর মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তখন নামাজও ভেঙ্গে যাবে। তাই এ থেকে বেঁচে থাকাও জরুরি।[৯]

মোবাইল বন্ধ করার জন্যে নামাজ ছেড়ে দেয়া

নামাজ ছেড়ে দিয়ে কি মোবাইল বন্ধ করা যাবে? 'আমালে কলিল'-এর মাধ্যমে যদি মোবাইল বন্ধ করা সম্ভব না হয় এবং অনবরত মোবাইল বাজতে থাকার দরুন নিজের এবং অন্যমুসল্লিদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করা যাবে? যাতে একাগ্রতার সাথে নামাজ আদায় করা যায় এবং অন্যদের নামাজও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

উত্তরঃ 'আমালে কলিল'-এর মাধ্যমে যদি মোবাইল বন্ধ করা সম্ভব না হয় এবং তা বাজতে থাকার কারণে নিজের ও অন্যের নামাজ বিঘ্নিত হয়, তাহলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করা জায়েজ হবে না। কারণ, নামাজ ছেড়ে দেয়ার অনুমতি শুধু বিশেষ ওজরের ক্ষেত্রেই দেয়া হয়। আর খুশু-খুজু (বিনীত ধ্যানমগ্নতায়) বিঘ্নতা এমন শরয়ি ওজর নয়, যার কারণে নামাজ ছেড়ে দেয়ার মতো সুযোগ দেয়া যাবে।[১০]

নামাজির বেজে ওঠা মোবাইল বিনা অনুমতিতে বন্ধ করা

মোবাইল সামনে রেখে কেউ নামাজ পড়ছে, হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠলো। তাহলে পাশে বসে থাকা কেউ সে মোবাইল বন্ধ করতে পারবে? এতে কি বিনা অনুমতিতে অন্যের মালিকানাভুক্ত জিনিস ধরার অপরাধ হবে?

উত্তরঃ মোবাইলের রিংটোন বাজার কারণে যেহেতু নামাজে বিঘ্নতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা আছে, তাই কারো পক্ষে এই মোবাইল বন্ধ করে দেয়া নিঃসন্দেহে জায়েজ। আর এটা অন্যের জিনিস ব্যবহারের মধ্যে পড়ে না কোনোভাবেই, বরং

---

[৯]. মাজমাউল আনহুরঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১২০।

[১০]. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৪১।

এটা একধরনের সহানুভূতি প্রদর্শন ও তার প্রতি সহযোগিতা, যাতে তার নামাজ নির্বিঘ্নে আদায় করা যায়।[১১]

মোবাইল খোলা রেখে মসজিদে গমন

মোবাইল খোলা রেখে মসজিদে ঢুকা মসজিদের আদবের পরিপন্থী। কারণ, আচমকা মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠলে মসজিদে শোরগোল, হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। যা একেবারেই নিষিদ্ধ।[১২]

মোবাইল খোলা রেখে একাকী নামাজ পড়া

মোবাইলের রিংটোন খোলা রেখে নামাজ পড়লে এবং নামাজের মাঝখানে তা বেজে উঠলে নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই নামাজ শুরুর আগে মোবাইল না হলে অন্তত রিংটোন বন্ধ করে নেয়া উচিত। একাকী নামাজ পড়া হোক বা জামাতের সাথে।[১৩]

নামাজের আগে মোবাইল বন্ধ করার ঘোষণা করা

নানান মসজিদে ইমাম বা মোয়াজ্জিন সাহেবরা নামাজ ও একামতের মাঝখানে কাতার সোজা করার ঘোষণার সাথে সাথে মোবাইল বন্ধ করার ঘোষণাও করে দেন। শরয়িদৃষ্টিকোণ থেকে এটা কেমন?

উত্তরঃ মোবাইলের ব্যবহার অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। এজন্যে প্রয়োজনের ভিত্তিতে মোবাইল বন্ধের ঘোষণা করা শুধু জায়েজই নয় বরং বাঞ্ছনীয়ও। যাতে নামাজের মাঝখানে মোবাইল বেজে ওঠে নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।[১৪]

মোবাইলের রিংটোনে আজান বা কোরআনের আয়াত ব্যবহার

মোবাইলের রিংটোনে আজান বা কোরআনের আয়াত কিংবা নাতেরাসুল, ইসলামি গজল ডাউনলোড করার বিধান কী?

উত্তরঃ রিংটোনের উদ্দেশ্য মোবাইল ব্যবহারকারীকে এ সঙ্কেত দেয়া, কেউ তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। এটা দরোজায় টোকা বা কড়া নাড়ার বিধানভুক্ত বিষয়। এই সাধারণ সঙ্কেত পাওয়ার জন্যে কোরআনের আয়াত বা আজানের কোনো অংশ ব্যবহার করা একেবারেই অযৌক্তিক। শুধু তাই নয়, একদিক থেকে

---

১১. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪২৫।

১২. ফতোয়া আলমগিরিঃ খণ্ডঃ ৫, পৃষ্ঠাঃ ৩২১।

১৩. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪২৫।

১৪. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪২৫।

এই পবিত্র শব্দাবলির অপদস্থতার প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। এরই ভিত্তিতে ফকিহরা এ উদ্দেশ্যে আজান বা কোরআনের আয়াত ব্যবহারকে নাজায়েজে বা অবৈধো বলে ঘোষণা করেছেন। তাই মোবাইলের রিংটোনে আজান, কোরআনের আয়াত বা হামদ ও নাতেরাসুল ডাউনলোড করা বৈধো নয়। এছাড়াও কখনো কখনো বাথরুমে মলমূত্র ত্যাগের সময় মোবাইল বেজে ওঠে এবং কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত শুরু হয়ে যায়। এ তো স্পষ্টতই অসম্মান প্রদর্শন। আবার আয়াতের বা আজানের কিংবা নাতের মাঝখানে কল ধরতে হয়, তখন অর্থবিকৃতি ঘটারও শতোভাগ সম্ভাবনা থাকে। যা একান্তই হারাম। তাই তা থেকে বিরত থাকা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এ কারণে মোবাইলে সাদামাটা রিংটোন ব্যবহার করা উচিত।[১৫]

মোবাইল ফোনে গান ব্যবহার

মোবাইলের রিংটোনে গান বা মিউজিক সেট করা কখনোই জায়েজ নয়, বরং কঠিন গোনাহের কাজ। হাদিসে আছে–

صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ

দুনিয়া ও আখেরাতে দু'টি আওয়াজ অভিশপ্ত। একটি হলো অনুগ্রহ প্রাপ্তির সময় সঙ্গীত বাজানো আর শোকের সময় গানবাদ্য বাজানো।[১৬]

মোবাইলের টিউনে গান ব্যবহার

মোবাইলের টিউন তথা যোগাযোগকারী সাঙ্কেতিক শব্দের স্থলে গান ব্যবহার করার কী হুকুম? অপরপক্ষের জন্যে এই মোবাইলে কল করার কী বিধান? মোবাইল ব্যবহারকারীর জন্যে কি এটা বৈধো হবে যে, তার মোবাইলে কেউ ফোন করলে অপর প্রান্তে গান শুনতে থাকবে?

উত্তর: মোবাইলে এমন প্রোগ্রাম সেট করা যার মাধ্যমে অন্যপ্রান্তে গান শোনা যায়–এটা পুরোপুরি নামায়েজ। এটা শুধু পাপই নয়, পাপের প্রচারও। তবে কারো যদি এমন কারো সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয়, যার মোবাইলের টিউনে গান সেট করা আছে এবং যোগাযোগকারী এই উপলক্ষে অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে গান শুনে ফেলে, তাহলে যোগাযোগকারী গোনাহগার হবে না। হাদিসে রয়েছে–

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِيْ رَحْمَةً وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ. اَمَرَنِيْ اَنْ اَمْحَقَ الْمَزَامِيْرَ وَالْكَفَاءَاتِ يَعْنِي الْبَرَابِطَ وَالْمَعَازِفَ وَالْاَوْثَانَ الَّتِيْ كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

হজরত আবুউমামা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু

---

১৫. ফতোয়া হিন্দিয়া: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩১৬।

১৬. আততারগিব ওয়াততারহিব: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৮৪; সূত্র: ফতোয়া শামি: খণ্ড: ৯ পৃষ্ঠা: ৫৬৬।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, আল্লাহতাআলা আমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়েত ও রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর আমাকে আদেশ করেছেন, গানবাদ্য, ঢোল, নৃত্য ও মূর্তি ধ্বংস করতে, জাহেলিযুগে যার পূজা করা হতো।[১৭]

মোবাইলের রিংটোনে পাখি বা প্রাণীর আওয়াজ

পাখি বা প্রাণীর আওয়াজ মিউজিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তা মোবাইলে ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে এর সাথে বাদ্য থাকলে তা জায়েজ হবে না।[১৮]

মোবাইলের এলার্মে আজানের ব্যবহার

ভোরে নামাজ ও এবাদতের জন্যে ওঠার উদ্দেশ্যে মোবাইলের এলার্মে আজান ব্যবহার করার বিধান কী? যাতে ভোরে ওঠেই প্রথম কানে যে শব্দ পৌঁছবে তা যেনো আল্লাহ ও রাসুলের বরকতময় নাম পৌঁছে।

উত্তরঃ নামাজ ও অন্যান্য এবাদতের জন্যে এলার্মব্যবস্থা মূলত স্মরণ করিয়ে দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর স্মরণের ক্ষেত্রে আজানের শব্দ সেট করা হলে এতে দোষণীয় কোনো ব্যাপার হবে না। তবে মোবাইলের সাধারণ রিংটোনে আজানের শব্দ সেট করা হলে এটা আজানের অপাত্রে ব্যবহার করার নামান্তর। তাই একে বেয়াদবি বলে সাব্যস্ত করা হবে। ঘড়ির ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য।[১৯]

মিউজিকযুক্ত মোবাইল কেনাবেচা

কারো জন্যে এমন মোবাইল কেনাবেচা করা বা ব্যবহার করা, যার রিংটোন সম্পূর্ণই মিউজিকযুক্ত এবং তাতে সাদামাটা মিউজিকমুক্ত রিংটোন সেট করাও অসম্ভব, শরিয়তে এর বিধান কী?

উত্তরঃ যে মোবাইলে কেবল মিউজিকযুক্ত টোনই সেট করা যায়, তার কেনাবেচা মাকরুহ এবং এ থেকে মিউজিকযুক্ত টোন শোনা এবং শোনানো নাজায়েজ।[২০]

মোবাইলে সাদামাটা মিউজিকবিহীন রিংটোন নির্ধারণ

মোবাইলের মিউজিকবিহীন সাদামাটা রিংটোন নির্ধারণ করা হবে কী পন্থায়? ল্যান্ডফোনের রিং কী মিউজিকবিহীন?

---

[১৭]. মুসনাদে আহমাদঃ হাদিসঃ ২২২১৮।

[১৮]. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৫০৩।

[১৯]. বাদাইয়ুস সানায়িঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৮।

[২০]. হেদায়াঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৮।

উত্তরঃ মোবাইলের সাদামাটা রিংটোন সেটাই, যাতে গানের মিউজিক না থাকে এবং এ জাতীয় কোনো বাদ্য না থাকে। ল্যান্ডফোনের টোন সাদারণত সাদামাটাই হয়ে থাকে।

মোবাইলে দীনিবয়ান শোনা

মোবাইলের মাধ্যমে দীনিবয়ান বা নাতেরাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ইত্যাদি ভিডিও ছবিসহ বা ছবি ছাড়া শোনার কী হুকুম?

উত্তরঃ মোবাইলের মাধ্যমে দীনিবয়ান ও নাত-গজল ইত্যাদি শোনা জায়েজ আছে। শর্ত হলো, তাতে ছবি বা ভিডিওচিত্র থাকা যাবে না।[২১]

মোবাইল থেকে গান শোনা

গান যেকোনোভাবেই শোনা গোনাহের কাজ। সচিত্র হোক বা চিত্র ছাড়া। মোবাইল থেকে হোক বা অন্যকোনো যন্ত্র থেকে। হাদিসে বলা হয়েছে–

مَنْ جَلَسَ اِلٰى قَيْنَةٍ يَسْمَعُ مِنْهَا صُبَّ فِى اُذُنِهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে গানের আসরে বসে গান শুনলো, তার কানে উত্তপ্ত সিসা ঢেলে দেয়া হবে।[২২]

মোবাইলে ছায়াছবি দেখা

ফিল্ম দেখা সর্বাবস্থাতেই নাজায়েজ ও হারাম, তা মোবাইলের মাধ্যমে দেখা হোক বা অন্যকোথাও দেখা হোক। আল্লাহতাআলা বলেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

তোমরা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না।[২৩]

মোবাইলে ক্রিকেট খেলা দেখা

মোবাইল বা অন্যকোনো মাধ্যমে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা সময়ের অপচয় ও অহেতুক কাজ। আর এর মধ্যে অনেক গোনাহও যুক্ত থাকে। কারণ, খেলার সামান্য সামান্য বিরতীতে অশ্লীল ছবি, বিজ্ঞাপনও দেখানো হয়, যা থেকে দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব।

---

২১. ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ৫, পৃষ্ঠাঃ ২৪৯; কিফায়াতুল মুফতিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ২০৭।

২২. তাফসিরে কুরতুবিঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৫০, পারাঃ ১১/আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫৮৪।

২৩. সুরাঃ আনআম, আয়াতঃ ৫১; সূত্রঃ ফতোয়া মাহমুদিয়াঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১২৬।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, ইসলামের সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য হলো, অহেতুক কাজ বর্জন করা।[২৪]

মোবাইলে গেমস খেলা

মোবাইলে গেমস খেলার অর্থ হলো নিজের মূল্যবান সময় অপচয় করা। আর অর্থহীন কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।[২৫]

চিত্রযুক্ত গেমস ডাউনলোড করা

অনেকে মোবাইলে গেমস ডাউনলোড করে থাকে। এসব গেমসে প্রাণীর ছবিও থাকে। এধরনের গেমস ডাউনলোড করে তা খেলার কী হুকুম?

উত্তর: মোবাইলে যেকোনোধরনের গেমস খেলা সময়ের অপচয়। বিশেষ করে তা ছবিযুক্ত হলে তো এর মন্দতা আরো বেড়ে যায়। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

মোবাইলের মাধ্যমে ফিল্ম বা গান পাঠানো

একমোবাইল থেকে অন্যমোবাইলে ফিল্ম (ছায়াছবি) বা গান পাঠানো নাজায়েজ এবং শক্ত গোনাহের কাজ।[২৬]

মোবাইলের মাধ্যমে ছবি তোলা

মোবাইলের মাধ্যমে কোনো প্রাণীর ছবি তোলার শরয়িবিধান কী? এরপর তা মোবাইলে সংরক্ষণ করা কী? প্রাণীর ছবি সংরক্ষণ করে নামাজরতো অবস্থায় নিজের কাছে রেখে নামাজ আদায় করলে কি নামাজ হবে?

উত্তর: মোবাইলের মাধ্যমে ছবি তোলা ও তা সংরক্ষণ করা বেশিরভাগ ওলামায়েকেরামের মতে নাজায়েজ। তবে এসব ছবি যেহেতু এমনভাবে সংরক্ষিত হয় যে, ভিন্ন প্রোগ্রাম ওপেন করা ছাড়া তা সাধারণ নজরে পড়ে না এবং স্ক্রিনে তা

---

২৪. শুআবুলইমান: হাদিস: ৪৯৮৭; সূত্র: ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫৭; ফতোয়া রহিমিয়া: খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৩২৩।

২৫. শুআবুলইমান: হাদিস: ৪৯৮৭।

২৬. ফতোয়া শামি: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৫৬৬।

প্রকাশ করা হলেও খুব ছোটো থাকে, কখনো কখনো তা অস্পষ্ট থাকে, আবার মোবাইল পকেটে থাকার কারণে কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা থাকে, এজন্যে এধরনের মোবাইল সাথে রেখে নামাজ আদায় সহি হবে।[২৭]

ছবিযুক্ত মোবাইল সামনে রেখে নামাজ আদায়

কেউ মোবাইল সামনে রেখে নামাজ পড়ছে। মোবাইলের স্ক্রিন সেভারে কোনো ছবি। নামাজের মাঝখানে সে ছবি মনিটরে ভেসে উঠলো। এ ছবি সামনে রেখে নামাজ আদায়ের বিধান কী?

উত্তরঃ মোবাইলের স্ক্রিনে যদি জীবন্ত কোনো প্রাণীর ছবি প্রদর্শিত থাকে, সে মোবাইল সামনে রেখে নামাজ আদায় মাকরুহেতাহরিমি। তবে মাকরুহেতাহরিমির গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও নামাজ সহি হয়ে যাবে।[২৮]

ইনকামিং কলের নম্বরের স্থলে ছবি যুক্ত করা

মোবাইলে কারো ছবি এমনভাবে সেভ করা যে, সে লোকের মোবাইল থেকে ফোন এলে নম্বরের পরিবর্তে তার ছবি ভেসে ওঠে–এর কী বিধান?

উত্তরঃ মোবাইলে যদি এমনভাবে ছবি সেভ করা হয় যে, ফোন এসে নম্বরের পরিবর্তে ছবি ভেসে উঠবে, তাহলে এটা জায়েজ হবে না।[২৯]

ভুল-অন্যায় কাজ বা কোনো ঘটনাকে সচিত্র আকারে সংরক্ষণ করে রাখা

যদি কেউ কোনো ভুল বা অন্যায় কিংবা কোনো ঘটনার চিত্র ছবি আকারে রেকর্ড করে তা সংরক্ষণ করে রাখে, যাতে প্রয়োজনের সময় প্রমাণ হিসেবে তা উপস্থাপন করা যায়, তাহলে কি এ প্রয়োজনে ছবি তোলা জায়েজ আছে?

উত্তরঃ এ উদ্দেশ্যে ছবি তোলার মাসয়ালাটি ওলামায়েকেরামের আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম এ উদ্দেশ্যে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে চিত্রবন্দি করার সুযোগ দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য ওলামায়েকেরাম এতে একমত নন। তাঁরা ছবি তোলার নিষিদ্ধতার সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একেও গণ্য করেন। তাই এ অবস্থায় মোবাইল দিয়ে কোনো প্রাণীর ছবি ধারণ করাই নিষিদ্ধ ও অবৈধো হবে।[৩০]

---

[২৭]. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫২০।
[২৮]. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪১৬।
[২৯]. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫১৯।
[৩০]. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪১৬।

ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল কেনা

ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল কেনার বিধান কী? যেখানে ক্যামেরাবিহীন মোবাইল দ্বারাও কাঙ্ক্ষিত উৎ শ্য পূরণ হয়ে যায়।

উত্তরঃ ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল দ্বারা যেহেতু এমন দৃশ্যও ধারণ করা যায়, যার মধ্যে কোনো প্রাণী নেই। এ কারণে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল কেনা সাধারণত অবৈধো বলা যাবে না। বরং তার অপব্যবহারকেই অবৈধো বলা হবে। অর্থাৎ, মোবাইল দিয়ে কোনো প্রাণীর ছবি ধারণ করাই নিষিদ্ধ ও অবৈধো হবে।[৩১]

বিশিষ্টজনদের জন্যে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ব্যবহার

বিশিষ্টজন যেমন আলেম-ওলামা, খতিব, ইমাম, হাফেজ, মুফতি, ছাত্র ও মোয়াজ্জিনের জন্যে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ব্যবহার করা কেমন?

উত্তরঃ মূলবিধান হলো, ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল দিয়ে কথোপকথন হারাম নয়; বরং এর অপব্যবহারই নাজায়েজ। তবে ওলামায়েকেরাম, ইমাম এবং দীন ও ইসলামের অনুসৃত তথা ধারক-বাহকদের জন্যে সমালোচনা ও অশোভনীয়তা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে তাদের পক্ষে শোভনীয় ও করণীয় হলো, ক্যামেরা মোবাইলের পরিবর্তে সাদামাটা মোবাইল ব্যবহার করা।

মোবাইলের মাধ্যমে ছবিযুক্ত ম্যাসেজ পাঠানো

অন্যকারো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছায় ছবিযুক্ত ম্যাসেজ পাঠানোর বিধান কী?

উত্তরঃ যেকোনোভাবেই হোক প্রাণীর যুক্ত ম্যাসেজ পাঠানো নাজায়েজ ও অবৈধো।[৩২]

মসজিদের বিদ্যুতে মুসাফিরের মোবাইল চার্জ করা

মুসাফির, পথচারী, মাদরাসার কালেক্টর বা দীন প্রচারক, তাবলিগকারী এ জাতীয় কেউ প্রয়োজনে মসজিদে অবস্থান করে এবং মসজিদের বিদ্যুতে মোবাইল চার্জ করে, তাহলে এর কী বিধান?

উত্তরঃ মসজিদের বিদ্যুতে এধরনের লোকেরা যদি চার্জ করে, তাহলে সামর্থ্য মতো কিছু পয়সা মসজিদের ফান্ডে জমা করে দেয়া উচিত। কারণ, মসজিদের বিদ্যুতে ব্যক্তিগতো একটা প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে। এজন্যে এর বিনিময় মসজিদের ফান্ডে জমা করে দেয়া উচিত।[৩৩]

---

৩১. ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ২৪৯।

৩২. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫৬১।

৩৩. দুররেমুখতারঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫৬৭।

মসজিদের বিদ্যুতে মহল্লাবাসীর মোবাইল চার্জ করা

স্থানীয় লোকদের মসজিদের বিদ্যুতে মোবাইল চার্জ করা ঠিক নয়। একান্ত যদি চার্জ করতেই হয়, তাহলে এর সম্ভাব্য বিনিময় পরিশোধ করা জরুরি।[৩৪]

মসজিদে এতেকাফকারীর মোবাইল চার্জ করা

এতেকাফকারী মসজিদের বিদ্যুতে প্রয়োজনে মোবাইল চার্জ করতে পারবে; কিন্তু সতর্কতামূলক এই বিদ্যুতের সম্ভাব্য বিনিময় মসজিদের ফান্ডে দিয়ে দেয়া উচিত।[৩৫]

বন্দর ও স্টেশনে মোবাইল চার্জ করা

কেউ যদি কোনো যাত্রী গ্রহণ বা বিদায়ের জন্যে এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, নদী-সমুদ্রবন্দর বা বাসটার্মিনালে যায়, তাহলে তার পক্ষে এধরনের জায়গা থেকে মোবাইল ইত্যাদি চার্জ করার বিধান কী?

উত্তরঃ রেলস্টেশন, এয়ারপোর্ট এসব জায়গায় মোবাইল চার্জ করায় কোনো বাধা নেই। এখানে যারা আসে, তারা যাত্রী হোক বা যাত্রীর সঙ্গী হোক বা তাদেরকে রিসিভ করার জন্যে আসুক–সবার জন্যে সেখানকার বিদ্যুৎ থেকে উপকৃত হবার সাধারণ অনুমতি রয়েছে।[৩৬]

মোবাইলের স্ক্রিনে আল্লাহ ও রাসুলের নাম লেখা

মোবাইলের স্ক্রিনে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নাম লেখা, কোরআনের আয়াত লেখা কিংবা কাবা, মদিনা ইত্যাদি পবিত্রস্থানের চিত্র স্থাপন করার বিধান কী এবং এধরনের মোবাইল নিয়ে বাথরুমে যাওয়া ও তা পায়জামার পকেটে রাখা কী?

উত্তরঃ মোবাইলের স্ক্রিনে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নাম লেখা ও কোরআনের আয়াত লেখা প্রাথমিক অবস্থায় বৈধো; কিন্তু এই আয়াত প্রভৃতি মোবাইলের স্ক্রিনে প্রদর্শিত রেখে তা বাথরুমে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এধরনের মোবাইল এসব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার আগে মোবাইল বন্ধ করে নেয়া উচিত। যাতে এসব পবিত্র শব্দের প্রতি বেয়াদবি না হয়। তেমনি এধরনের মোবাইল পায়জামা বা প্যান্টের পকেটে রাখাও বেয়াদবি।[৩৭]

---

৩৪. ফতোয়া হিন্দিয়াঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১১০।

৩৫. ফতোয়া হিন্দিয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৯।

৩৬. দুররেমুখতারঃ খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ১৩।

৩৭. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫১৯।

পবিত্রকোরআন সংরক্ষিত মোবাইল ওজু ছাড়া ছোঁয়া

যে মোবাইলে পবিত্রকোরআন ও হাদিসশরিফের রেকর্ড রয়েছে তা ওজু ছাড়া ছোঁয়ার কী বিধান?

উত্তরঃ মোবাইলের স্ক্রিনে যদি কোরআনের আয়াত ও হাদিসের বাক্যাবলি দেখা যায়, তাহলে এই শব্দাবলির ওপর ওজু ছাড়া হাত রাখা ঠিক নয়। তবে এ প্রোগ্রাম বন্ধ অবস্থায় মোবাইল ওজু ছাড়া ছোঁয়া নিষিদ্ধ নয়।[৩৮]

মোবাইলে আয়াতে সেজদা শোনা

ধরা যাক, আনোয়ার সানোয়ারের সাথে মোবাইলে কথা বলছে। আনোয়ারের পাশে কেউ বসে উঁচুশব্দে আয়াতেসেজদা তেলাওয়াত করছে। অন্যপ্রান্তে সানোয়ার তা শুনতে পেলো। এখন কি সানোয়ারের ওপর আয়াতেসেজদা ওয়াজিব হবে? মোবাইলের শব্দের বিধান কী?

উত্তরঃ উপরের পরিস্থিতিতে সানোয়ারের ওপর আয়াতেসেজদা ওয়াজিব। কারণ, মোবাইল থেকে আসা আওয়াজের হুকুম লাউড স্পিকারের বিধানের মতো।[৩৯]

মোবাইলের মাধ্যমে চাঁদের সাক্ষ্যদান

নির্ভরযোগ্য কারো মোবাইল থেকে ম্যাসেজ অথবা ফোনের মাধ্যমে চাঁদের সাক্ষ্যদানের খবর পাওয়া গেলে তা কি নির্ভরযোগ্য বলে ধরা হবে?

উত্তরঃ মোবাইল ফোনের সূত্রে সাক্ষ্যদান নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। তবে মোবাইল বা ফোনের মাধ্যমে প্রাপ্য খবর বা তথ্য যদি এমন বিপুল সূত্রে পাওয়া যায় যে, একে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করা অসম্ভব, তাহলে এমন খবর গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে।[৪০]

মোবাইলের মাধ্যমে তালাক দেয়া

মোবাইলের মাধ্যমে তালাক দিলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। যখন নিজ মুখে স্বীকার করবে যে, হ্যাঁ, আমিই মোবাইলের মাধ্যমে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি।[৪১]

---

৩৮. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৮৮।

৩৯. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫৭৭ঃ আহসানুল ফাতোয়াঃ খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ৬৬।

৪০. জাওয়াহিরুল ফিকাহঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪০২, আনওয়ারেরহমতঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৪৫।

৪১. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৬।

পাঠদানকালে মোবাইলে আলাপ

কোনো শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করছেন, এ অবস্থায় তার মোবাইল বেজে উঠলে কি তিনি পাঠদান বন্ধ করে মোবাইল আলাপ করতে পারবেন? এতে কি প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় প্রতিশ্রুতো সময়ের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন নয়? আবার মোবাইলের উত্তর দেয়া ছাড়াও এটা জানা অসম্ভব যে, এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, না গুরুত্বহীন ছিলো? তেমনি হিফজুলকোরআনের শিক্ষক ছাত্রের হিফজুলকোরআনের পড়া নিচ্ছেন–এ অবস্থায় কি ছাত্রের তেলাওয়াত বন্ধ করে মোবাইলে কথা বলতে পারবেন? একি আল্লাহর আয়াত পড়ায় বাধা প্রদানের মতো নয়?

উত্তরঃ মোবাইলে কথোকপথন সরাসরি কথা বলার মতো। উচিত হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সময়, বিশেষ করে পাঠদানকালে ব্যক্তিগতো বিষয়ে মোবাইলে কথাবার্তা না বলা। তবে খুব জরুরি কথা থাকলে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তা শেষ করা। বিশেষ করে হিফজ বিভাগের শিক্ষকদের এর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। ছেলেরা যখন পড়া শুনাতে থাকে, তখন মোবইলে বা অন্যকারো সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত থাকা ঠিক নয়। কারণ, তেলাওয়াতেকোরআনের সময় নিরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেন–

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন পবিত্রকোরআন পড়া হবে, তখন খুব মনোযোগ সহকারে নিরবে তা শুনবে। এতে নিশ্চয়ই তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।[৪২]

অপরিচিত নারীর সাথে মোবাইলে কথোপকথন

মোবাইল অফিস বা কাস্টমার কেয়ারে (Customer care) ফোন করলে সাধারণত কোনো নারীকণ্ঠ কথা বলে ওঠে। তার সাথে কথাবার্তা বলায় কোনো অসুবিধে আছে কি? যদি কথাবার্তাও এতো গুরুত্বপূর্ণ না হয় এবং এছাড়াও কাজ চলে যায়।

উত্তরঃ অপ্রয়োজনে বেগানা (বিয়ে জায়েজ) কোনো নারীর সাথে কথা বলার অনুমতি নেই। তবে প্রয়োজন হলে যতোটুকুতে প্রয়োজন সমাধা হয়, সে পরিমাণই কথা বলা যাবে।[৪৩]

'হায়', 'হ্যালো' দিয়ে মোবাইলে কথা শুরু করা

শরিয়তের নিয়ম হলো, যখন দু'লোকের সাক্ষাত হবে, তখন প্রথমেই সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করা হবে। তারপর অন্যকথাবার্তা বলবে। তাই মোবাইল বা

---

৪২. সুরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ২০৪; সূত্রঃ মাআরিফুল কোরআনঃ খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ১৬১।

৪৩. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৭৭।

টেলিফোনে কথাবার্তার সূচনা আসসালামু আলাইকুম দিয়ে করা উচিত। 'হায়', 'হ্যালো' দিয়ে শুরু করা হলে এটা সুন্নতের উল্টোকাজ হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَا لَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ.

হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [রদিয়াল্লাহু আনহু] বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, সালাম প্রদান করতে হবে কথার আগে।[৪৪]

অমুসলিমদের সাথে মোবাইলে কথার সূচনা

অনেক সময় রঙ নম্বরে বা অমুসলিমদের ফোনও আসে। এখন ফোন আসার সাথে সাথেই কি সালাম করবে, না এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করবে, যাতে বুঝা যায় অন্যপ্রান্তে মুসলমানই রয়েছে। তারপর কথাবার্তা বলা শুরু করবে?

উত্তর: ফোনকল রিসিভ করার সময় যদি জানা না যায় অন্যপ্রান্তে মুসলমান, না অমুসলমান এবং ফোন রিসিভকারী অভ্যাসবশত সালাম দিয়ে দেয়, তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে জেনে-শুনে অমুসলিমকে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاِ سْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِءُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বলা, একলোক রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের সেরা আচরণ কী? রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, মানুষকে তুমি খাবার খাওয়াবে, সালাম দেবে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে।[৪৫]

মোবাইলের মাধ্যমে মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা

মসজিদের মধ্যে মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা নিষিদ্ধ। তবে জরুরি কথা বলার সুযোগ রয়েছে।[৪৬]

এতেকাফকারীর মোবাইলে ব্যবসায়িক লেনদেন

এতেকাফ অবস্থায় মোবাইলের মাধ্যমে ব্যবসা সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে ঠিক হলো, মসজিদে এমন দুনিয়াবি ব্যাপার থেকে বিরতো থাকা। একে সব সময়ের ব্যস্ততা হিসেবে অবলম্বন না করা।[৪৭]

---

৪৪. জামে তিরমিজি: হাদিস: ২৬৯৯, সূত্র: আনওয়ারেরহমত: পৃষ্ঠা: ১০৫।

৪৫. সহিবোখারি: হাদিস: ১২/সহিমুসলিম: হাদিস: ৩৯, সূত্র: আনওয়ারে রহমত: পৃষ্ঠা: ১০৯।

৪৬. ফতোয়া শামি: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৪২।

৪৭. বাহরুররায়েক: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০৩।

এতেকাফকারী মোবাইলে তার পরিবারের সাথে কথা বলা

এতেকাফকারী পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে।[৪৮]

তাওয়াফ ও সায়ির মাঝে মোবাইলে কথা বলা

মোবাইলে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার কারণে তাওয়াফ ও সায়ি ত্রুটিযুক্ত হবে না। তবে অপ্রয়োজনে কোনো কথা না বলে বরং এ সময় জিকির-আজকারে নিবিষ্ট থাকাই শ্রেয়তর কাজ।[৪৯]

অপরিচিত ছেলে-মেয়ের ম্যাসেজ আলাপ

ম্যাসেজে আলাপ সরাসরি আলাপের মতো। তাই যেমন অপরিচিত মেয়ের সাথে সরাসরি কথা বলা নিষিদ্ধ, তেমনি ম্যাসেজের মাধ্যমেও কথাবার্তা আদান-প্রদান নিষিদ্ধ।[৫০]

মোবাইলে অহেতুক কথা বলা

মোবাইল কোম্পানির দেয়া ফ্রি মিনিট বা ফ্রি টকটাইম এর সুযোগে দু'ব্যক্তি কতোক্ষণ কথা বলতে পারবে?

উত্তরঃ ফ্রি মিনিট এর সুযোগ কাজে লাগিয়ে যতোক্ষণ ইচ্ছে বিনা পয়সায় কথা বলতে পারবে। শরিয়েতে এর কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তবে অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব, অহেতুক কথাবার্তা বলা কোনো অবস্থাতেই বৈধো নয়। সেটা মোবাইল বা মোবাইল ছাড়া যেকোনোভাবেই হোক।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ

হজরত মুগিরা ইবনে শোবা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিষেধ করেছেন অহেতুক কথা বলতে, অতিমাত্রায় প্রশ্ন করতে এবং সম্পদের অপচয় করতে।[৫১]

মোবাইলে কারো কথা তার অনুমতি ছাড়া রেকর্ড করা

সাধারণত কারো কথা তার বিনা অনুমতিতে মোবাইলে রেকর্ড করা জায়েজ নয়। কারণ, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, মজলিসে বলা কথা

---

৪৮. ফতোয়া আলমগিরিঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ২১২।

৪৯. আনওয়ারে মানাসিকঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৪১ ও ৫৭২।

৫০. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫৯৩।

৫১. সহিবোখারিঃ ৬৪৭৩।

আমানতের মতো। রেকর্ড করার কারণে আমানতের মাত্রা লঙ্ঘিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, অন্যের কাছে তা পৌঁছার সম্ভাবনাও থাকে শতোভাগ।[৫২]

পাওনাদারের তাগাদার ভয়ে মোবাইল বিশেষ প্রক্রিয়ায় বন্ধ রাখা

ঋণদাতার তাগাদা থেকে বাঁচার জন্যে ঋণগ্রস্ত লোক যদি ঋণদাতার নম্বর তার মোবাইলে এমনভাবে লক করে রাখে যে, ঋণদাতা যোগাযোগ করতে চাইলে ঋণগ্রস্তের মোবাইল বন্ধ হওয়ার সংকেত দেয়, নেটওয়ার্কের বাইরে কিংবা নম্বর ব্যস্ত থাকার খবর দেয়। অথচো প্রকৃতপক্ষে তার মোবাইল ব্যস্ত বা বন্ধও নয়; শরিয়তে কি এমন করা বৈধো হবে?

উত্তরঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে গড়িমসি করা শরিয়তে জুলুম। এজন্যে যেকোনো পদ্ধতিগ্রহণ করা হোক, তা বৈধো হবে না। তাই ঋণদাতাকে ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে মোবাইলে ঋণদাতার নম্বর লক করে রাখা, যাতে সে যোগাযোগ করতে না পারে–বৈধো নয়। অতিরিক্ত সময় নেয়ার প্রয়োজন হলে ঋণদাতার সাথে আলোচনা করে সময় গ্রহণ করা উচিত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

হজরত ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বলা। তিনি বলেন, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে স্বচ্ছল ব্যক্তির গড়িমসি করা জুলুম।[৫৩]

বার বার কল করে বিরক্ত করা

মোবাইলে এভাবে কল করে আবার তা কেটে দিয়ে কাউকে বিরক্ত করা বৈধো নয় এবং গোনাহের কাজ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, প্রকৃত মুসলমান সে-ই, যার হাত ও মুখের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।[৫৪]

---

৫২. জামে তিরমিজি: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭।

৫৩. সহিবোখারি: হাদিস: ২৪০০/সহিমুসলিম: হাদিস: ১৫৬৪, মুসনাদে আহমাদ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭১।

৫৪. সহিবোখারি: হাদিস: ১০/সহিমুসলিম: হাদিস: ৪০, সূত্র: মাআরিফুল কোরআন: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৮৬।

মিসকল দেয়া

অন্যপক্ষ ফোন করবে এবং নিজের খরচ বাঁচাবে–এ উদ্দেশ্যে কারো মোবাইলে মিসকল দেয়া যাবে কি?

উত্তরঃ মিসকলের বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যার মোবাইলে মিসকল দেয়া হচ্ছে, তার সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে কিংবা জানা আছে সে কলব্যাক করতে অপছন্দ করবে না, তাহলে এমন লোককে মিসকল দেয়াতে কোনো অসুবিধে নেই। তবে অপরিচিত কিংবা মিসকল দেয়া অপছন্দ করে, এমন কাউকে মিসকল দেয়া বৈধো হবে না।[৫৫]

মোবাইলের মাধ্যমে ফ্রেন্ডশিপ

কোনো কোনো মোবাইল কোম্পানি নির্ধারিত একটি নম্বর তার গ্রাহকদেরকে এজন্যে সরবরাহ করে যে, তারা ইচ্ছে করলে এই নম্বরে ফোন করে কিছু নতুন বন্ধুদের সাথে বন্ধুত গড়তে পারবে। যার মাধ্যমে পুরুষের মতো নারী বন্ধুও জুটে যায়। এভাবে অপরিচিত নারী-পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়া কি জায়েজ আছে?

উত্তরঃ বিনা প্রয়োজনে একজন অপরিচিত পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব বা ফ্রেন্ডশিপ গড়ে তোলা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর অপরিচিত নারীর সাথে মোবাইল বা অন্যযেকোনো মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়া শরিয়তে হারাম এবং ঘৃণ্য পাপাচারের প্রতি উৎসাহদানকারী।[৫৬]

নির্ধারিত মেয়াদের বেশি সময় মোবাইলের ব্যবহার

নেটওয়ার্কের ত্রুটির কারণে কারো মোবাইল সিম মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও চলছে, অথচো সে কোম্পানির আইন মতো ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। যেমন ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এর মেয়াদ ছিলো; কিন্তু এরপরও মোবাইল চালু রইলো। তাহলে এ সুযোগে মোবাইলে ফোন করা জায়েজ আছে?

উত্তরঃ যখন জানা আছে, অমুক তারিখে কথা বলার মেয়াদ শেষ হবে, তারপরও যখন মোবাইলের সংযোগ চালু রইলো, তখন নৈতিক দায়িত্ব হলো, সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে তাদের ত্রুটি সম্পর্কে জানানো এবং মেয়াদের পর যতো মিনিট কথা বলা হয়েছে, তার মূল্য কোম্পানিতে জমা করে দেয়া।

عَنْ اَبِيْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا لَا تُظْلِمُوْا اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

---

৫৫. রুহুলমাআনিঃ খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ৩২২।

৫৬. তাহতাবি আলাল মারাফিঃ পৃষ্ঠাঃ ২৪২।

হজরত আবুহোররা রুকাশি [রদিয়াল্লাহু আনহু] তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, সাবধান! তোমরা কারো সম্পদের ব্যাপারে জুলুম করো না। জেনে রেখো, সত্বঃস্ফূর্তভাবে যে মাল দেয়া হয়, তা ছাড়া অন্যসব বৈধো নয়।[৫৭]

মোবাইল রিচার্জে ভুল

কেউ মোবাইলে টাকা রিচার্জ করার পর অসাবধানতাবশত ভুল নম্বর ব্যবহারের কারণে অন্যের মোবাইলে টাকা চলে গেলো। যার নম্বরে টাকা চলে গেছে, তার কাছে কি রিচার্জকারী প্রাপ্য টাকা দাবি করতে পারবে? ভুলে যার মোবাইলে টাকা চলে গেছে, তার জন্যে করণীয় কী?

উত্তরঃ ভুলে যার মোবাইলে টাকা চলে গেছে, রিচার্জকারী তার কাছে সে টাকা ফিরিয়ে দেয়ার দাবি করতে পারবে। আর যার মোবাইলে টাকা চলে এসেছে, তার জন্যে অবশ্যকরণীয় হলো, সে নম্বরে প্রাপ্ত টাকা ফেরত পাঠানো। অথবা কমপক্ষে মোবাইল কোম্পানির মাধ্যমে তার মোবাইলে আসা অতিরিক্ত টাকা মোবাইল থেকে সরিয়ে ফেলা।[৫৮]

মোবাইলে 'কল ওয়েটিং সিস্টেম' যুক্ত করা

কল ওয়েটিং অর্থাৎ, মোবাইলে এমন সিস্টেম সংযুক্ত করা যে, মোবাইলে কথা বলায় ব্যস্ত থাকার সময় যদি তৃতীয় আরেকজন ফোন করে, তাহলে সে টিউন শুনতে পাবে ঠিক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে লোককে কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা কি একজন মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার নামান্তর নয়?

উত্তরঃ কল ওয়েটিং সিস্টেমে কোনো অসুবিধে নেই। এতে ইচ্ছে করে মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার কোনো দিক নেই। এ ব্যাপারটি এমন, যেমন কেউ তার ঘরে কোনো কাজে ব্যস্ত আর বাইরে থেকে কেউ এসে কলিংবেল বাজিয়ে চলে গেলো।[৫৯]

মোবাইল কেনাবেচা ও ডাউন লোডিং ব্যবসা

মোবাইল ব্যবসা, মেরামত-সার্ভিসিং এবং ডাউন লোডিং-মোবাইলে নানান ধরনের প্রোগ্রাম চালু করা ইত্যাদি ব্যবসা খুব দ্রুতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে

---

[৫৭]. মুসনাদে আহমাদঃ হাদিসঃ ২০৬৯৫, সিফাতুস সলাহঃ পৃষ্ঠাঃ ২৭।

[৫৮]. আল-আশবাহঃ পৃষ্ঠাঃ ১৪৪।

[৫৯]. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫৯৫।

ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল থাকে, কখনো স্ক্রিন সেভারের ওপর সুদৃশ্য চিত্র, ছায়াছবির অর্ধনগ্ন বা প্রায় নগ্নদৃশ্য উপভোগ করা যায়। অন্যদিকে, রিংটোনে নানাধরনের গান ও মিউজিকও লোড করা হয়। গ্রাহকরা তাদের পছন্দমতো অর্ডার দিয়ে রাখে যে, আমার মোবাইলে অমুক ছায়াছবি সেট করে দাও বা অমুক গানের মিউজিক লোড করে দাও। জিজ্ঞাসা হলো, এভাবে মোবাইলের সার্ভিসিং, ডাউন লোডিং এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এসব কাজ করা ও এর সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বেচা কি শরিয়ত মতে বৈধো?

উত্তরঃ মোবাইলের কেনাবেচা, তা মেরামত, সার্ভিসিং, মোটকথা, উপকৃত হওয়া যায় ও তা শরিয়তে আপত্তিজনকও নয়–এধরনের প্রোগ্রাম সেট করা বৈধো আছে। এসব কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েজ আছে; কিন্তু মোবাইলে গান, অশ্লীল ও আপত্তিজনক দৃশ্য ডাউন লোড করা কোনো অবস্থাতেই বৈধো নয়। এসব ডাউন লোড করে পারিশ্রমিক নেয়াও অবৈধো। এ থেকে উপার্জিত পয়সাও হালাল বা বৈধো নয়।[৬০]

মোবাইল কি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত?

মোবাইল একটি বহুল ব্যবহৃত জিনিস। যার দ্বারা মানুষ যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণে বেশ উপকৃত হয়। এ জাতীয় জিনিসকে শরিয়ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে গণ্য করেছে। যার ক্রয়মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। যেমন গাড়ি, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, থালাবাসন ইত্যাদি।[৬১]

দামি মোবাইলের ওপর জাকাতের বিধান

কারো কাছে যদি একের বেশি মোবাইল থাকে এবং মোবাইলের দাম সেই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে, যাতে 'নিসাব'-এর মালিক হওয়া যায়। তাহলে কি এতো দামি মোবাইল রাখার কারণে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে? যেখানে সে এর চেয়ে কম দামের মোবাইলে নিজের প্রয়োজন পুরো করতে পারে।

উত্তরঃ যে মোবাইল ব্যক্তিগতো ব্যবহারের জন্যে কেনা হয়েছে, তা যতো দামিই হোক কিংবা সংখ্যায় যতোটাই হোক, তার দামের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, এটা ব্যবসায়িক মালের মধ্যে গণ্য নয়। তবে কেউ মোবাইলের ব্যবসা করলে তার ব্যবসায়িক পণ্যের দাম হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে।[৬২]

---

৬০. হেদায়াঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩০৩; ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৭৫।

৬১. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১৭৮।

৬২. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১৯৩।

ঘুম বা নামাজের সময় মোবাইল

কাউকে এমন সময় মোবাইল করা, যা সাধারণত তা ঘুমের বা প্রয়োজনীয় কাজের কিংবা নামাজে মগ্ন থাকার সময়, তাহলে গুরুতর প্রয়োজন ছাড়া তাকে মোবাইল করা বৈধো হবে না। কারণ, এতে বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে ঢুকে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার মতো কষ্ট দেয়া হয়।[৬৩]

রিংটোন শুনেও মোবাইল রিসিভ না করা

কেউ যদি অন্যকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে মোবাইলের রিং শুনেও জবাব না দেয়, তাহলে এটা ইসলামি শিষ্টাচারের উল্টো তো হবেই, সাথে সাথে অন্যের হকও নষ্ট করা হচ্ছে। হাদিসশরিফে বলা আছে–

إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীদের তোমার ওপর হক রয়েছে।[৬৪]

তাদের সাথে কথা বলো এবং বিনা কারণে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করো না। ফোনে কথা বলতে যে ইচ্ছুক তার কথার জবাব দেয়াও তোমার কর্তব্য।[৬৫]

বাচ্চাদেরকে শান্ত করার জন্যে গান বা মিউজিকযুক্ত রিংটোন শোনানো

বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্যে কিংবা তাদেরকে বিরক্তকরণ থেকে শান্ত করার জন্যে মিউজিক বা গানযুক্ত রিংটোন বাজিয়ে শুনানো শুধু নাজায়েজই নয়, শক্ত গোনাহের কাজও। কারণ, এতে নিষ্পাপ একটি শিশুর মনকে গানের প্রতি আসক্ত করে তোলা হয়।[৬৬]

মোবাইলে বার্থডে বা শুভজন্মদিন জানানো

বার্থডে বা জন্মদিন পালনের ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে ইতিবাচক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। এটা মূলত পশ্চিমাদের পালনীয় রীতি। এই সূত্রেই তারা ক্রিস্টমাস (হজরত ইসা [আলাইহিসসালাম]-এর জন্মদিন পালন করে থাকে)। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিজাতীয় সংস্কৃতি পালন নিষিদ্ধ করেছেন। এজন্যে এটা বৈধো নয়। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হোক বা

---

৬৩. তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন: খণ্ড: ৬; সুরা: নুর, আয়াত: ২৭-২৯।

৬৪. সহিবোখারি: হাদিস: ১৯৭৪/সহিমুসলিম: হাদিস: ১১৫৯।

৬৫. তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন: খণ্ড: ৬; সুরা: নুর, আয়াত: ২৭-২৯।

৬৬. ফতোয়া শামি: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৫৬৬।

ম্যাসেজের মাধ্যমে হোক, কোনোভাবেই কাউকে শুভজন্মদিন জানানো বৈধো নয়।[৬৭]

শরিয়তে মোবাইল ব্যবহারের নিয়ম

- শুরুতেই সালাম দিয়ে নেবেন। দু'পক্ষের সালাম একসাথে হয়ে গেলে দু'জনে সালামের জবাব দেবেন, তারপর কথা বলা শুরু করবেন।[৬৮]
- এবাদত, জরুরি কাজ, ঘুম এসবে ব্যস্ত থাকার সময় মোবাইল করবেন না। এতে অন্যকে কষ্ট দেয়া হয়।
- মোবাইল ফোনে দীর্ঘসময় কথা বলতে হলে অন্যপ্রান্তের সময়-সুযোগ জেনে নেবেন। যাতে তার মূল্যবান সময় আপনার কারণে নষ্ট না হয় এবং তার জরুরি কাজ কোনোভাবে ব্যাহত না হয়।
- কেউ আপনাকে ফোন করলে আপনি ব্যস্ত থাকলেও ফোন রিসিভ করুন। সংক্ষেপে ও সবিনয়ে আপনার ব্যস্ততার কথা অপর পক্ষকে জানিয়ে দিন। রিংটোন বাজার আওয়াজ শুনেও রিসিভ না করে তাকে উপেক্ষা করবেন না। ইসলামি শিষ্টাচার এধরনের হেঁয়ালিপনাকে অনুমোদন করে না। কারণ, এতে অন্যের মানবীয় হক ভূলুণ্ঠিত করা হয়।[৬৯]

মোবাইলে স্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতো আলাপ

লোকজনের সামনে স্ত্রীর নাম নেয়াও ইসলামি শিষ্টাচারবিরোধী। এক্ষেত্রে ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আর লোকজনের সামনে ব্যক্তিগতো বা গোপন বিষয়ে স্ত্রীর সাথে কথা বলা হাদিসে মারাত্মক খারাপ কাজ।[৭০]

বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্যে প্রাণীর রিংটোন বাজানো

পশুপাখির শব্দ যদি মিউজিকবিহীন হয়, তাহলে বাচ্চাদেরকে এধরনের রিংটোন শোনানো যাবে।[৭১]

মোবাইলে বিয়ে

মোবাইলে বা ফোনে যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব করে এবং অপরপক্ষ সে প্রস্তাবে কবুল বলে, তাহলে এতেই বিয়ে সংঘটিত হবে না। কারণ, এখানে প্রস্তাব পেশ ও

---

৬৭. জাদিদ ফিকহি মাসায়িলঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৬৭-৪৬৮।

৬৮. মেশকাতঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৯৯; আহসানুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ২১।

৬৯. তাফসিরে মাআরিফুল কোরআনঃ সুরাঃ নুরঃ ২৭-২৯।

৭০. মেশকাতঃ ২৭৬।

৭১. ফতোয়া শামিঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ৫০৩।

প্রস্তাব গ্রহণ একই মজলিসে হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, মোবাইলে যদি একপক্ষ কাউকে বিয়ের জন্যে উকিল নিযুক্ত করে এবং উকিল দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে প্রস্তাব পেশ ও তা কবুল বা গ্রহণের মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করে, তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। যেমন, আয়েশা খালেদকে মোবাইল করে বললো, আমি তোমাকে এ ব্যাপারে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করছি যে, আমাকে তোমার নিজের সাথে বিয়ে করিয়ে দাও। খালেদ যদি তখন দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলে, তোমরা উভয়ে সাক্ষী থেকো, আমি অমুকের মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করছি; তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। তবে এটা জরুরি যে, মেয়ে আয়েশা সাক্ষীদের পরিচিত হতে হবে।[৭২]

ম্যাসেজের মাধ্যমে বিয়ে

চিঠি বা ম্যাসেজের মাধ্যমেও বিয়ে হতে পারে। তবে শর্ত ও জরুরি বিষয় হলো, যেকোনো একপক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি মৌখিকভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং একপক্ষ থেকেই পত্র লেখন বা ম্যাসেজ হতে হবে। সাথে সাথে কবুলের বিষয়টিও দু'জন সাক্ষীর সামনে হতে হবে এবং সেই ম্যাসেজ বা পত্রও সেই সাক্ষীদের শোনাতে হবে। যেমন তাহসিন তাহমিনাকে ম্যাসেজ করলো, আমি তোমাকে এই পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করছি। তাহমিনা এই ম্যাসেজ বা পত্র প্রথমে দু'জন সাক্ষীকে ডেকে শোনাবে এবং বলবে, আমি তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নিলাম, তাহলে বিয়ে সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে তাহমিনা যদি এই ম্যাসেজ সাক্ষীদেরকে না শোনায় এবং ফিরতি ম্যাসেজ তার সম্মতি জানিয়ে দেয়, তাহলে এ বিয়ে হবে না।[৭৩]

মোবাইল মোহর হিসেবে প্রদান

বিয়ের মোহর হিসেবে মোবাইলও দেয়া যায়। হানাফিদের মতে, সর্বনিম্ন মোহরের পরিমাণ দশ দেরহাম (তদানীন্তন হিসাবে)। বর্তমানে দশ দেরহামের সমপরিমাণ হলো ৩০০ গ্রাম ৬১৮ মিলিগ্রাম রুপা। অর্থাৎ, ৩০০ গ্রাম ৬১৮ মিলিগ্রাম রুপা বা এই পরিমাণ টাকা কিংবা অন্যকোনো বস্তু মোহর বাবদ দিয়ে দিলে বিয়ে শুদ্ধ হবে। সুতরাং কেউ যদি মোহর হিসেবে মোবাইল ধার্য করে এবং তার সর্বনিম্ন মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে।[৭৪]

মোবাইলে বেচাকেনা

চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেমন বেচাকেনা বৈধো ও শুদ্ধ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও বেচাকেনা বৈধো। শর্ত হলো, বিক্রিত পণ্য ও তার মূল্য লিখিতভাবে নির্ধারণ

---

৭২. জাদিদ ফিকহি মাসায়িল: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৮৮।

৭৩. জাদিদ ফিকহি মাসায়িল: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৮৭-২৮৮; খোলাসুতুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮; দুররে মুখতার: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৩৪।

৭৪. জাদিদ ফিকহি মাসায়িল: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৯৩।

করে নিতে হবে, যাতে কোনোধরনের অস্পষ্টতা না থাকে। তবে এক্ষেত্রে সেই পণ্য সোনা-রুপা জাতীয় হতে পারবে না এবং একই বৈঠকে হস্তগতো করা জরুরি।[৭৫]

পুরনো মোবাইল নতুন মোবাইল বলে বেচা

ব্যবহৃত বা পুরনো মোবাইলে ব্যাটারি, চার্জার বা ক্যাচিং (উপরের কাঠামো) পাল্টিয়ে নতুন মোবাইলের রূপ দিয়ে বেচা হয়। এধরনের ব্যবসা এখন রমরমা; কিন্তু এধরনের ব্যবসায় ধোঁকা ও মিথ্যা থাকায় তা অবৈধো। হাদিসে এসেছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর সূত্রে বলা, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ধোঁকাপূর্ণ কেনাবেচা নিষিদ্ধ করেছেন।[৭৬]

ফ্ল্যাক্সিলোড বা মোবাইলের কার্ডে জাকাত

মোবাইলে জমা টাকা যদি ব্যক্তিগতো ফোনে ব্যবহারের জন্যে না হয়; বরং ফ্ল্যাক্সিলোড এর ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হয় এবং তা জাকাত ফরজ হওয়ার মতো নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে বছরা শেষে এই টাকার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে।[৭৭]

প্রি-প্রেইড কার্ড বেশি দামে বেচা

বিশ টাকার কার্ড বাইশ বা তেইশ টাকা বেচা বৈধো। কারণ, এই কার্ডটি মূলত একটি পণ্য। নির্ধারিত মুনাফায় পণ্য বেচাতে কোনো দোষ নেই।[৭৮]

ওয়ারেন্টিসহ মোবাইল বেচাকেনা

বেচাকেনার মধ্যে অতিরিক্ত শর্তারোপ করার অনুমতি শরিয়ত প্রদান করে না। কারণ, এতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মনোমালিন্যের আশঙ্কা থেকে যায়। তবে বেচাকেনার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত সমাজে বহুল প্রচলিত, সেগুলো সাধারণত দু'পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টির কারণে ঘটে না। ফকিহরা তাই এধরনের শর্তকে বৈধো বলে সাব্যস্ত করেছেন। এসব শর্তের একটি হলো, বস্তুর ওয়ারেন্টি-গ্যারান্টি। তাই কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রদত্ত মোবাইল ওয়ারেন্টি ক্রেতার নৈতিক অধিকার। সে

---

৭৫. জাদিদ ফিকহি মাসায়িল: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮২।

৭৬. সহিমুসলিম: হাদিস: ১৫১৩, দারাকুতনি: হাদিস: ১৮৪২।

৭৭. জাদিদ ফিকহি মাসায়িল: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২০৬; তাকমিলা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০০।

৭৮. হেদায়া: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫২; ফতহুল কাদির: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ১৫৯।

মতো প্রতিশ্রুত সেবা কোম্পানিকে ক্রেতার জন্যে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।[৭৯]

মসজিদের ছাদ মোবাইল টাওয়ারের জন্যে ভাড়া দেয়া

আজকাল অনেক মসজিদের নিচে বা পাশে দোকান বানিয়ে ভাড়া দেয়া হয়। এ থেকে প্রাপ্ত ভাড়া মসজিদের নানান প্রয়োজনে খরচ করা হয়। ফিকহিদৃষ্টিকোণ থেকে অনুমিত হয় যে, এধরনের ব্যবস্থা জায়েজ আছে। এ অবস্থায় দোকান বা ভাড়া দেয়া অংশ মসজিদের কল্যাণের জন্যে ওয়াকফ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। সে মতে, মসজিদের ছাদের একাংশ মোবাইলের টাওয়ার বসানোর জন্যে ভাড়া দেয়া বৈধো হবে বলে অনুমিত হয়। যেমন অনেক মসজিদের ছাদে বা একাংশে মেস ভাড়া দেয়া হয়ে থাকে। তবে এ হুকুম কার্যকর হবে যখন নির্মাণের সময়ই এধরনের নিয়ত বা পরিকল্পনাগ্রহণ করা হবে। অন্যথায় মসজিদের কোনো অংশ কোনো কাজে ভাড়া দেয়া যাবে না।[৮০]

সালামের মাধ্যমে মোবাইলের কথা শেষ করা

মোবাইলে কথা শেষ হলে সাধারণত 'ওকে' বা খোদা হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ, আচ্ছা, রাখি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এটা ইসলামি রীতি নয়; বরং সালামের মাধ্যমেই কথা শেষ করবে।[৮১]

শেষ

---

[৭৯]. জাদিদ ফিকহি মাসায়িল: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮৭; হেদায়া মাআলফাতহ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪২।

[৮০]. জাদিদ ফিকহি মাসায়িল: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৫২।

[৮১]. তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন: খণ্ড: ৭; সুরা: আহজাব, আয়াত: ৪৪।

বই-২



টেলিভিশনের আজবলীলা

[কোরআন হাদিস ও আধুনিক বিজ্ঞানে টিভি দেখার কুফল]

প্রফেসর সাইয়েদ শামিম আহমদ বারবি
মুফতি আব্দুর রউফ সাখরবি

অনুবাদ

মুফতী মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

কাব্যানুবাদ

ইলিয়াছ জাবের

সম্পাদনা

ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার

মাহফিল

লেখক সমাবেশ :: পাঠক সমাবেশ

ভূমিকা

মাওলানা নাবিয়্যাহ মোহাম্মদ
প্রধান শিক্ষক, মাদরাসায়ে কারামাতিয়া দারুল ফয়েজ
জালালপুর ফয়েজাবাদ, ইউপি, ভারত

সম্মান, খ্যাতি, আনন্দ-বিনোদন, সুখ-শান্তি মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা। সাথে সাথে দুঃখ-কষ্ট, অসম্মান, লাঞ্ছনা এসব থেকে মানুষ সবসময় নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়। তাই মানুষ তার স্বভাবজাত চাহিদাকে পুরো করার জন্যে উপায়-অবলম্বন খোঁজ করে। যার যেমন রুচি, যে যেমন জীবন-যাপনে স্বস্তিবোধ করে, সে তেমন জীবনের জন্যেই উপায়-উপকরণ অবলম্বনে সচেষ্ট হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, লাভ-ক্ষতি, শান্তি-অশান্তি, সম্মান-অসম্মানের ধরন-ধারণ দু'ধরনের। এক, ক্ষণস্থায়ী ও মেকি বা নকল। দুই, প্রকৃত, স্থায়ী ও আসল। প্রথম প্রকার বলতে বুঝায় পার্থিব লাভ-ক্ষতি, আর দ্বিতীয় প্রকার বলতে বুঝায় পরকালীন সুখ-দুঃখ।

যাদের হৃদয়-মন, চিন্তা-চেতনা পরকালীন বিশ্বাস এবং এর কল্পনা থেকেও শূন্য বোধ নিয়ে উৎফুল্ল থাকে, তাদের এই ক্ষণস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি ভঙ্গুর স্বপ্নের ভুবন, ক্ষণকালের খ্যাতি-প্রতিপত্তির পেছনে ছুটে বেড়ানো এবং এসবকেই জীবনের আসল লক্ষ-উদ্দেশ্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে এধরনের মনোভাব পোষণ করা মোটেও বিস্মিত হওয়ার মতো নয়; কিন্তু যারা নিজেদেরকে মোমিন-মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, ভালো-মন্দ বোঝার পরও নিজেদের যেকোনো কাজকর্ম পেশা বা বৃত্তিগ্রহণের ক্ষেত্রে পরকালীন লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে অসচেতন; কিংবা জেনেশুনেই পরকালীন চিন্তাভাবনাকে উপেক্ষা করে বা এর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে চলে, সবচেয়ে বেশি বিস্মিত-হতভম্ব হতে হয় এদের জন্যেই।

এদেরকে সর্তক করা ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের মাধ্যমে সুপথে আনা এবং এর জন্যে সামর্থ্য মতো ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। আমাদের বিশ্বাস, এই কর্তব্য পালনের ভীষণ তাগিদ নিয়ে প্রফেসর সাইয়েদ শামিম আহমদ এই আলোচ্য পুস্তিকাটি অসাধারণ বক্তব্যের মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। নানান অপসংস্কৃতি, বিশেষ করে টিভি, সিনেমা ও আকাশ মিডিয়ার ইহ ও পরকালীন অসংখ্য ক্ষতিকর দিক খুবই আকর্ষণীয় আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে ইসলামবিদ্বেষীদের খোঁড়া যুক্তিলোকে দারুণ সফলতার সাথে খণ্ডন করেছেন। 'দীন কল্যাণকামিতারই নাম' প্রিয়নবিজির এই বাণীর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েই মূলত লেখক কলম ধরেছেন।

প্রফেসর শামিম আহমদ এম কে কলেজের জনপ্রিয় বোটানি প্রফেসর। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষ মনীষী শায়খুলহাদিস মাওলানা জাকারিয়া [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। এ দিকটি বিবেচনায় তাঁর এই বইটি আশা করি আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার মর্যাদালাভ হবে এবং সবশ্রেণীর মানুষকে দারুণভাবে উপকৃত করবে।

আমাদের কথা

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

প্রফেসর সাইয়েদ শামিম আহমদ বারবির *টেলিভিশন এক শরয়ি জায়েজা* বা T.V ইমান কে লিয়ে T.B হ্যা' বইটি বাজারে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত বইগুলোর তুলনায় বেশ স্বতন্ত্রধর্মী। এর তথ্য-উপাত্ত যেমন অনুসন্ধানী ও নিষ্ঠাধর্মী, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও উপস্থাপনভঙ্গিও অভূতপূর্ব। এধরনের বই পাঠকের মনে খুব সহজেই দাগ কাটতে সক্ষম হয়। ভারত-পাকিস্তানে বইটি খুবই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

আরেকটি পাঠকপ্রিয় বই মুফতি আব্দুর রউফ সাখরবির *টিভি আওর আজাবে কবর*। এ বইয়ের অংশবিশেষের অনুবাদ এখানে সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনাও রয়েছে। যতো শক্ত মনের পাঠকই হোক, বইটি তাদের মনে নিশ্চয়ই আলোড়ন তুলবে। যাপিতজীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে উৎসাহিত করবে।

সিদ্দিক বাজার, ঢাকা

আধুনিককাল ও টিভি

বিশ্বসমাজব্যবস্থায় এখন টিভি শুধু জীবনের মৌলিক অংশই নয়; খুবই প্রয়োজনীয়তার ঊর্ধ্বে এর অবস্থান। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মতোই টিভি এখন মানুষের ঘরে ঘরে। বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কার এখন দুনিয়ার একপ্রান্তকে আরেক প্রান্তের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এ কারণে এ বিশাল পৃথিবী ক্রমেই ছোটো ও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। একপ্রান্তের খবর দুনিয়ার আরেক প্রান্তে চোখের পলকেই পৌঁছেই না, বরং নানা সংঘাত-গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চাক্ষুষ দৃশ্যও বড়ো দ্রুতো বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এ বিস্ময়কর অবদান তো একমাত্র টিভিরই। এছাড়াও টিভি আনন্দ-বিনোদনের সবচেয়ের বড়ো মাধ্যম। সাথে সাথে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও টিভির একটা বাহ্যিক ভূমিকা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এসব বৈশিষ্ট্য ও অবদানের ভিত্তিতে মুসলিমসমাজ কি আধুনিককালের বিচিত্র প্রোগ্রামবিশিষ্ট টিভির সুবিধা নির্দ্বিধায় বরণ করে নেবে? না-কি এসব প্রোগ্রাম থেকে সৃষ্ট প্রভাব-প্রতিক্রিয়া-অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে তাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। বলাবাহুল্য, পার্থিব দৃষ্টিকোণে এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হবে। আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তুলনামূলক একটি অনুসন্ধানী আলোচনার প্রয়াস নেবো।

টিভি একবিস্ময়কর আবিষ্কার তবে...

বিজ্ঞানের একবিস্ময়কর আবিষ্কার টিভি–এতে কোনো সন্দেহ নেই। 'টেলিভিশন'-এর সংক্ষেপিতরূপ হলো টিভি। টেলি অর্থ দূর-দূরান্ত। ভিশন অর্থ দেখা-অবলোকন করা। অর্থাৎ, দূর-দূরান্তের জিনিস দেখা। হিন্দিতে এজন্যে টিভির আরেক নাম হলো দূর-দর্শন। তবে সাধারণ লোকেরা আদর করে একে টিভি বলে স্মরণ করে।

খোদার এই বিশাল দুনিয়ায় বিচিত্র ধরনের অগণিত জড়-অজড় বস্তু রয়েছে। এর প্রতিটার মধ্যে আল্লাহতাআলা পৃথক পৃথক শক্তি-ক্রিয়া রেখেছেন। এসব বস্তু ও পদার্থের সৃষ্ট ক্রিয়ার ওপর দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞনীরা বিস্ময়কর-অবিস্ময়কর নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করে চলেছে। টিভি আবিষ্কারের আগে তারবিহীন শব্দতরঙ্গের সাহায্যে রেডিওর আবিষ্কার বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলো। এর মধ্যে আবিষ্কার হলো চিত্র ধারণকারী ক্যামেরা। এর সাহায্যে শব্দ ও ছবির সমন্বয়ে সিনেমার অস্তিত্ব বিকাশলাভ করে। দীর্ঘদিন ধরে বিনোদন মাধ্যম হিসেবে সিনেমা সাধারণ মানুষের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। এছাড়াও

সিনেমার ব্যবহার সাধারণ প্রচার মাধ্যম ও বৈশ্বয়িক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে হয়ে থাকে; কিন্তু টিভি সেই সিনেমার সব বৈশিষ্ট্য ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলোসহ আরো বেশি বিনোদন, আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কেন্দ্রীয় অনুষঙ্গ হয়ে ওঠেছে।
মহান আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জিনিসের ব্যবহার মানুষ করে যাচ্ছে। এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈধো-অবৈধো, হালাল-হারামের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ তালিকা নির্ধারণ করে রেখেছে ইসলামিশরিয়ত। আধুনিক বিষয়াদির ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান এই তালিকায় মোটা চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। এর অবস্থান কোরআন ও হাদিসের আলোকে চিহ্নিত করা হয়। এর নির্মাণশৈলী, উদ্দেশ্য, ব্যবহার পদ্ধতি, এর থেকে সৃষ্ট ফলাফল-পরিণতি ইত্যাদি ওপর ইসলামি আইনের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করার পরই এর অবস্থান নিশ্চিত করা যায়।
এমনিতে বিজ্ঞানের যেকোনো আবিস্কৃত জিনিস আবিষ্কারের ফলেই বৈধো বা অবৈধো হয়ে যায় না; বরং এর নির্মাণ বা আবিষ্কারের উদ্দেশ্য, এর প্রয়োগের ধরন ইত্যাদিই তাকে বৈধো বা অবৈধো বলে গণ্য করে। সাধারণত বৈধো জিনিসের অবৈধো ব্যবহারও অন্যায় এবং অবৈধো। এ পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কৃত জিনিসগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহারের সুফল ও কুফলের দিকটি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা জরুরি।
বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল 'ডাইনামাইট' আবিষ্কার করেন। যার মধ্যে পার্থিব সুফলতার বহুদিক, সাফল্যের অনেক ক্ষেত্র নিহিত ছিলো; কিন্তু এর ব্যবহার ধ্বংস ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বিস্তারের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। যে কারণে স্বয়ং শান্তিপ্রিয় নোবেলও সীমাহীন অনুতাপ ও দুঃখবোধে শেষ জীবনে ভীষণভাব জর্জরিত ছিলেন। তাই ডাইনামাইটের ব্যবহার যদি সমৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক কোনো কাজে হয়ে থাকে, তাহলে তা কেবল বৈধোই নয়, দৃষ্টান্তমূলকও। আর ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হলে তা অবৈধো। অথচো উন্নত দেশগুলো এই ডাইনামাইট ব্যবহার করেই মানববিধ্বংসী হাজারও রকমের বোমা আবিষ্কার করেছে এবং করছে প্রতিনিয়ত। অনুরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসেবে টিভি জায়েজ বা নাজায়েজ-বৈধো-অবৈধো বলে সাব্যস্ত করা যাবে না; বরং উপরের নীতির ওপর ভিত্তি করে এর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। দেখতে হবে, আজ কোন পর্যায়ে টিভির ব্যবহার চলছে আর এর ধরন কেমন। কীধরনের প্রোগ্রাম এতে সেট করা হচ্ছে। আমাদের উপর এর কেমন প্রভাব পড়ছে? এর প্রতিটি দিক শরিয়তের তুলাদণ্ডে পরখ করে দেখতে হবে।
টিভির আবিষ্কারগতো বৈষ্যয়িক দিকটি পর্যালোচনা করলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক বেরিয়ে আসে: এক. এর ছবি, যা জীবন্ত বা প্রাণবন্ত মনে হয় আর দুই. এর শব্দ। ছবি, শব্দ এ দু'টি দিক নিয়েই গভীরভাবে ভেবে দেখা জরুরি।

টিভির দৃশ্য বা ছবির ধারণগতো দিক

সিনেমায় যেমন পর্দার ওপর জীবন্ত ছবি ফুটে ওঠে, টিভির স্ক্রিনেও তেমনি জীবন্ত দৃশ্য ভেসে ওঠে। আর দর্শকরা এর জাদুমুগ্ধতায় একস্বপ্নের জগতে হারিয়ে যায়।

এসব ছবি দৃশ্যত এতোই জীবন্ত মনে হয়, যেনো বাস্তবে তা স্পর্শ করা যাবে বা তার সাথে কথাও বলা যাবে। বলাবাহুল্য, টিভির বেশিরভাগ প্রোগ্রাম রেকর্ডকৃত থাকে। খুব কমই সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

ছবির ইতিহাসের সূচনাকালে ছিলো প্রতিমা ও চিত্র অঙ্কনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারপর ক্যামেরায়, সিনেমা এভাবে উন্নতির কয়েকস্তর অতিক্রম করে ভিডিওগ্রাফি পর্যন্ত পৌঁছেছে। ছবি বা প্রতিমা অঙ্কনের প্রকৃতি জানতে হলে অতীতের সে উন্নতির ধাপগুলো সম্পর্কেও ধারণা নেয়া জরুরি।

প্রচীনকালে চিত্র অংকন বা দৈহিক প্রতিমা নির্মাণ জনপ্রিয় একশিল্পমাধ্যম ছিলো। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে এর চর্চার ইতিহাস পাওয়া যায়। মানুষ, প্রাণী প্রকৃতির দৈহিক ও অবয়বগতো নানান চিত্র এখনো পাওয়া যায় নানান মিউজিয়ামে। মানুষ ও অবয়বগতো নির্মাণ প্রাচীনকালে উন্নত শিল্পপ্রতিভা হিসেবে উচ্চাসন লাভ করেছিলো। শুরুতে এর চর্চা সৌন্দর্য বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার সাক্ষীর প্রতীক হিসেবেই এ শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠেছিলো; কিন্তু খুব দ্রুতোই এ শিল্পমাধ্যম মানবতাবোধকে পৈশাচিকতা ও যৌনতার চূড়ান্তে পৌঁছে দিয়ে কলঙ্কিত করে তুললো। এমনকি প্রাচীন জাতিগুলো এর চর্চা এমন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে নিয়ে গেলো যে, নিজেদের প্রভু-উপাসক বা দেব-দেবীর প্রতিকৃতিও নিজেদের মতো করে গড়ে নিলো। ক্রমেই এটা এমন উৎকর্ষসাধন করলো যে, দেব-দেবির সাথে তাদের সৈন্য-সামন্তের প্রকৃতিও খোদাই বা নির্মাণ করা শুরু করলো।

এ থেকেই কাল্পনিক দেব-দেবির প্রতিমা নির্মাণের ধারণা সৃষ্টি হলো এবং হাজার হাজার কাল্পনিক দেব-দেবির প্রতিমা নির্মিত হলো। সাথে সাথে মানব চরিতেও ধ্বংসমুখী প্রবণতা চরমভাবে বৃদ্ধি পেলো। দেব-দেবি দৈত্য-দানবের সুসজ্জিত দৈহিক অবয়বের প্রতিকৃতি নির্মাণের সাথে সাথে তাদের লজ্জাস্থান–গুপ্তঅঙ্গ বা লিঙ্গের প্রতিকৃতিও বেশ পষ্টাপষ্টি অঙ্কিত হতে লাগলো। এমনকি দেব-দেবিদের সঙ্গমরতো দৃশ্যের অঙ্কনও চললো খুব গর্বের সাথে। প্রাচীন স্থাপত্য ও পুরাকীর্তির মিউজিয়ামগুলোতে আজও এসব প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে। আর্ট ও শিল্পকলার প্রতি আগ্রহীদের জন্যে এসব জায়গা তীর্থস্থানের মর্যাদা পেয়ে আসছে।

চিত্রকলার এসব উন্মাদ শিল্পীরা প্রেম ও কামের দেবতার নামে যৌনোদ্দীপক প্রতিমা নির্মাণ করে মহাউৎসাহে পূজাও শুরু করে দিলো। তাদের কাছে পতিতালয় হয়ে যায় উপাসনালয়। প্রাচীন গ্রিকের বর্ণিল সভ্যতা এমন করে পৌঁছে, যেখানে ব্যভিচার বা যৌনাচার হয়ে যায় খুবই পুণ্যকাজ। প্রাচীন আন্যান্য সভ্যতার অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। মূর্তি বা প্রতিমাশিল্পের কল্যাণেই সৃষ্টিকর্তার নিরাকার ধারণা থেকে সাকার ধারণা পুসত জঘন্য ধর্মবিশ্বাস (?) গড়ে উঠতে থাকে।

আমাদের উপমহাদেশ, বিশেষ করে ভারতবর্ষ প্রতিমা বা মূর্তিপূজার সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্রস্থল। যেখানে অসংখ্য দেব-দেবির পূজা করা হয়। এমনকি দেব-

দেবির গুপ্তাঙ্গের পূজাও করা হয় বেশ ঘটা করে। একে বলে শিব বা লিঙ্গপূজা। এসব ভয়াবহ মানব ও চরিত্রবিধ্বংসী পরিণাম ও বাতুলতার কারণে ইসলাম মানুষ কেনো যেকোনো প্রাণীরও প্রতিকৃতি নির্মাণকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। সর্বশেষ নবি হজরত মোহাম্মাদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কাবার ৩৬০টি মূর্তিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়ে মূর্তি ও তার নির্মাণকে চিরতরে হারাম ও বাতেল বলে ঘোষণা করেছেন।

চারুকলাশিল্পের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করলে জানা যায়, আর্ট ও শিল্পচর্চার নামে যা করা হয়, তা প্রতিমাপূজারই নামান্তর। অধিকন্তু শিল্পীয় কল্পনা, প্রবৃত্তি ও যৌনাচারের দিকেই বেশি হাওয়া দিয়েছে। প্রথম দিকে কাল্পনিক প্রেমিক ও নায়িকাকে শিল্পীর ক্যানভাসের মূলপ্রতিপাদ্য করা হয়েছিলো। তারপর সেটাতে অর্ধনগ্ন বা পুরোপুরি নগ্নের অবয়ব দেয়া হতে লাগলো। দৈহিক সৌন্দর্যের পূজা এমন মনোমুগ্ধকর পন্থায় করা হতে লাগলো যে, উচ্চাভিলাষী মেয়েরা নিজেদের দেহ নিয়ে বিনা শর্তে অসঙ্কোচে শিল্পীর সামনে সমর্পণ করতে লাগলো। আর শিল্পীরা যখন সেই নিরাভরণ দেহসৌষ্ঠব তুলির আঁচড়ে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলে শিল্পপূজারীদের সামনে উপস্থাপন করলো, তখন তা এক নয়াসভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুললো। যেখানে শিল্পচর্চার নামে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে মূলপ্রতিপাদ্য সাব্যস্ত করে তাদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

শিল্পকলার এসব মানবী প্রতিকৃতিতে যখন অভিনয়ের প্রাণসঞ্চার করে ফটোগ্রাফি ও সিনেমায় রূপান্তরিত করা হলো, তখন বস্তুযুগের এমন একবিপ্লব সূচিত হলো যে, লাজ-লজ্জা, আব্রু-ইজ্জত, সতীত্ব-সম্ভ্রম ইত্যাদি শব্দগুলো অভিধানের নিষ্প্রাণ পৃষ্ঠায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। হৃদ্যতা, প্রেম-ভালোবাসা মৌলিক ও কার্যত এমন এমন দৃশ্যে খাঁচাবন্দি হয়ে গেলো যে, প্রেম-ভালোবাসার পরিচয় নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো। এককবির ভাষায়–

سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے

[সিখায়ে হেঁ মোহাব্বত কে নায়ে আন্দায মাগরিব নে]

حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں

[হায়া সার পীটতী হায় আসমতেঁ ফরইয়াদ করতী হেঁ]

পশ্চিমারা প্রেমেরই পাঠ
পড়ায় নতুন করে
সতিত্ব আর লজ্জা এখন
তাইতো লাজে মরে।[৮২]

আপনি যদি কোনো স্টুডিও বা ছবিঘরে ছবি তুলতে যান বা মুহূর্তের জন্যে এমনিই অবস্থান করেন, আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে অর্ধনগ্ন বা প্রায় পুরো নগ্ন কোনো নারীর ছবি। মনে হবে এ যেনো স্বর্গের অপ্সরী।

---

৮২. কাব্যানুবাদ: ইলিয়াছ জাবের।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় যে জিনিসই আপনি কিনবেন এর আবরণে-প্যাকেটে বা বাক্সের গায়ে অপরূপা এক বা একাধিক নারীর সুসজ্জিত ছবি আপনি পেয়ে যাবেন বিনে পয়সায়। তেল, সাবান, জুতা, কাপড়, যন্ত্রপাতি এমনকি খাদ্যদ্রব্য ও কাগজ-কলমের মতো দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে সুন্দরী ললনাদেরও বিতরণ করা হয়। এসব ললনাকে বলা হয় মডেল।

মডেলিং তো আজ খুবই লাভজনক পেশা। এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও শতোভাগ উজ্জ্বল। যাতে সুন্দরী মডেলকন্যা নিজেদের দেহকে নানান কোম্পানির কাছে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ করে রাখে। তাদের দেহের যে অংশ সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রচারে প্রয়োজন, সে অংশই ছবির মাধ্যমে কোম্পানি ব্যবহার করতে পারবে। খুব পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। সামান্য কিছুকথা বা সংলাপ, অঙ্গ-ভঙ্গি কিংবা নানান এঙ্গেলের কিছু ছবি। এর বিনিময়ে তারা পাচ্ছে অজস্র টাকা-পয়সা, খ্যাতি, সম্মান। এ কারণে এ পেশাকে দোষণীয় মনে করা হয় না। দারুণ সম্মানের চোখে দেখা হয়। এমনকি সংবাদপত্র–দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোও এসব মডেল-অভিনেতার নানান আকর্ষণীয় ছবি ছাপা ছাড়া পত্রিকা প্রকাশের কল্পনাও করতে পারে না। নামসর্বস্ব কিছু ধর্মীয় পত্রিকাও এই অভিশপ্ত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত নয়।

যা হোক, রঙ, তুলি, ক্যানভাস ইত্যাদি জোগাড় করে সেট করে ছবি আঁকা এ তো হলো দীর্ঘসময় ও পরিশ্রমের কাজ। ফটোগ্রাফির সৌজন্যে তা সিনেমা, ভিডিও, টিভি হয়ে আজ ইন্টারনেট পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুইচ টিপলেই মুহূর্তের মধ্যে শতো চ্যানেল ঘুরে আসা যায়। এসব প্রযুক্তি আজ মানুষের বোধশক্তি, হৃদয়-মন সবকিছুকে নিজেদের পরম বাধ্য করে নিয়েছে। যার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি অলীক কল্পনা মনে হয়।

আমি আগেই লিখেছি, প্রতিটি বিষয়ের একটি বৈধো ও ইতিবাচক দিক আছে। ফটোগ্রাফি বা ছবিরও ইতিবাচক দিক আছে। যেমন শনাক্তকরণ-পরিচয়পত্রে ছবি, চোর, ডাকাত, আসামি বা সন্ত্রাসীদের ছবি রেকর্ড রাখা, যুদ্ধবিগ্রহ, নানান সংঘাতের ছবি, শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনে ছবি, বিদেশ ভ্রমণের জন্যে ছবি, চাকরি-বাকরির জন্যে ছবি ইত্যাদি এসব কেবল ইতিবাচক দিকই নয় প্রয়োজনীয় বিষয়ও; কিন্তু এর নেতিবাচক ও অবৈধোতার দিক এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি। প্রতিকৃতি বা চিত্র অঙ্কন ও ফটোগ্রাফির ব্যাপারে ইসলামের আইন-ভাষ্যে যে মতানৈক্য থাকুক পরিণামের দিক থেকে দু'য়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দু'টিই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। হাদিসশরিফের নির্ভরযোগ্য ভাষ্যসমূহে প্রাণীর প্রতিকৃতি আঁকার ব্যাপারে যে সতর্কবাণী এসেছে, ফটোগ্রাফির ব্যাপারে কঠোরভাবে তা প্রযোজ্য। যেমন হাদিসশরিফে এসেছে–

> কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন সাজা হবে ছবি অঙ্কনকারীর।[৮৩]

---

[৮৩]. মেশকাত।

যে ঘরে কুকুরের প্রতিকৃতি থাকবে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[৮৪]

প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণকারীকে আদেশ করা হবে এতে প্রাণ সঞ্চার করে দাও; যা কখনো সম্ভব হবে না।[৮৫]

এসব হাদিসের আলোকে চিন্তা করে দেখুন, সাধারণ ছবির অবস্থান শরিয়তে ইসলামিতে কোথায়। আর যদি ভিডিওগ্রাফিকে ঘরের বিশেষ সৌন্দর্য ও সম্মানের প্রতীক হিসেবে জরুরি অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা হয়, তাহলে এর কী পরিণতি তা কি আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আসলে ছবি বা প্রতিকৃতির প্রতি আগ্রহী বা সমঝদার হওয়ার চেয়ে বড়ো নাফরমানি আর কী হতে পারে!

টিভির শব্দগতো দিক

টিভির প্রযুক্তিগতো দ্বিতীয় দিক হলো শব্দ বা আওয়াজ। কথাবার্তা, সংলাপ, সঙ্গীত, মিউজিক বা বাদ্য, বক্তৃতা, সংবাদপাঠ, ধারাভাষ্য বর্ণনা ইত্যাদি শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে দর্শকশ্রোতারা শুনতে পারে। রেডিওতে শুধু তরঙ্গ হয়। এ দিক থেকে রেডিওর সাথে টিভির সাদৃশ্য রয়েছে। টিভির অতিরিক্ত বা আসল বিষয় হলো ছবি।

টিভির নির্ধারিত প্রোগ্রামে নারী-পুরুষ দু'য়েরই কণ্ঠস্বর থাকে। টিভিতে যার কণ্ঠস্বর, তার ছবিও থাকে। নারী-পুরুষ দু'ই এতে থাকতে পারে। তবে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণই থাকে বেশি। তাদের কণ্ঠস্বর যেমন হৃদয়গ্রাহী ও শ্রুতিমধুর হয়, তেমন তাদের অঙ্গভঙ্গিও হয় আকর্ষণীয়। এসব গুণপনা ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই এদেরকে একাজের জন্যে নির্বাচন করা হয়। টিভি ও সিনেমার কলাকুশলীদের মধ্যে যারা নারী, তাদের মধ্যে এ জাতীয় গুণপনা ও যোগ্যতা থাকতে হয় খুবই উঁচুমানের। এর ওপর ভিত্তি করেই তারা তাদের ক্যারিয়ার গড়ে তোলে। পুরুষ কলাকুশলীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

যা হোক, টিভিতে শব্দ ও ছবি এমনভাবে সমন্বিত অবস্থায় থাকে যে, একটা থেকে আরেকটাকে বিচ্ছিন্ন করে প্রোগ্রাম সেট করা অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যে আওয়াজ বা শব্দগতো ব্যাপারে সামনে লেখা হবে।

টিভি প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য

টিভিতে আজকাল যেসব প্রোগ্রাম হয়ে থাকে, তা পর্যালোচনা করলে চারটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসে–

১. আনন্দ-বিনোদনের জন্যে টিভি।

---

[৮৪]. মেশকাত।

[৮৫]. মেশকাত।

২. সংবাদসহ নানান বিষয় প্রচার-প্রসারের জন্যে টিভি।
৩. প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান প্রচারের জন্যে টিভি এবং
৪. ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে টিভি।
এ চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে আলাদা করে পর্যালোচনা করা জরুরি।

টিভি আনন্দ-বিনোদনের জন্যে

সব কালেই আনন্দ-বিনোদন মানুষের জীবনের একটা অংশজুড়ে ছিলো। প্রাচীন সভ্যতায়ও বিনোদন বিচিত্র ও লোমহর্ষক পদ্ধতিতে চর্চিত হতো। গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় একদিকে বিনোদনের মাধ্যম ছিলো ঘোড়সওয়ারী, ঘোড় দৌড়, লড়াই, কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ, তলোয়ার, বর্শা চালনা ইত্যাদি। আরেকদিকে ছিলো সঙ্গীত, গানবাদ্য, নাচ, মদপানের আসরসহ নারী প্রদর্শন। ফ্লোরা নামের একটি খেলা অভিজাত মহলে দারুণ জনপ্রিয় ছিলো। এতে সুন্দরী যুবতী মেয়েরা নিরাভরণ হয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা করতো। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে প্রতীয়মান হয়, আজও আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে তা-ই হচ্ছে, যা মূর্খযুগের প্রাচীন সভ্যতায় রিপুপূজার নামে চলতো। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের আড়ালে নারীদেরকে অর্ধউলঙ্গ করে অনুষ্ঠানের মধ্যমণি করা, এমন পোশাক পরানো, যাতে দেহের বেশিরভাগ অংশ অনাবৃত থাকে। দ্রষ্টব্য অঙ্গগুলোর মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী চলে। সমুদ্রসৈকতে, সুইমিংপুলে, খোলা আকাশের নিচে শতো মানুষের সামনে পুরুষের পাশাপাশি (বরং কয়েক ধাপ এগিয়ে) অতিসংক্ষিপ্ত পোশাকে গোসল ও সাঁতার কাটা, নানান খেলা যেমন, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, খো খো, কাবাডি, হ্যান্ডবল, সাঁতার, এ্যাথলেট ইত্যাদিতে নারীদের বিশেষ অঙ্গ প্রদর্শন করে কিংবা প্রায় উলঙ্গ হয়ে অংশগ্রহণকে নারী উন্নয়নের প্রধান অনুষঙ্গ বলে ধরা হচ্ছে!
মোটকথা, রিপুপূজা ও যৌনোলালসা চরিতার্থ করার দ্বিতীয় নাম হলো বিনোদন! সারাবিশ্বের সিনেমা তথা চিত্রজগতে বিনোদনের নামে এ দুটো জিনিসেরই উগ্রচর্চা ও উৎকর্ষ সাধনা চলছে। এ কারণে সিনেমা হলগুলো দীর্ঘদিন সাধারণ মানুষের বিনোদনের কেন্দ্রীয় প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে টিভি আসার পর সিনেমা হলের এই গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে। যারা লোকলজ্জা, হালাল-হারাম ও ইজ্জত-সম্মানের ভয়ে সিনেমা হলে যেতে কুণ্ঠিত ছিলো, তারাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এমন সুলভে হাতে চাঁদ পেলো যেনো। দেখা গেলো, অভিশপ্ত শয়তানের অনুসারীদের প্রত্যেকের ঘরে টিভিকে বুকভরে অভ্যর্থনা জানানো হলো। চরিত্রবিধ্বংসী যে অশ্লীলতা সিনেমা হল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো, তা ঘরে ঘরে ঢুকে পড়লো। এখন অভিশপ্ত শয়তান প্রত্যেক বাড়ির ছাদে তার দু'হাত প্রসারিত করে তার বিজয় ঘোষণা করছে।
আসুন এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক বিনোদনের নামে টিভিতে কী কী দেখানো হচ্ছে।

টিভি প্রোগ্রামের আশি শতাংশই বিনোদনধর্মী। এর বিশাল অংশজুড়ে থাকে ফিল্ম বা পুরো চিত্রজগৎ। সিনেমা হলে যেসব ফিল্ম প্রদর্শিত হয়, সেগুলো থাকে টিভিতে। যাকে বলা হয় ফিচারফিল্ম। এছাড়াও নানান সিরিয়াল, ধারাবাহিক নাটক, শো, নায়ক-নায়িকাদের আলাপচরিতা, সাক্ষাতকার, গানবাদ্য, নাচের প্রোগ্রাম তো আছেই। কখনো কখনো সরাসরি বা ধারণকৃত খেলাধুলাও দেখানো হয়। বিদেশি নাচগান বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখানো হয়। মাঝে মধ্যে নিয়মিত বিরতিতে নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে, এতে পুরুষ কুশলী বা মডেলের অংশগ্রহণ থাকলেও নারীর নানান অঙ্গসর্বস্ব অংশগ্রহণই থাকে বেশি।

কতো সহজ স্বামী-স্ত্রী হওয়া!

ফিল্ম বা চিত্রজগত সাধারণ মানুষের জীবনে এমনভাবে জুড়ে বসেছে যে, এর বিস্তারিত পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। সাধারণত মানবসমাজের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, গোপন-অগোপন নানান অংশ নিয়ে গল্প-কাহিনী নির্মাণের মধ্য দিয়ে এসব ফিল্ম তৈরি করা হয়। এতে স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, নানা-নানী, চাচা-চাচি, চাকর-বাকর, দোকানদার-পথচারী, মন্ত্রী-মিনিস্টার, ডাক্তার-ওকিল, পুলিশ-আসামিসহ আরো অনেক চরিত্রের অভিনয় হয়। বাস্তবজীবনে যা কিছু করা হয়, এখানে তারই সরস চিত্রায়ণ হয়। একজন পুরুষ অভিনেতা আরেকজন নারী অভিনেত্রী স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করে। এখানে শুধু প্রেম-ভালোবাসার লঘু অঙ্গভঙ্গিই চিত্রায়িত হয় না; বরং বদ্ধকামরার নির্জন বাসের সুড়সুড়িমূলক দৃশ্যও উন্মাতল দর্শকরা উপভোগ করে। এছাড়া অর্ধআবৃত বা প্রায় পুরোপুরি অনাবৃত দেহের নাচ-গান, হৃদয়কাড়া অঙ্গভঙ্গি, নারী অভিনেত্রীর স্নানরতো দৃশ্য, সিক্ত দেহের সটান অঙ্গগুলোর দ্রষ্টব্যনীয় প্রদর্শনী, অর্ধউলঙ্গ নর্তকীদের নাচ, মারধর, খুন-খারাবি, এ্যাকশন, ড্রামা, ভায়োল্যান্স, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, চুরি, ডাকাতি, নারী-শিশুর অপহরণ, পুরুষকে নারীর আসক্ত করা। এধরনের দৃশ্য চিত্রায়ণ চলচ্চিত্রের আসল বিষয়।

নীতিগতো ভাষায় বলা যায়, ইসলামি সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যকার সব বিধি-নিষেধ, আল্লাহর বিধানাবলি, নবি [আলাইহিমুসসালাম]-দের আদর্শ চর্চার কথা বলা হয় আবশ্যকভাবে। আবরু-ইজ্জত, সতীত্ব-সম্ভ্রম, পর্দা, নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা, লাজ-লজ্জা, বিনম্রতা ইত্যকার মানবীয় গুণাবলি একজন মুসলমান ও শান্তিকামী মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য। টিভি-সিনেমার বেশিরভাগ প্রোগ্রামে এসব বিষয়ের সরাসরি বিরোধিতা এবং বিদ্রুপ করা হয়। অথচো এ ব্যাপারে আল্লাহতাআলার নির্ধারিত বিধান একান্তই সুস্পষ্ট।

পবিত্রকোরআন সবার আগে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে 'মাহরাম' ও 'গায়রেমাহরাম' (বিয়ে অবৈধো ও বৈধো)-এর সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর মাহরামের স্বতন্ত্র একটি তালিকা সুরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করে দিয়েছে। যাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর কথা কল্পনাও করা যায় না। বিয়ে তো দূরের কথা। এছাড়া সব নারীই গায়রেমাহরিম (তাদের সাথে বিয়ে

বৈধো)। বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া এদের সাথে পর্দা করা ফরজ। দেখা-সাক্ষাত পুরোপুরি হারাম। তবে এদের থেকে যাদের বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেছে, তাদেকে বিয়ে করাও হারাম। পবিত্রকোরআনের ভাষ্য–

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ

নারীদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ, তবে যারা তোমাদের অধীনস্থ দাসী–এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া বিয়ের জন্যে সব নারী তোমাদের জন্যে বৈধো করা হয়েছে। শর্ত হলো, তোমরা তাদেরকে সম্মানজনক অর্থের বিনিময়ে বিয়ের জন্যে কামনা করবে; ব্যভিচারের জন্যে নয়।[৮৬]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বিয়ে ছাড়া 'গায়রেমাহরাম' নারীর সাথে যেকোনোধরনের সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا

তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেও না। এটা খুবই অশ্লীলকাজ ও খারাপ পথ।[৮৭]

বিয়ে ছাড়া নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যা নির্লজ্জতা ও বিপথগামিতা ছাড়া কিছু নয়।

সুস্থ সমাজজীবন যাদের কাম্য, সেসব 'মাহরাম' ও 'গায়রেমাহরামের' ব্যাপারে নারী-পুরুষকে পবিত্রকোরআন দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ জরুরি নির্দেশনা দান করেছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ...

মোমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নতো রাখে এবং হেফাজত করে তাদের যৌনাঙ্গ। এটাই তাদের জন্যে বেশি পরিশুদ্ধির পথ। নিশ্চয়ই তারা যা-ই করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক পুরোপুরি জানেন। আর মোমিননারীদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নতো রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেনো যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেনো তাদের মাথার ওড়না বুকের ওপর ফেলে রাখে এবং তারা যেনো তাদের স্বামী, বাবা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর

---

৮৬. সুরা: নিসা, আয়াত: ২৪।

৮৭. সুরা: বনিইসরাইল, আয়াত: ৩২।

ছেলে (আগের ঘরের), ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত দাসী, যৌনোকামনামুক্ত পুরুষ (অতিবৃদ্ধ) ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেনো তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে। মোমিনরা! তোমরা সবাই আল্লাভিমুখী হয়ে তওবা করো।[৮৮]

মুসলিম নারীকে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্রকোরআন বলেছে–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়ে এবং মোমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে (ইজ্জতবর্তী নারী হিসেবে) চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৮৯]

এ আয়াতে মুসলিম নারীদের পর্দা করার বিষয়টি তাদের অভিজাত ও ব্যক্তিত্ববোধের পরিচয় হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অপরিচিত ও গায়রেমাহরামের শোভা-সৌন্দর্য দেখে লঘু কামনায় উপভোগ করাকে চোখের ব্যভিচার বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসের অসংখ্য ভাষ্য রয়েছে।

হজরত জারির [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গায়রেমাহরাম (বেগানা নারীর) দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে কী করবো? তিনি বললেন, সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।[৯০]

হজরত বুরায়দা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বর্ণনা। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলেন, হে আলি! নারীদের দিকে একবার তাকানোর পর আর তাকাবে না। প্রথম তাকানো মাফ। তবে দ্বিতীয়বার তাকাবার অনুমতি নেই।[৯১]

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, যে কোনো অপরিচিত নারীর সৌন্দর্যের দিকে কামনার দৃষ্টি দেবে, কেয়ামতের দিন তার চোখে উত্তপ্ত গলিত সিসা ঢেলে দেয়া হবে।[৯২]

---

৮৮. সুরা: নুর, আয়াত: ৩০-৩১।

৮৯. সুরা: আহজাব, আয়াত: ৫৯।

৯০. সুনানে আবুদাউদ।

৯১. সুনানে আবুদাউদ।

৯২. জামে তিরমিজি।

এছাড়াও অসংখ্য হাদিস থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, চোখ ব্যভিচার করে। বেগানা নারীর দিকে তাকানো চোখের ব্যভিচার। হাতের ব্যভিচার হলো, বেগনা নারীকে ছোঁয়া। কানের ব্যভিচার হলো, বেগানা নারীর কণ্ঠস্বর শোনা। পায়ের ব্যভিচার হলো, বেগানা নারীর উদ্দেশে হাঁটা। মুখের ব্যভিচার হলো, বেগানা নারীর সাথে কথা বলা আর অন্তরের ব্যভিচার হলো, ব্যভিচারের কল্পনা করা।

উপরের আয়াত ও হাদিসের আলোকে প্রত্যেকে নিজেই এটা ফয়সালা করতে পারে যে, সিনেমা হলের পর্দায় বা টিভির স্ক্রিনে সুন্দরী নারীদের দু'-একপলকের জন্যে নয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখা, উপভোগ করা কেমন চরিত্রবিধ্বংসী বিনোদন! চরিত্রবিধ্বংসী এসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে মুসলমানরা আল্লাহর ক্রোধ ও গজবকে ডেকে আনছে। নিজেদের চোখকে উত্তপ্ত গলিত সিসায় দগ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত করছে। প্রকৃতপক্ষে ফিল্ম বা ছায়াছবি যারা দেখে, তারা সরাসরি ব্যভিচারে লিপ্ত না হলেও ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সব কাজেই লিপ্ত হচ্ছে।

অথচো কেবলমাত্র অতিপ্রয়োজনের সময় গায়রেমাহরাম দেখা ও তাকে ছোঁয়া জায়েজ। যেমন, চিকিৎসকের রোগিনীকে দেখা, বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দেয়ার সময় দেখা, ডুবন্ত বা জ্বলন্ত কোনো নারীকে রক্ষার্থে কোলে বা কাঁধে করে বা জড়িয়ে ধরে বাঁচানো ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু উভয় অবস্থায় উদ্দেশ্য ও চিন্তা-ভাবনায় বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফিল্মে নারীকে উপস্থাপনই করা হয় তার দেহ-সৌন্দর্য দেখে অচরিতার্থ যৌনোকামনা-বাসনার জ্বালা যেনো কিছুটা লাঘব হয়। পরিণামে বাস্তব ব্যভিচারের দিকে তীব্র আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দৃষ্টির পবিত্রতা ধীরে ধীরে অপবিত্রতায় রূপান্তরিত হয়। বেগানা নারীদেরকে নিয়ে কল্পনা বিলাসের অনৈতিক অভ্যাস গড়ে ওঠে। অপরাধ ও অশ্লীলতার সব বদ্ধ দরোজা খুলে যায়। আগেই লেখা হয়েছে, সিনেমা ও টিভিতে নারীদেরকে খুবই জঘন্যভাবে অর্ধউলঙ্গ করে যে উপস্থাপন করা হয় তা নিতান্তই অশ্লীলতা ছাড়া কিছুই নয়। অথচো শরিয়ত নারী-পুরুষ দু'জনকেই সতর তথা আবৃত থাকার হুকুম দিয়েছে।

পুরুষের সতরের ব্যাপারে হুকুম হলো, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, "হাঁটুর উপরের অংশ সবসময় ঢেকে রাখা জরুরি এবং নাভীমূলের নিচের অংশও ঢেকে রাখা জরুরি।"[৯৩]

নারীদের সতরের ব্যাপারে হুকুম হলো, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "কোনো মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়সে পৌঁছে যাবে, তখন যেনো তার দেহের কোনো অংশ কারো দৃষ্টিগোচর না হয়। তবে মাহরাম পুরুষের সামনে তার চেহেরা ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাতের পাতা খোলা রাখার অনুমতি আছে।"[৯৪]

---

[৯৩]. দারাকুতনি।

[৯৪]. সুনানে আবুদাউদ।

এটা এক ব্যাপক হুকুম নারী-পুরুষ দু'জনের জন্যে। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া সতরের এ অংশ কারো সামনে খোলা হারাম। এ সম্পর্কে প্রিয়নবিজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন–

> কোনো পুরুষ কোনো পুরুষকে এবং কোনো নারী কোনো নারীকে যেনো বিবস্ত্র না দেখে।[৯৫]

শুধু তাই নয়, শরিয়ত স্বামী-স্ত্রীকেও সংযত আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। অথচো দু'জনের গুপ্তাঙ্গ দু'জনের জন্যে বৈধো। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে সহবাসের উদ্দেশ্যে যাবে, তখন যেনো দু'জনে নিজ নিজ সতরের দিতে খেয়াল রাখে। গাধার মতো পুরোপুরি বিবস্ত্র হয়ে না যায়।"[৯৬]

এসব হাদিসের আলোকে ভেবে দেখুন, টিভি বা সিনেমার পর্দায় যেসব নারী প্রায় উলঙ্গ হয়ে অতি সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে নাচ-গান করে, বেগানা পুরুষের সাথে মাখামাখি করে, চুম্বন করে, জড়াজড়ি করে, অশ্লীল ও যৌনোত্তেজক অঙ্গভঙ্গি করে, তাদেরকে দেখা–তাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পলকহীন চোখে গিলে খাওয়া–কেমন ইমানদারের পরিচয়? কেমন রুচি ও ভদ্রতার পরিচয়?

এসব নারীর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর কঠোর বাণীর দিকেও একটু খেয়াল করুন–

> যে নারী কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকে, অন্যকে তার দিকে আকৃষ্ট করে, নিজেও অন্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং অবাধ্য উটনীর মতো গর্ব-অহঙ্কারে ঘাড়-গ্রীবা বাঁকিয়ে চলে, সে কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না, পাবে না বেহেশতের ক্ষীণ ঘ্রাণও।[৯৭]

ফিল্ম-টিভির নানান প্রোগ্রামে যেকোনো ভূমিকায় যারা অংশ নেয়, সেসব নারীর গর্বোদ্ধত কৃতিত্বকে এ হাদিস নির্মমভাবে পোস্টমর্টেম করে দিয়েছে। চাই সে নারী নায়িকার অভিনয় করুক, সংবাদপত্র পড়ুক, টকশো করুক, সংবাদ পর্যালোচনা করুক, মডেলিং করুক, গানবাদ্য করুক কিংবা কেবল নৃত্য-নাচ করুক–এ হাদিসের লক্ষ্যভেদী তীর এদের সবার দিকেই বিদ্ধ করা হয়েছে।

এ হাদিসটিও খেয়াল করুন–

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যে কোনো এমন নারীর হাত ছুঁবে, যার সাথে তার কোনো বৈধো সম্পর্ক নেই, কেয়ামতের দিন তার হাতের ওপর আগুনের কয়লা রাখা হবে।[৯৮]

---

[৯৫]. সহিমুসলিম।

[৯৬]. সুনানে ইবনেমাজা।

[৯৭]. তাকমিলা ফাতহুল কাদির।

[৯৮]. সহিমুসলিম।

প্রিয়পাঠক! ফিচার ফিল্ম বা টিভির সিরিয়ালে এসব কিছুই হচ্ছে। নারী-পুরুষের আপত্তিজনক মেলামেশা, দেহের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ একধরনের সত্বঃস্ফূর্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। সন্দেহ নেই, অভিনেতার নামে এ পুরুষ খুবই নোংরা চরিত্রের এবং অভিনেত্রীর নামে এ মেয়ে খুব অশ্লীল চরিত্রের। শিল্প বা শিল্পীর নামে সমাজ তাদেরকে যে সম্মানই দিক, যে খ্যাতিই দান করুন, মূলত এ খ্যাতি ও সম্মানের মরীচিকা। আসল ইজ্জত বা সম্মান এটা নয়। পবিত্রকোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

ইজ্জত-সম্মান-মর্যাদা-খ্যাতি সবই আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসুলের জন্যে এবং মোমিনদের জন্যে।[৯৯]

তওবা না করলে নরকেই পঁচতে হবে

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, টিভি-সিনেমার কলা-কুশলীরা তওবা না করলে বা ভাগ্যে তওবার সুযোগ না ঘটলে কখনো তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। যারা তাদের সাথে কোনোধরনের সম্পর্ক রাখবে, তাদেরও একই পরিণতি হবে।

দৃষ্টি-তীরের পর শয়তানের দ্বিতীয় শক্তিশালী তীর হলো মুখের কথা ও ভাষার তীর। শব্দে সুর-তরঙ্গ, আওয়াজে হৃদয়স্পর্শী আহ্বান, কথার ভঙ্গিতে মাধুর্যতা–এসব হৃদয়-মন উন্মাদ ও পাগল করে তোলে। এজন্যে পবিত্রকোরআন নারী ও পুরুষকে কথা ও মুখের ভাষার ব্যাপারে সতর্ক করেছে–

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

হে নারীরা! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। তাহলে যার অন্তরে অসুখ রয়েছে, সে কু-বাসনা পোষণ করবে। তোমরা সঙ্গত পন্থায় কথাবার্তা বলবে।[১০০]

পবিত্রকোরআনে যে অন্তরের ব্যাধি, কু-বাসনা এবং এ থেকে সৃষ্ট অবৈধো যৌনোকামনা চরিতার্থ করার দুরভিসন্ধি বিদূরিত করার ব্যাপারে জোর নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহতাআলা; টিভি-সিনেমাসংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষদের পেশাই সেটা। এসব নেহায়েত মন্দগুণই সমাজে আর্ট বা শিল্প হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। পেয়েছে বেশ কদরও।

ব্যভিচারের প্রসার ঘটানো

টিভিতে উপস্থাপিত সব প্রোগ্রাম যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করা হয় এবং শিল্প-সংস্কৃতির ভূত তার ঘাড়ে পেচে না বসে, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে

---

৯৯. সুরা: মুনাফিক, আয়াত: ৮।

১০০. সুরা: আহজাব, আয়াত: ৩২।

এ ফলাফলে উপনীত হবে যে, এতে নির্লজ্জতা আর অশ্লীলতার প্রচার-প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। যদিও বিচ্ছিন্ন দু'একটি ইতিবাচক দিক যুক্তি-তর্ক দিয়ে বের করা যাবে; কিন্তু পাঁচটা ভালোর জন্যে তো পাঁচটা খারাপ কোনো পাগলেও মেনে নেবে না। অথচো এই সমাজ তা-ই করছে।

সুরা নুরের ১৯ নম্বর আয়াতটি খেয়াল করুন–

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

যারা এটা ভালোবাসে যে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচারের প্রসার লাভ করুক, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক সাজা।

অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত, পবিরার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি কিংবা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে টিভির প্রোগ্রামগুলো দেখা, বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চার নামে নারী-পুরুষের যুগল মেলামেশার সরস দৃশ্য উপভোগ করা কোনধরনের পুণ্যের কাজ? এ তো নিশ্চিত উন্মুক্ত নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার সামাজিক প্রচার-প্রসার ঘটানোর কাজে সত্বঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করা। অথচো এধরনের কাজে অংশগ্রহণকারীর জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন সাজা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। শরিয়তের এসব সুস্পষ্ট বিধান উপেক্ষা করে টিভির চরিত্রবিধ্বংসী বিনোদনে নিমজ্জিত মুসলমানদের ব্যাপারে আপনার ফয়সালা কী হবে? আসুন এ আয়াতটি পড়ে দেখা যাক–

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

আর নারীরা যেনো তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে।[১০১]

চুরি করে চুরির মন্দত্ব বোঝানোর দরকার কী

টিভির সুন্দরী রমণীর বা নর্তকীর যৌনোন্মাদনা সৃষ্টিকারী নৃত্য, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে জমিন বিদীর্ণকারী নর্দনকুর্দন দিয়ে আপনার কোনো উপকার সাধিত হয়? ফিচার ফিল্ম ও টিভির সিরিয়াল ফিল্মের ব্যাপারে সাধারণত যুক্তি দেখানো হয়, এসবের গল্প-কাহিনী শিক্ষণীয় হয়। সামাজিক অনেক সমস্যার সমাধান দেখানো হয় এতে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব যুক্তি বড়োই আনকোরা-দুর্বল। কারণ, মন্দকে মন্দ দিয়ে দূর করা যায় না। চুরির অশুভতা ও মন্দত্ব বর্ণনার জন্যে চুরি করে দেখানোর দরকার নেই। চুরি যে কতো বড়ো ঘৃণ্যকাজ, এটা সবাই জানে। নারীদের হেনস্থা করা, নির্যাতন করা, ধর্ষণ ইত্যাদির মন্দত্ব বোঝানোর জন্যে অভিনয়ের মাধ্যমে নারী ধর্ষণ করে তার মন্দত্ব বোঝানোর কি দরকার আছে? বরং এসব দৃশ্য অবতারণার উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু। ছবি নির্মাতারা ভালো করেই জানে, বাস্তবতা কী

---

[১০১]. সুরা: নুর, আয়াত: ৩১।

আর দর্শকরাইবা কী চায়। রেপ করা যে খুবই ঘৃণ্য ও কঠিন সাজাযোগ্য অপরাধ, এটা কে অস্বীকার করবে; কিন্তু ফিল্মের মধ্যে রেপের দৃশ্য খুবই জনপ্রিয় অংশ। এ না হলে ফিল্ম বাণিজ্যিক সাফল্যলাভ করে না। আসলে এটা দর্শকদের হিংস্র ও বিকৃত রুচির জন্যে সাময়িক সান্ত্বনা। অনবরত রেপের দৃশ্য চিত্রায়ণ করে ফিল্মনির্মাতারা দর্শকদের কোন দিকে আহ্বান করছে? এ তো রেপ করার সহজ কলা-কৌশল শিক্ষাক্ষেত্র!

পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই একাধিক রেপের খবর ছাপে। কোনো কোনো ট্যাবলয়েড এর রগরগে বর্ণনা দেয়। আসলে আমাদের যুবসমাজ এসব ফিল্মের খোলামেলা আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাস্তবে তারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিনোদন (?) চর্চা করে চলেছে। চুরি, ডাকাতি ও রেপের বেশিরভাগ অপরাধী বা আসামি ধরা পড়ার পর জবানবন্দিতে স্বীকার করে–এসব তারা সিনেমা দেখে শিখেছে। বলাবাহুল্য, আমাদের কঁচি ছেলে-মেয়েরাও খুব দ্রুতো ভয়াবহভাবে এসবে আক্রান্ত হচ্ছে। কৈশোর পার করার আগে নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে।

এ বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একসেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। একবক্তা তার প্রস্তাবনায় বলেন, বাচ্চাদেরকে শুরু থেকেই লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষা দেয়া উচিত। আরেক বক্তা বর্তমান সামাজিক পরিবেশের নানান নেতিবাচক অবস্থা বর্ণনার পর বলেন, এর প্রয়োজন নেই; বরং নির্মম বাস্তবতা হলো, আমাদের বাচ্চারা এতোই এ্যাডভান্স হয়ে গেছে যে, ওদেরকে যে আপনি লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন, সে শিক্ষা ওদের কাছ থেকেই আপনি নিতে পারবেন!

এ কারণেই ফিল্ম বা ছায়াছবি দিয়ে সামাজিক শুদ্ধি বা বিপ্লবের যে খোঁড়া যুক্তি দেয়া হয়, তা খোলামেলা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রতারণাই আমরা পরস্পরকে দিয়ে যাচ্ছি।

আপনার মেয়েকে কি অভিনেত্রী বানাবেন?

ঘরোয়া এক আলোচনায় সংস্কৃতমনা একলোক ফিচার ফিল্ম ও টিভির সিরিয়াল ফিল্মের পক্ষে বেশ জোরালো ওকালতি করলেন। আমি তাকে শুধু একটি প্রশ্ন করেছি–আজ নানান ফিল্মে নারীদেরকে যেভাবে উপস্থান করা হচ্ছে, আপনি কি এটা পছন্দ করবেন যে, শিল্পচর্চার নামে আপনার বোন, স্ত্রী, মেয়েকে নায়িকাদের মতো অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় কোনো পরপুরুষ জড়িয়ে ধরে চুম্বনের দৃশ্য টিভির স্ক্রিনে দেখাচ্ছে? ভদ্রলোক দারুণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। দ্রুতো বললেন, না, না, আমি কখনো এটা পছন্দ করবো না। শতো শতো কোটি মানুষ এ প্রশ্নের এমনই উত্তর দেবেন। অন্যের মেয়েকে যতো বিবস্ত্রই দেখুক তাতে পুলক অনুভূত হতেই পারে; কিন্তু তা নিজের মেয়ে-স্ত্রী-বোনের প্রশ্নে উঠলে বাস্তবতা হলো, প্রত্যেকেই দাঁতে জিব কেটে বলবেন, না, কখনো তা হতে পারে না। আমার কেউ অমন বেলেল্লাপনা করুক তা আমি কখনো বরদাশত করবো না।

অথচো ইসলাম ও মানবতার রীতি হলো, নিজে যা পছন্দ করো না, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করো না। নিজের অপছন্দের বিষয় অন্যের বেলায়ও অপছন্দই করবো। আজ যে সমাজের নৈতিক, চারিত্রিক এবং মানবিক অবকাঠামো ঘুণে খেতে খেতে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে তা যে এসব টিভি-সিনেমার কল্যাণে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

নানান সংবাদপত্রে, ম্যাগাজিনে আজকাল টিভির অনিষ্টতা সম্পর্কে ছোটোখাটো কলাম চোখে পড়ে। বলা হচ্ছে, টিভির কারণে মানুষ আজ তার শেকড় ভুলতে বসেছে। তার আসল পরিচয় সে হারিয়ে ফেলছে। এছাড়াও টিভির কারণে এতো এতো লোকের চোখের এতো বড়ো ক্ষতি হচ্ছে–এই বলেও সতর্ক করা হচ্ছে। নানানধরনের খারাপ পরিণতির কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু এসবের আওয়াজ এতোই ক্ষীণ যে, তা শতো ঢোলের সামনে এক তোতা পাখির আওয়াজে পর্যবসিত হচ্ছে। এটাও আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, কিছু কিছু টিভি চ্যানেলে ইতিবাচক কিছু প্রোগ্রামও প্রযোজনা করছে। দীন ইসলামের প্রচারকাজে টিভির প্রচার-প্রসার হচ্ছে। দীন-ধর্মবিষয়ক একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এতে ইসলামিবিশেষজ্ঞ খ্রিস্টানবিশেষজ্ঞের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তর্কে খ্রিস্টানবিশেষজ্ঞ মোটেও সুবিধা করতে পারেননি; কিন্তু এতে ক্যামেরার আলো বেশ কয়েকবারই সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কিছু নারীমুখের ওপর স্থির থাকতে দেখা গেছে। যা একান্তই অপ্রয়োজনীয়। এমনকি এধরনের অনুষ্ঠানে অর্ধউলঙ্গ নারীদেরকে শোভাবর্ধক হিসেবে স্ক্রিনে উপস্থাপন করা হয়।

হজের নানান দৃশ্যের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখার সুযোগ হয়েছিলো। এতেও সুন্দরী রমণীদের হাস্যোজ্জ্বল কয়েকটি মুখ একাধিকবার উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে এ পন্থা অবলম্বন আদৌ শরিয়তসমর্থিত হতে পারে না। আর একে দৈবো ঘটনাও বলা যাবে না। আসলে যারা এধরনের প্যাকেজ অনুষ্ঠান তৈরি করে, তারা এতোটাই অপারগ যে, নিজেদেরকে এ থেকে মুক্ত করতে পারে না তারা। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিকতার কারণে এতে লিপ্ত হতে হয়। শিল্প ও আর্ট এবং খোলা সংস্কৃতির অশুভ আগ্রাসন এখানেও পিছু ছাড়েনি।

কিছুকাল আগে দেশমাতৃকার ভ্রাতৃপ্রেমের ওপর ভিত্তি করে বড়ো বড়ো দু'টি সিরিয়াল টিভিতে প্রচার করা হয়। সেটা হলো 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত।' সিরিয়াল দৃটি ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা যে অত্যন্ত আবেগ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে তা দেখবে, তা তো বলাই বাহুল্য; কিন্তু তাওহিদ ও একত্ববাদের ধ্বজাধারী মুসলমানরাও বিনোদনের নামে বড়ো আগ্রহ নিয়ে সেটা গ্রহণ করেছে। এই দুই ফিল্মের যে মূল চরিত্রগুলো এবং তাদের কল্পিত দেব-দেবীর চরিত্রে অভিনয় করেছে, সেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী, যারা যৌনোন্মাদনা সৃষ্টিকারী ফিচার ফিল্মের আসল কলা-কুশলী। ভগবান ও দেব-দেবীর চরিত্রে তারা এমন শিল্পায়িত অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে যে, দর্শকরা, বিশেষ করে হিন্দুসম্প্রদায় এসব দুশ্চরিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পূজা শুরু করে দিয়েছে। এমনকি এর অন্ধ প্রভাবে টিভি সেটও পূজারতুল্য হয়ে ওঠেছে তাদের কাছে!

এ পর্যন্ত তো ব্যাপার খুব বিস্ময়কর বা অসম্ভব কিছু ছিলো না। এমনটা হতেই পারে। যারা লিঙ্গপূজা করতে পারে, তারা লিঙ্গের অধিকারী মানব-মানবীরও পূজা করতে পারে; কিন্তু অদ্ভুত ব্যপার হলো, শিরিককে যারা মহাপাপ মনে করে, সেসব মুসলমানের বিশাল একসংখ্যক বিনোদনের এই গঙ্গায় শুধু হস্তসিক্তই করেনি, রীতিমতো হাবুডুবুও খেয়েছে। খোদায়ি দাবিদার এক আহাম্মকের কাহিনী আলিফ লায়লা এবং মনগড়া কাহিনী অবলম্বিত অসংখ্য শিরিকি দৃশ্যসংবলিত সিরিয়াল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে বড়ো গুরুত্বের সাথে দেখেছে এবং এধরনের আরো মিথ্যা বানোয়াট কল্পকাহিনী দেখার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। শিরিক ও কুফরির এসব খোলাদৃশ্য পরম আগ্রহে দু'চোখে যারা গিলে খায়, তারা কি মুসলমান হয়েও শিরিক-কুফরের প্রচারণায় লিপ্ত হচ্ছে না? এ আয়াতটি একবার পড়ে নিন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলা শিরকের পাপ ক্ষমা করেন না এবং এছাড়া অন্যান্য পাপ আল্লাহতাআলা চাইলে ক্ষমা করতেও পারেন, নাও পারেন।[১০২]

উল্লেখ্য, সুস্থ মাথায় শুভবুদ্ধি নিয়ে গবেষণার জন্যে রামায়ণ, মহাভারতসহ অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করা এক জিনিস আর এ সম্পর্কিত সিনেমা-সিরিয়াল দেখা কিন্তু আরেক জিনিস।

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে ছায়াছবি

নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য এখানেই শেষ নয়; বরং এখন তারা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে উপযোগী বিশেষ ফিল্ম নির্মাণ করছে। সাধারণ অভিনেত্রীদের গায়ে এতোদিন যে সংক্ষিপ্ত পোশাকটি ছিলো, তাও টেনে খুলে ফেলা হয়েছে। পশুত্ব বিকৃত যৌনতা চর্চার জন্যে এখন প্রচুর নীল (উলঙ্গ) ছবিও নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে বিবস্ত্র নারীর ব্যভিচারের অপকর্ম দৃশ্যায়িত হচ্ছে। এসব ফিল্ম (ব্লু) গোপনে অভিজাত সিনেমা হলে, কলেজ-ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে এবং আবাসিক হোটেলে খুব গুরুত্বের সাথে দেখানো হচ্ছে। ভিসিডি, ডিভিডি, কম্পিউটার ইত্যাদির কল্যাণে ঘরে ঘরে সংস্কৃতির শোভাবর্ধন করছে। অথচো টিভি ও সংস্কৃতিপ্রিয় এমন অনেক ভদ্রপরিবার রয়েছে, যারা এধরনের ফিল্মকে অভিশাপের দৃষ্টিতে দেখে; কিন্তু তাদেরই বেশিরভাগের সন্তান, যারা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করছে, এ অভিশাপে বড়ো মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যদের থেকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে নিজেদের ঘরের খিল এঁটে এসব নীল ছবি উপভোগ করছে এবং নিজেদের চরিত্র ও আখেরাতকে সমূলে ধ্বংস করছে।

---

[১০২]. সুরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৪৮।

পত্র-পত্রিকা ও নানান সংবাদমাধ্যম দ্বারা জানা যায়, উঠতি তরুণ ও যুবসমাজের বড়ো এক অংশ এ ধ্বংসের পথকে বেছে নিয়েছে। ফলে ব্যভিচার, নারী-শিশু অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যকার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সর্বগ্রাসী এই তুফান যদি রোখা না হয়, তাহলে অচিরেই যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। এর কী প্রতিকার, কী করণীয়, তা টিভিপ্রেমিকদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

আগেকার অনেক জাতি এধরনের অভিশপ্ত ও বিকৃত যৌনোচর্চার কারণে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেসব জাতির ইতিহাস পবিত্রকোরআনে একাধিক সুরায় বলা হয়েছে। হজরত লুত [আলাইহিসসালাম]-এর সম্প্রদায় সমকামিতার মতো ঘৃণ্যকাজে লিপ্ত ছিলো। সে সম্প্রদায় আল্লাহর আজাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ এসব ফিল্মে এধরনের বিকৃত কর্মকাণ্ডকে আবার পুনরুজ্জীবন দেয়া হচ্ছে। যে কারণে পুরুষ-পুরুষে এবং নারী-নারীতে বিয়ের রেওয়াজও চালু হচ্ছে খোদ ভারত উপমহাদেশেই! আহা, শয়তানের নৃত্যকুর্দন আর কে দেখবে? সবাই যে শয়তান!

বিনোদন হিসেবে খেলাধুলার দৃশ্য টিভিতে বেশ গুরুত্বের সাথেই সম্প্রচার করা হয়। আগেও লিখেছি, আজকাল প্রায় সবধরনের খেলায় পুরুষের পাশাপাশি নারীও সমভাবে অংশ নিচ্ছে। গ্যালারিতে দর্শকদের ভিড়ে যেখানেই নারী দর্শক থাকে, ক্যামেরা তাকে খুঁজে বের করে ফেলে। সে নারী যদি একটু সুন্দরী ও আঁটসাঁট পোশাকের হয়, তাহলে তো খেলার মাঝখানে অসংখ্যবার টিভি স্ক্রিনে তাকে দেখানো হয়ে যায়। এতে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিগুলোও পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আর খেলোয়াড় যদি স্বয়ং নারী হয়, তাহলে তো ষোলোকলা পূর্ণই হলো।

মোটকথা, বিনোদনের নামে তা-ই হয় টিভি ও সিনেমায়, যা থেকে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীকে নিজের দৃষ্টিকে মুক্ত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রচার মাধ্যম হিসেবে টিভির ব্যবহার

বর্তমান যুগে প্রচার-প্রসারের অসংখ্য মাধ্যম রয়েছে। পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও, মোবাইল-ম্যাসেজ ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে টিভির ভূমিকা সবার উপরে। তিনটি বৈশিষ্ট্যের কারণে টিভির ভূমিকা এতোটা অগ্রণী মনে করা হয়–

১. সচিত্র খবর ও তাৎক্ষণিক অবস্থার বর্ণনা এবং ঘটনাস্থলের দৃশ্য দেখার সুযোগ।
২. সরাসরি দেশি বা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন এবং
৩. গুরুত্বপূর্ণ অতিতাৎক্ষণিক ঘটনার সরাসরি চিত্রায়ণ এবং চলচ্চিত্রসহ অন্যান্য বিষয়ের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ।

এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এমন জাদুমুগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় যে, দর্শকমাত্রই নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ভিন্ন জগতে হারিয়ে যায়। এখানে সংবাদপাঠকারীর শিল্পায়িত বাচনভঙ্গি তো ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। যে কেবল সংবাদ পড়েই শোনায় না, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ঘটনাবলির বিক্ষিপ্ত চিত্রও উপস্থাপন করে সাধারণ সংবাদকে চাক্ষুষ সত্যে পরিণত করে দেখায়। এসব সংবাদের টেলি-দর্শন তখনই ষোলোকলায়

পূর্ণ হয়, যখন নিউজ-রিডিং বা সংবাদপাঠ কোনো নারীর মাধ্যমে হয়। যে পলক উঠিয়ে-নামিয়ে তরঙ্গায়িত মধুর সুরে সংবাদ পড়ে কেবল বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেই অবগত করে না বরং তার হৃদয়গ্রাহী রসপূর্ণ উপস্থাপনভঙ্গিতে পরিবেশকে কোমল-মনোলোভা করে তোলে।

মোটকথা, সংবাদ, তাৎক্ষণিক বুলেটিন, কোনো ঘটনার সম্প্রচার, বক্তৃতা বা সংলাপ অধিবেশেন, সাধারণ বা জমকালো অনুষ্ঠান এবং স্পোর্টস নিউজ যেকোনো প্রোগ্রামে ক্যামেরাম্যান তার ক্যামেরাকে নারীর স্পর্শকাতর অঙ্গে প্রতিফলিত করে রাখাকে অবশ্যকর্তব্য মনে করে। এভাবে টিভির সব প্রোগ্রামে সুন্দরী নারীকে প্রাধান্য দেয়াকে জরুরি মনে করা হয় এবং কামনাতুর দৃষ্টিগুলোকে পরিতৃপ্তির ছোঁয়া দেয়ার চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধারণ জ্ঞানদানে টিভির ব্যবহার

টিভির শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধারণ জ্ঞানের প্রোগ্রামগুলোও এসব নোংরামি থেকে মুক্ত থাকে না। এখানে যদি আলোচক বা শিক্ষক পুরুষ হয়, তাহলে শ্রোতা বা শিক্ষার্থী হয় একদল রঙিন সাজে সজ্জিত তরুণী। যাদের কাজ হলো নানাধরনের চিত্তাকর্ষক অঙ্গ-ভঙ্গি করে প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা বা উত্থিত প্রশ্নের এমন উত্তর দেয়া, যা অপলাপ ছাড়া কিছুই হয় না। সেটা যেকোনো বিষয়ের হাতে-কলমে কিছু শিক্ষা দিলে দেহে দেহে স্পর্শের খেলা আরো তুঙ্গস্পর্শী আর্কষণ সৃষ্টি করে। টিভির মাধ্যমে এসব এ্যাডুকেশনাল প্রোগ্রাম দ্বারা আজ পর্যন্ত কোনো দর্শক-শ্রোতার দু'পয়সার লাভ হয়েছে–একথা শোনা যায়নি।

বাণিজ্যিক ফায়দার জন্যে টিভির ব্যবহার

টিভি এখন খুবই শক্তিশালী ও সফল বাণিজ্যিক মিডিয়ায় পরিণত হয়েছে। নানান প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানের নিয়মিত বিরতিতে নানান পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। মূলত এটাই টিভি কোম্পানিগুলোর আসল রোজগার মাধ্যম। আর এসব বিজ্ঞাপনে এমন এমন অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা করা হয়, খোদ সংবাদপত্রগুলোকেও এর কঠোর সমালোচনা করতে দেখা যায়। নানান কোম্পানি ও শিল্পকারখানার পণ্যের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের জন্যে নারী জাতিকে বড়োই নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, এসব ক্ষেত্রে নগ্নতার যে ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা চলে, তা দেখে দর্শকরাও অনেক সময় টিভি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এমন বিজ্ঞাপনে সাধারণত সুন্দরী মেয়েরা (মডেল গার্লস) দেহের যৌনোন্মাদনা কসরত দেখিয়ে নানান পণ্যের ব্যবহার, বেচাকেনার উৎফুল্ল হওয়ার দৃশ্যে অভিনয় করে। দেশের বড়ো শহর ও বাণিজ্যিক রাজধানীর রেলওয়ে ও নানান মোড়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে টিভি দেখানো হয়। সেসব টিভিতে বেশিরভাগই নানান পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে। এতে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা চর্চার নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে এবং সে রেকর্ড ভাঙ্গেও।

টিভিপ্রোগ্রামের অনিবার্য পরিণতি

টিভিতে উপস্থাপিত প্রোগ্রামগুলো পর্যবেক্ষণ করলে যে পরিণাম-পরিণতির মুখোমুখি হতে হয় এতে বাস্তবপ্রিয় বোদ্ধা নাগরিকদের গভীরভাবে ভেবে দেখার সুযোগ রয়েছে। সিভিলাইজেশন নামের একটি টিভি চালু হয়। এরপর এ জাতীয় আরো অনেক চ্যানেল মাথা চাড়া দেয়। সংস্কৃতি ও টিভিপাগল লোকেরাও এর ভয়াবহতা দেখে আঁতকে উঠছে। এই নয়া মিডিয়াসংস্কৃতির ভিত্তিই হলো যৌনোতা ও রিপুপূজা। যার মাধ্যমে অশ্লীলতা ও বিকৃত উলঙ্গপনা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সর্বত্র। এ কারণে এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিত্তি কোরআন ও নবি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আদর্শ না হয়ে এসব ভূঁইফোড় নয়া সংস্কৃতি হয়ে গেছে। লাইফস্টাইল বা জীবনাচরণের ধরন–ধারণ, চাল-চলন, ওঠা-বসা, সাজ-সজ্জা, পোশাক-আশাক, কথার ভাব-ভঙ্গি, চলার ভাব-ভঙ্গি, লেনদেন, পারস্পরিক সম্পর্ক, এমনকি ঘরের পরিবেশ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সিনেমা ও টিভি সিরিয়ালের দৃশ্যায়িত চরিত্রগুলোর ছায়া প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইসলাম যে জীবনচর্চার নির্দেশ দিয়েছে তা আজ সমূলে পদদলিত। দাড়ি, টুপি এবং পাগড়ির মতো সুন্নত, যা মুসলমানের অবয়বী বৈশিষ্ট্য, তা আজ শুধু পরিত্যাগই হচ্ছে না; বরং এগুলোকে সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘাতময় বৈশিষ্ট্য মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়টি এজন্যেই গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলমান আজ স্বকীয় পরিচয় ছেড়ে নগ্নসংস্কৃতির পূজা শুরু করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসশরিফে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে–

> প্রত্যেক লোকের হাশর সে জাতির সাথে হবে, যে জাতির সাদৃশ্যতা ধরবে।[১০৩]

আভিজাত্য মানেই কি পর্দাহীনতা

মুসলমান নারীদের আভিজাত্য ও সম্ভ্রমবোধের প্রতীক হলো হিজাব বা পর্দা। অথচো আজ তাদের মধ্যে পর্দাহীনতা চরম আকার ধারণ করেছে। তাদের পোশাক সাধারণ 'সতর' ঢাকার শর্তগুলোও পূরণ করছে না। পুরুষের সাথে অন্তহীন-অবাধ মেলামেশা আধুনিকতার নামে বেলেল্লাপনা এখন একফ্যাশন হয়ে গেছে। নতুন নতুন ফ্যাশনের নামে নির্বিচারে অর্থ অপচয় হচ্ছে। পরকাল চিন্তা ও পাপ-পুণ্যের ব্যাপারে মানুষ নির্বিকার হয়ে যাচ্ছে। মানুষের হৃদয়-মন আজ পাপাচারের মরীচিকার কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে।

নবিদের কাহিনী অবলম্বনে টিভি সিরিয়াল!

হিন্দুসম্প্রদায় যেমন তাদের দেব-দেবীদের সাথে পশ্চাৎপদ মূর্খতার আচরণ করেছে, ইহুদি-খ্রিস্টানরাও নবি [আলাইহিমুসসালাম]-দেরকে চরম অপদস্থ

---

১০৩. সুনানে আবুদাউদ।

করেছে, তাঁদেরকে নিয়ে কাল্পনিক চরিত্রে অভিনয় করিয়ে স্থূলমস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছে।

হজরত মুসা ও ইসা [আলাইহিমাসসালাম]-কে নিয়ে ফিল্ম নির্মাণ করেছে। বিধর্মী অভিনেতারা নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ দুই মহান নবির চরিত্রে অভিনয় করেছে–তাও বানোয়াট ভিত্তিহীন কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে। ইহুদি, খ্রিস্টানদের পা-চাটা মুসলমানরাও তাদের ঘৃণ্য অনুসরণে এই পাপকাজে লিপ্ত হয়েছে। প্রিয়নবিজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পবিত্র জীবনকাহিনীর একটি অংশ নিয়ে ফিল্ম তৈরি করে ইসলামিবিশ্বকে সমূলে কাঁপিয়ে দিয়েছে। বিশ্বমুসলিমের কঠোর প্রতিবাদের মুখে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর চরিত্রে যে অভিনয় করছে সে অভিনেতার অংশটি তো বাদ দেয়া হয়েছে; কিন্তু হজরত হামজা ও বেলাল [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]-এর মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়েকেরামসহ আরো অনেক সাহাবির নামে অভিনীত অংশ অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এমনকি নারী সাহাবির চরিত্রও স্ক্রিনের শোভাবর্ধনের কাজে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য সব সমান–তারাই এসব মহাত্মের চরিত্রে অভিনয় করেছে। এ যে কতো বড়ো জঘন্য পাপ, এর পরিণতি যে কতো ভয়াবহ, কতোটা ধ্বংসাত্মক তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সুবোধ যোগ্যতাও যেনো আজ মুসলমানদের নেই।

সম্প্রতি নানান আম্বিয়া [আলাইহিমুসসালাম]-এর জীবনকাহিনী নিয়ে একসিরিয়াল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলো 'দূরদর্শন' চ্যানেল। বিস্মিত-হতবাক হওয়ার বোধটুকুও যেনো আজ আমাদের নেই যে, আমরা কোথায় চলেছি? আমাদের গন্তব্য কোথায়? এ যেনো প্রতিমাপূজার নয়াপথ খোলা হচ্ছে। কোনো কোনো আওলিয়াকেরামের কল্পিত ছবি তো আগ থেকেই পথভ্রষ্ট কিছু মুসলমানের ঘরে এতোদিন শোভা পাচ্ছিলো। খুব দ্রুতো নবিদের কল্পিত ছবিও মুসলমানদের ঘরের শোভাবর্ধনী জিনিস হলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না!

অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিশু-কিশোররা

হাঁটি হাঁটি পা পা করে নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ চরিত্র নিয়ে যে বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার কথা ছিলো, তাদেরকে আজ চরম যৌনোকাতর নির্লজ্জ পরিবেশে বেড়ে উঠতে হচ্ছে। স্কুল-কলেজে পৌঁছে তারা শয়তানের তিন অপশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে–

১. টিভির আধুনিক প্রোগ্রামগুলো, যা সরাসরি অশ্লীল প্রেম-প্রীতির প্রতি উস্কে দেয়া।
২. মেয়েদের অধঃপতিত চাল-চলন, আপত্তিজনক পোশাক-পরিচ্ছেদ আর
৩. লিটেরচার যা ফটোগ্রাফি, সিনেমা ও টিভির সমন্বয়ে শহরের অলিগলি, দেয়াল ইত্যাদিতে পোস্টার আকারে সাঁটা থাকে।

টিভি ও সিনেমার কল্যাণে সমাজে যে নোংরামি-অশ্লীলতার চর্চা মারাত্মক আকার ধারণ করছে, এ সম্পর্কে নানান হাদিসেও ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। সেসব হাদিসে

কেয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। যেমন, নারীদের নির্লজ্জ হয়ে যাওয়া, কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকা, দাস-দাসি, চাকর-বাকরদের মালিক-মুনিব বনে যাওয়া, অশিক্ষিত, নিঃস্ব ও নিম্নবংশের লোকদের সমাজের ছপতি, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি বনে যাওয়া, নারী-পুরুষের বাছ-বিচারহীন অবাধ মেলামেশাকে স্বাভাবিক মনে করা ইত্যকার বাস্তবতা তো এখন সবার চোখের সামনেই ঘটছে–এসবই টিভির অবদান। হাদিসের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী–

একটা সময় আসবে যখন প্রতিটি ঘর থেকে নাচ-গানের শব্দ ভেসে আসবে।

হাজি সাহেবরাও নাচ-গানের আসর বসান!

অবশ্য এখনো মুসলমানরা নিজেদের ঘরে গায়িকা-নর্তকীদের ডেকে এনে গান ও নাচের আসর বসায় না। অবশ্য কিছু পথভ্রষ্ট বিত্তশালী বিয়ে-শাদি এবং নানান আনন্দ অনুষ্ঠানে এ কাজটা করে থাকে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, একহাজি সাহেবকে তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে চার-পাঁচজন গায়ক-গায়িকা এনে জমকালো অনুষ্ঠান করছে। এরাও হাজি এবং খাঁটি (?) মুসলমান!

সে যা হোক, এখনো এ ব্যাপারটা ব্যাপক রেওয়াজের আকার ধারণ করেনি; কিন্তু এরপর এটা তো সূর্যের মতো স্পষ্ট, এখন প্রায় প্রতিটি ঘর থেকে গানের অব্যাহত শব্দ ভেসে আসতে থাকে। টিভি তো প্রতিটি ঘরেই আছে। খুব কম ঘরই আছে, যেখানে টিভি ইত্যাদি নেই। যাদের ঘরে টিভি ডিশ নেই, কেউ কেউ তো এদেরকে আবার সমাজের বাইরের লোক মনে করে। অনাধুনিক, গোঁড়া মুসলিম কিংবা ধর্মান্ধ মনে করে। আসলে এরা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রতি অন্ধ।

কী বিস্ময়কর ব্যাপার! দেড় হাজার বছর আগে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মতকে এধরনের ফেতনা-বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো, যারা তাঁর সত্যিকার উম্মত, তারা সংখ্যায় যতো কমই হোক, নিজেদের ইমান-আমল যেনো হেফাজতে রাখতে পরে। আল্লাহর নাফরমানি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এমন সুস্পষ্ট সতর্কবাণীর পরও ইমানবিধ্বংসী, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার আমদানিকারক টিভি আজ মুসলমানদের ঘরের খুব প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রথমে টিভি রিমোট তারপর ভক্ত

নামাজের প্রতি যত্নবান এবং পুণ্যময়-পবিত্র পরিমণ্ডলে থাকা এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে টিভির মন্দপরিণতি উপলব্ধির কারণে ঘরে টিভি ঢুকুক এটা ঘরের কর্তারা মনেপ্রাণেই চায় না; কিন্তু ঘরের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে বাচ্চা ও তরুণ বয়স্কদের জেদের কারণে একসময় ঘরে টিভি ঢুকে। টিভিবিরোধীরা প্রথম প্রথম টিভির ধারে-কাছেও ঘেষে না। তারপর ধীরে ধীরে এদের ভেতর থেকে

অশ্লীল ও শ্লীলতার প্রভেদ ঘুচতে থাকে। পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ লোপ পেতে থাকে। এভাবে শান্ত-সুন্দর ধর্মে-কর্মে পরিশীলিত বহু পরিবার অন্যদশটা পরিবারের মতো ধ্বংসের পথকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

খবর দেখার ছুঁতোয় ঘরে টিভি রাখা

কেউ কেউ ঘরে টিভি রাখার বৈধোতার ব্যাপারে একথা বলে থাকে, আমরা ঘরে টিভি রেখেছি ঠিক, কিন্তু এতে বিনোদনধর্মী প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিফিল্ম, সিরিয়াল, নাচ, গান ইত্যাদি দেখি না, বরং শুধু খবর শুনি। শিক্ষা-দীক্ষার অনুষ্ঠানগুলো দেখি।

যারা এসব কথা বলেন, তাদেরকে সবিনয়ে বলতে চাই, আপনারা যেসব প্রোগ্রাম-অনুষ্ঠান দেখার কথা বলছেন, সেসব অনুষ্ঠানেও কিন্তু আমাদের উপরের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো রয়েছে; তবে তুলনামূলক কম। তারপরও আপনাদের কথা মেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের জানামতে এমন কোনো পরিবার কি আছে, যেখানে টিভির অনুষ্ঠানগুলো এড়িয়ে চলা হয়। বাস্তবতা হলো, এগুলো মুখের জমা খরচ। কার্যক্ষেত্রে এধরনের বাছ বিচার কোনো পরিবারেই চলে না। হতে পারে ঘরের কোনো প্রভাবশালী সদস্য এসব ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং তার উপস্থিতিতে খবর বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যকিছু দেখা হয় না; কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে ঘরের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে তরুণ-তরুণী নিশ্চয়ই টিভির সুবিধা ষোলোকলায় আদায় করে নেয়।

সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার

টিভি, সিনেমা, ডিশ, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য যে মাধ্যমগুলো জলোচ্ছ্বাসের মতো অশ্লীলতা ও অবৈধো চালচরিত্রের বাণিজ্য করছে, এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, এ যে গর্হিতকাজ, নিষিদ্ধকাজ, অশ্লীলক্রিয়া-কর্ম–এই অনুভূতি, উপলব্ধিটুকু কারো মধ্যে নেই। আর যখন কোনো কাজের ন্যায়-অন্যায়, বৈধো-অবৈধের বোধ-অনুভূতি না থাকে, তখন তো তা ছেড়ে তওবা করার ইচ্ছেও কোনোদিন ভেতরে জাগবে না। টিভির এই পাপ ও অশ্লীলতায় অবিরাম লিপ্ত থাকতে থাকতে মুসলমানদের অন্তরময় ক্রমেই কালো বর্ণ ধারণ করছে।

বিশুদ্ধ একহাদিসের ভাষ্যে এটা আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

> বান্দা যখন কোনো পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। বান্দা তওবা করলে সে কালো দাগটি চলে যায়। তওবা না করলে দাগটি স্থায়ী হয়ে যায়। এভাবে পাপ যতো বাড়তে থাকে, অন্তরও ততো কালো বর্ণ ধারণ করতে থাকে। তখন আর কোনো ভালোকথা তার অন্তরে ঢুকে না।

টিভি-সিনেমার ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক যদি তুলনা করেন, যেকোনো সঙ্গীকেই আপনি যাচাই করুন; যখন এর খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন, তখন আপনি নিশ্চিত এই সারসংক্ষেপে পৌঁছবেন যে, এর ভালো বা

ইতিবাচক দিক এর খারাপ ও নেতিবাচক দিকগুলোর সমানে সমানও নয়; বরং কয়েকগুণ বেশি। যা দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ত্বরান্বিত করে না। পবিত্রকোরআন মদের নিষিদ্ধতা বর্ণনায় তার উপকার ও ক্ষতি দু'দিকই তুলনামূলকভাবে বর্ণনা করেছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

হে নবি! লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন দু'টির মধ্যে বড়ো পাপ রয়েছে। তবে উপকারের চেয়ে পাপ ও ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।[১০৪]

টিভিতে উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। তাই টিভি ছেড়ে দেয়া যেমন খুবই জরুরি, তেমনি সময়ের দাবিও। কেয়ামতের দিন কাফের ও অপরাধীদের সাথে যেনো আমাদের বলতে না হয়–

رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ

হে আল্লাহ! এখন আমাদের চোখ-কান সব খুলে গেছে। আমরা সত্য দেখেছি ও শুনেছি। আমাদেরকে ফের দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। আমরা সৎকাজ করবো। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে।[১০৫]

এই দুনিয়ায় তো অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে মাথানতো করলে আল্লাহতাআলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু সেদিনের অনুতপ্ততা কোনোই কাজে আসবে না। তাছাড়া দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে আসার ক্ষীণ সম্ভাবনাও থাকবে না।

এব্যাপারে এই হাদিসের দিকেও তাকানো যাক, যাতে বলা হয়েছে, "সর্বোত্তম জায়গা হলো মসজিদ ও সবচে ঘৃণ্য জায়গা বাজার।"

অথচো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাজারেই পাওয়া যায়। যেখানে না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখানে মূলত বাজারে অহেতুক ও পাপকাজ বেশি সংঘটিত হয় বলে বাজারকে নিকৃষ্টতম জায়গা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে বাজারে যেতে কোনো বাধা নেই, বরং প্রয়োজনে অবশ্যই বাজার বা মার্কেটে যেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে সাথে সাথে ফিরে আসতে হবে। যাতে এর অনিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এজন্যে ফয়সালা করতে হবে। সব পাপের কেন্দ্রবিন্দু টিভি কি আমাদের জীবনের খুব জরুরি অনুষঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে? এছাড়া কি আমাদের দিন-রাত অপূর্ণ রয়ে যাবে? নিশ্চিতই ব্যাপার এমন নয়। টিভি কখনো এমন জরুরি কোনো বস্তু নয়। টিভির অভাবে আমাদের জীবনে কোনো শূন্যতা বা অভাববোধ সৃষ্টি

---

[১০৪]. সুরা: বাকারা, আয়াত: ২১৯।

[১০৫]. সুরা: সাজদাহ, আয়াত: ১২।

হয়নি। এখনো তো এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে টিভি ঢুকেনি। এজন্যে সে পরিবারের সদস্যরা কি কোনো ব্যাপারে কারো চেয়ে মর্যাদায় বা সামাজিক অবস্থানে কম? বিনোদনের এই যন্ত্র ছাড়া তারা না অপুষ্টিতে ভুগছে, না ভালো-মন্দ পরিস্থিতি সম্পর্কে অসচেতন, না শিক্ষা-দীক্ষায় তারা পিছিয়ে আছে? বাস্তবতা হলো, টিভির যে ইতিবাচক দিকের কথা বলা হয়, তার সবই পত্র-পত্রিকা ও নানান বইপত্র থেকে শতোভাগে লাভ করা যায়।

বিজ্ঞানের চোখে টিভির ক্ষতিকারক পরিণতি

যেভাবে ধর্মীয়, আত্মিক ও শরয়ি দৃষ্টিকোণে টিভি দেখার পরিণতি খুবই ধ্বংসাত্মক, বিজ্ঞানের চোখেও এই পরিণতির ব্যাপারটি স্বীকৃত। সমাজবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, বড়ো বড়ো ডাক্তার, গবেষকরা মানবদেহের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে টিভির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে সতর্ক করে দিয়েছেন। পত্রপত্রিকায়ও এ বিষয়ে অনেক কলাম দেখা যায় এখন। সাথে সাথে রেডিও এমনকি খোদ টিভিতেই এধরনের সতর্কবাণী শোনা ও দেখা যায়।
মানবদেহের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কীধরনের ক্ষতির প্রভাব ফেলে এর অতি সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

দৃষ্টিশক্তির ওপর টিভির ক্ষতিকারক প্রভাব

দীর্ঘসময় পর্যন্ত বিরামহীন টিভি দেখা দৃষ্টিশক্তির জন্যে খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একবৈজ্ঞানিক জরিপে দেখা যায়, কমপক্ষে চার ঘণ্টা টিভি দেখলেই দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে শুরু করে এবং দৈহিক সুস্থতাও কমতে থাকে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির পরিমাণটা আরো বেশি এবং শৈশব থেকেই দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে শুরু করে। রঙিন টিভি তো আরো বেশি ক্ষতিকারক। সূক্ষ্ম আলোর সাথে নানান রঙের আলোককণা চোখের নানান অংশে প্রতিবিম্ব হয় এবং দৃষ্টিশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। বিশেষ করে কর্নিয়ার ওপর সবচেয়ে বেশি বিরূপ প্রভাব ফেলে। কাছে বসে টিভি দেখলেও দৃষ্টিশক্তি দ্রুতো কমতে থাকে। সাথে সাথে চোখের কারণে মাথা ব্যথার উপসর্গও অনেক বেড়ে যায়।

শ্রবণশক্তির ওপর টিভির বিরূপ প্রতিক্রিয়া

টিভির নানান অনুষ্ঠান, সিরিয়াল, ফিল্ম, নাচ, গান ইত্যাদিতে চিৎকার, চেঁচামেচি মারধর, গোলাগুলি, বিস্ফোরণ এমনকি গান-বাদ্য ও উঁচু আওয়াজে ধারণ করা হয়ে থাকে, আর দর্শক-শ্রোতাও উঁচু ভলিউমে টিভি দেখতে ও শুনতে পছন্দ করে। এতে দৃষ্টিশক্তির ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব ফেলে। কানে কম শোনা বা অস্পষ্ট শোনার উপসর্গ দেখা দেয়। শ্রবণশক্তি দুর্বলতার সাথে সাথে দেহের ওপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর টিভির বিরূপ প্রভাব

যারা নিয়মিত টিভি দেখে, টিভিপ্রেমিক যারা, তারা অধ্যবসায়ের মতো একনাগাড়ে বসে টিভি দেখে। অনেক সময় একই ভঙ্গিতে বসে টিভি দেখতে থাকে। এতে দেহের জোড়াগুলোয় ব্যথা-যন্ত্রণার উপসর্গ জমাট বাঁধতে থাকে। সবারই দৈহিক সঞ্চালন ও পরিমিতো ব্যয়ামের অভ্যাস থাকা উচিত। টিভিপাগল হওয়ার কারণে এধরনের মন-মানসিকতা তো থাকেই না, বরং হালকা ব্যয়াম করলেও একনাগাড়ে বসে টিভি দেখার কারণে তাও দেহের জন্যে তেমন কার্যকর থাকে না। পরিণামে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল গতিময়তা ও চলাফেরার দ্রুতোতা বা স্পিডি দ্রুতো কমতে থাকে। দেহ মন্থর ও ধীর গতির হয়ে পড়ে। ক্লান্তি-অবসাদ হয়ে যায় নিত্য সময়ের সঙ্গী। ফলে অকালেই দৈহিক দুর্বলতা ও বার্ধক্য চেপে বসে। ডাক্তারদের কাছে হাড়, পিঠ ও মেরুদণ্ডের তীব্র ব্যথার অভিযোগ খুব বেশি বেশি উত্থাপন করা হচ্ছে। হার্টের ওপরও ক্ষতির প্রভাব ফেলছে টিভি। এজন্যে হৃদরোগসহ অনেক জটিল রোগ ক্রমশই বিশাল অংশের মানুষকে আক্রান্ত করছে।

টিভি দেখার সময় খাবারদাবার গ্রহণ করাও স্বাভাবিক সুস্থতার পক্ষে ক্ষতিকারক। এতে খাদ্য পরিপাকজাত হতে বাধার সৃষ্টি করে এবং হজমে গোলযোগ বাধায়।

শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবা বয়সের লোকদের ওপর সাময়িকভাবে টিভির খারাপ ক্রিয়া স্থায়ী হয়ে যায়। ভীতিকর দৃশ্য, মারপিট, ভায়োলেন্স, জোর-জবরদস্তি, অপহরণ, ধর্ষণ, হতাশা ও বেদনাদায়ক দৃশ্যগুলো ভীষণভাবে মনে দাগ ফেলে এবং মানসিক ব্যাপারে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে অবসাদগ্রস্ততা সবদিক থেকে আক্রান্ত করে। ভীতিকর দৃশ্য প্রায়ই হানা দেয় মাথায় ও মনে। বিশেষ করে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে ভার ভার মনে হয়। বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে ভীতি-রোগ সৃষ্টি হয় এবং হীনম্মন্যতা বেড়ে যায়। অশ্লীল দৃশ্যগুলো নিয়মিত দেখার কারণে প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ ও কৈশোর উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েরা এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যা তাদের দৈহিক সুস্থতার পক্ষে মারাত্মক হুমকি।

মোটকথা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিশেষজ্ঞদের সুদৃঢ় মতামত হলো, টিভি দেখা সুস্থতার পক্ষে অনেক বড়ো হুমকি, অনেক জটিল রোগের উৎপত্তি হয় এই টিভি থেকে।

টিভি দেখার ক্ষতিকর প্রভাব-ক্রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যে যে দিকনির্দেশনা বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তাও বাস্তবায়নযোগ্য নয়। যেমন বলা হচ্ছে, টিভি সেট ছয় ফুট থেকে বেশি দূরে রাখতে হবে। বার বার বসার ভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। শুয়ে শুয়ে যেনো টিভি দেখা না হয়। নিয়মিত বিরতিতে পায়চারী করে নিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এধরনের আরো যেসব পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বাস্তবে তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হলো, এসব দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ যারা দিচ্ছেন, তারা নিজেরাও তা বাস্তবায়ন করেন না বা তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

টিভি ইমানের জন্যে টিবি (যক্ষ্মা)

এ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আমরা এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, বর্তমানে টিভিতে যেধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে, তা নিতান্তই অপসংস্কৃতি, চরিত্রবিধ্বংসী, লাজ-লজ্জা-শালীনতার বিরোধী। কুদৃষ্টির চর্চা ও নীতি-নৈতিকতাহীন চরিত্র অবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী, অনৈসলামিক কার্যকলাপের প্রতি উৎসাহদানকারী ইত্যাদি বিষয়গুলো হিসেবে অগ্রাধিকার পাচ্ছে টিভির সিংহভাগ অনুষ্ঠানে।

কিন্তু মোটা চোখে দেখতে গেলে মনে হয় বড়োই চিত্তাকর্ষক মিষ্টি-মধুর সুরুচিপূর্ণ জিনিসে ঠাসা টিভি যন্ত্রখানি। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে বিষের এমন সূক্ষ্ম জীবাণু রয়েছে, যা ধীরে ধীরে হৃদয়-মন, চিন্তা-চেতনাকে বশ করে শয়তানের খাঁটি শিষ্যে পরিণত করে। ফলে ভুল-শুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, বৈধো-অবৈধের বিভেদ ধীরে ধীরে ঘুচে যেতে থাকে। দুনিয়া-আখেরাতে ধ্বংসের পথকেই তার কাছে শ্রেয়তর মনে হয়।

এজন্যে মুসলমানদের এখন সর্বপ্রথম করণীয় হলো, প্রথম সুযোগেই শয়তানের এই শক্তিধর এজেন্টকে ঘর থেকে বের করে দেয়া। যাতে মুসলমানদের মধ্যে সঠিক উপলব্ধি আসে। নিজেদের ইমান, আমল ও আখেরাতের ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ মিলে। কারণ, এ তো নিশ্চিত হয়ে গেছে T.V (টেলিভিশন-দূরদর্শন) ইমানের জন্যে T.B (যক্ষ্মা) কিংবা এর চেয়ে ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি। একদরোজা দিয়ে ঘরে ঢুকে তো আরেক দরোজা দিয়ে ঘরের বরকত, কল্যাণ, নেক-পুণ্য সবই পালাতে থাকে। কল্যাণের স্থলে অকল্যাণ, পুণ্যের স্থলে পাপ, ভালোর স্থলে মন্দ, নীতির স্থলে অনৈতিকতা সবার ঘাড়ে চেপে বসে।

আল্লাহতাআলা আমাদের ওপর রহম করুন। ভ্রষ্টতার পথ থেকে উদ্ধার করে সরলপথে পরিচালিত করুন।

সিনেমা দেখে ইসালেসোয়াব!

পাপকে পাপ মনে না করাটা এখন সাধারণ অসুখে পরিণত হয়েছে; কিন্তু পাপকে যদি পুণ্য মনে করে, তাহলে সেটাকে কী বলা হবে? এর চেয়ে হতভম্ব হওয়ার মতো ঘটনা কী আর ঘটতে পারে!

পাকিস্তানের লাহোরের একলোক। তার মা করাচিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন। এখানে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হলো। তার ছেলেকে খবর দেয়া হলো। ছেলে করাচির সবচেয়ে নামিদামি হাসপাতালে মাকে চিকিৎসা করালো। কিছুতেই অবস্থার পরিবর্তন হলো না। অবশেষে তিনি মারা গেলেন। করাচিতেই তাকে সমাধিস্থ করা হলো।

কবরস্থান থেকে ফিরে আসার সময় সে লোক দেখলো, পথের পাশের বিশাল একময়দানে প্যান্ডেল টানানো। প্যান্ডেলের ভেতর মঞ্চও সাজানো আছে। সে লোক ভাবলো, কোনো রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ হবে হয়তো। কৌতূহলী হয়ে লোকটি একটু ভেতরের দিকে গেলো। না, মঞ্চে কোনো বক্তা নেই। বিশাল একস্ক্রিন গাড়া আছে। মাঠভর্তি লোক সিনেমা দেখছে।

সে লোক একজনকে জিজ্ঞেস কররো, বিষয় কী ভাই? এমন আয়োজন করে সিনেমা দেখানো হচ্ছে। সে লোক জানালো, এ শহরের এক প্রভাবশালী লোক মারা গেছে কিছুদিন আগে। আজ তার চেহলাম। আমরা সবাই তার চেহলামে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। এ ছবিটি মরহুমের খুবই পছন্দের ছিলো। এজন্যে আমরা তার ইসালেসোয়াবের জন্যে এই ছবিটি দেখছি। যাতে কবরে এর সোয়াব পৌঁছে যায়!

এখন বলুন, এ কি ইসালেসোয়াব, না ইসালেআজাব! আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কতোটা বিকৃত হয়ে গেছে। ধর্ম-কর্ম যেনো আমরা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেও তৃপ্ত হচ্ছি না। হারাম ও অবৈধো একটা জিনিসকে ইসালেসোয়াব বলে চালিয়ে দিচ্ছি। নিরেট মূর্খরাও হেসে উঠবে।

টিভি নিয়ে কবরে গেলো!

রমজান মাস। ইফতারের আর বেশি দেরি নেই। ঘরে মা ও তার একমেয়ে। মা মেয়েকে বললেন, আজ ঘরে মেহমান আসবে। মেহমানরা এখানে ইফতার করবে। বাড়তি কিছু ইফতার তৈরি করতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে এখনো। আমাকে সাহায্য করো। তুমি ইফতারের এই এই আইটেম বানাও। মেয়ে বিরক্ত হলো। পরিষ্কার বলে দিলো, একটু পরই টিভিতে বিশেষ একপ্রোগ্রাম শুরু হবে। সেটা তাকে দেখতেই হবে। অনুষ্ঠান শেষ হলে তোমাকে সাহায্য করবো। মা বললেন, হাতে সময় নেই। আজ একটি অনুষ্ঠান না দেখলেই বা কী এমন ক্ষতি হবে! দ্রুতো কাজটা সেরে নাও। তারপর টিভির সামনে গিয়ে বসো। কে শুনে কার কথা। মেয়ে এবার টিভি সেট নিয়ে বাড়ির দোতলায় চলে গেলো। টিভি সেটও ছিলো সহজে বহনযোগ্য। তার মা কাজের জন্যে যেভাবে নাছোড় হয়ে পেছনে লেগেছে, নিচে বসে নির্বিঘ্নে টিভি দেখা যাবে না। একটু পর পর মা এসে বাধা দেবেন। কাজের জন্যে ডাকবেন। এই ভেবে মেয়ে টিভি নিয়ে উপরে চলে গেলো এবং নিশ্চিন্তে টিভি দেখার জন্যে ঘরের দরোজাও ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। তারপর সবকিছু ভুলে নিশ্চিন্তে ডুবে গেলো তার পছন্দের টিভি প্রোগ্রামে। নিচে মা ইফতার তৈরি করছেন ব্যস্ত হাতে আর মেয়েকে ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার করে ডাকছেন। মায়ের ডাক মেয়ের কানে পৌঁছবে কী করে? মেয়ে তো হারিয়ে গেছে তার প্রিয় অনুষ্ঠানে।

একহাতে মা যা পারলেন তা তৈরি করলেন। মেহমানরাও এসে পড়লো, আজান হলো, মেহমানরা ইফতার নিতে লাগলো, মা মেয়েকে আবারো আওয়াজ দিলেন। সে যেনো নিচে এসে ইফতার করে। উপরে ইফতার পৌঁছানোর মতো ঘরে কেউ

নেই। এদিকে মেয়ের কোনো সাড়া-শব্দ নেই। বারকয়েক ডাকার পরও মেয়ের কোনো জবাব নেই। মার একটু সন্দেহ হলো। উপরে গিয়ে দেখলেন, রুমের দরোজা বন্ধ। দরোজায় ধাক্কা দিলেন। মেয়েকে নাম ধরে ডাকলেন। ভেতর থেকে মেয়ের কোনো জবাব এলো না। মা এবার ঘাবড়ে গেলেন। কোনো সাড়া-শব্দ নেই কেনো? টিভির কোনো শব্দ আসছে না। এর মধ্যে মেয়ের বাপ-ভাইও এসে গেলো। সবাই উপরে ওঠে এলো, তারাও চেষ্টা করলো; কিন্তু কোনোধরনের শব্দই যখন ভেতর থেকে এলো না, তখন দরোজা ভাঙ্গা হলো।

ভেতরে গিয়ে দেখা গেলো মেয়েটি উপুড়মুখ হয়ে পড়ে আছে টিভির সামনে। মা দৌড়ে গিয়ে মেয়ের গায়ে হাত রাখলেন। দেহ বরফের মতো শীতল। নিষ্প্রাণ। মারা গেছে আরো আগেই। কান্নাকাটি হলো। চিৎকার-চেঁচামেচি হলো। একেকজন একেকভাবে শোক প্রকাশ করলো।

এবার লাশ ওঠাতে হবে; কিন্তু কয়েকজন মিলেও হালকা-পাতলা গড়নের মেয়েটির লাশ ওঠাতে পারলো না। মনে হচ্ছিলো লাশটি কয়েক মণ ভারী। সবাই হতভম্ব হয়ে গেলো লাশটি কেনো উঠলো না। কেনো এতো ওজন লাশের! ভয় ও দুশ্চিন্তায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এর মধ্যে একলোক ঘর থেকে বের করার জন্যে টিভিটা উঠিয়ে ফেললো। কারণ, মরা লাশের সামনে টিভি রাখা ঠিক নয়। টিভিটা ওঠাতেই লাশ হালকা হয়ে গেলো। অবস্থা এখন এমন হলো যে, টিভি ওঠালে লাশ সহজেই ওঠে যায়, আবার টিভি রেখে দিলে লাশ কয়েক টন ভারী হয়ে যায়। কেউ লাশ ওঠাতে পারে না। এভাবে টিভির সাথে লাশও নিচ তলায় নামানো হলো। টিভি সেটের সামনেই লাশের গোসল ও কফিন দেয়া হলো। লাশ সমেত যখন খাঁটিয়া ওঠাতে গেলো, আবারো সেই বিপত্তি দেখা দিলো। কয়েক মণ ভারী খাটিয়া। শুধু সেই পরিবারই নয়, পুরো মহল্লাবাসীকে এ ঘটনার জন্যে লজ্জিত মনে হলো।

যা হোক, টিভি যখন ওঠানো হলো, লাশের খাটিয়াও সহজে ওঠানো গেলো। টিভির সাথেই তার জানাজার নামাজ পড়া হলো। কবরস্থানে যাওয়ার সময়ও আগে আগে চললো টিভি। আর পেছন পেছন চললো সেই টিভিপ্রেমিকের লাশ। কবরস্থানে গিয়ে লাশ কবরস্থ করা হলো। লোকেরা বললো, এখন আর এখানে টিভি রাখার প্রয়োজন নেই। টিভি নিয়ে চলো। কথামতো টিভি নিয়ে যখন কয়েক পা এগিয়ে গেলো, সাথে সাথে মেয়ের কাফন মুড়ানো লাশ কবরের বাইরে চলে গেলো। জানাজার সহযাত্রী সবাই ভয়ে কেঁপে উঠলো। এধরনের ঘটনা তারা কখনো দেখবে তো দূরের কথা শোনেওনি কখনো। এর চেয়ে শিক্ষণীয় ঘটনা আর কী হতে পারে!

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

হে বুদ্ধিমান লোকেরা! এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করো।[১০৬]

লোকেরা টিভি দ্রুতো সেখানে রেখে দিলো। লাশ আবার কবরে রেখে কবর বন্ধ করে দিলো। তারপর টিভি উঠিয়ে নিয়ে যেই দু'পা এগিয়ে গেলো মেয়ের লাশ আবার কবরের মাটি ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। লোকেরা বললো, এই মেয়ের সাথে সাথে টিভিও দাফন করতে হবে। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। অবশেষে টিভির সাথেই সে মেয়েকে দাফন করতে হলো।

আমাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে, সতর্ক হওয়ার জন্যে আল্লাহতাআলা এধরনের ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটান। তারপরও যদি শিক্ষাগ্রহণ না করি, আমাদের চেয়ে হতভাগ্য আর কে হবে?

টিভি কিনলেই কবরের আজাব!

সৌদিআরবের দুই বন্ধুর ঘটনা। একজন রিয়াদের অধিবাসী, আরেকজন জেদ্দার। দু'জনই খুব ভালো মানুষ। দু'জনের মধ্যে দারুণ ঘনিষ্ঠতা ও হৃদতা! দু'জনে একসাথে মক্কায় এক অফিসের কর্মকর্তা ছিলো। রিয়াদের বন্ধু একবার রিয়াদ গেলে তার ছেলেমেয়েরা খুব করে ধরলো টিভি কিনে দেয়ার জন্যে। টিভির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে ছেলেমেয়েদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলো রিয়াদের বন্ধু; কিন্তু ওরা নাছোড়। অবশেষে ওদেরকে টিভি কিনেই দিতে হলো।

কিছুদিন পর রিয়াদের বন্ধু মারা গেলো। মৃত্যুর কয়েকদিন পর জেদ্দার বন্ধু রিয়াদের বন্ধুকে স্বপ্নে দেখলো। বেচারা খুব কষ্টে আছে। জিজ্ঞেস করলো, ভাই! তুমি কেমন আছো? তার বন্ধু জবাব দিলো, কী বলবো ভাই, ছেলেমেয়েকে টিভি কিনে দেয়ার অপরাধে মৃত্যুর পর থেকে কঠিন আজাবের মধ্যে আছি। ওরা টিভি দেখে মজা লুটছে আর আমি জাহান্নামের আগুনে কয়লা হচ্ছি। কী ভয়াবহ বিপদ সে আমি ছাড়া আর কে জানবে? বড়ো কষ্টে আছি রে ভাই। তুমি দয়া করে রিয়াদে গিয়ে আমার বাড়িতে যাও। ওদেরকে বুঝাও। ঘর থেকে যেনো টিভি বের করে দেয় ওরা। তাহলে হয়তো আমি আজাব থেকে বাঁচতে পারবো। বন্ধু তাকে আশ্বস্ত করলো। ঠিক আছে, আমি তোমাদের পরিবারকে বুঝাবো।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর জেদ্দার বন্ধুর রাতের স্বপ্নের কথা কিছুই মনে রইলো না। সারাদিন নিজের কাজকামে ব্যস্ত রইলো। রাতে শোয়ার পর স্বপ্নে আবার তার রিয়াদের বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হলো। বন্ধু অভিযোগ করলো, তুমি না বলেছিলে আমার বাড়িতে যাবে। দয়া করে তাড়াতাড়ি যাও। আমি বড়ো যন্ত্রণার মধ্যে আছি। জেদ্দার বন্ধু ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলে, পরদিন রিয়াদে যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছেই ছিলো; কিন্তু পরদিনও এমন কাজে জড়িয়ে পড়লাম যে, আর সময়ই পেলাম না। রাতের ঘুমে আবার স্বপ্নে সে অভিযোগ করলো। তুমি আমাকে বলো যে, তুমি

---

[১০৬]. সুরা: হাশর, আয়াত: ২।

যাবে। অথচো তুমি যাচ্ছো না। আর আমি এখানে জাহান্নামের আজাবে দগ্ধ হচ্ছি। বন্ধু প্রতিশ্রুতি দিলো কাল অবশ্যই যাবো।
পরদিন সকাল হতেই সে বন্ধু জেদ্দা থেকে রিয়াদগামী জাহাজে চেপে বসলো। সঠিক সময়েই মৃত বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছলো। ঘরের সবাইকে ডেকে তাদের বাবার স্বপ্নের কথা জানালো। বললো, তোমাদের বাবা কঠিন আজাবে আছেন। তিনি যে তোমাদের জন্যে টিভি কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন, এ কারণে তাকে মৃত্যুর পর সাজা দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমাকে টিভির কারণে সাজা দেয়া হচ্ছে আর আমার পরিবারের সবাই আনন্দ-ফুর্তি করছে।
ছেলেমেয়েরা যখন নিজেদের বাবার কঠিন সাজাভোগের কথা শুনলো, সবাই হো হো করে কেঁদে উঠলো। বড়ো ছেলে ওঠে টিভি নিয়ে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেললো। টিভি বহু টুকরো হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। টুকরো জঞ্জাল উঠিয়ে পরে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হলো। সবাই শপথ করলো, আর কখনো এ অভিশাপ আমাদের ঘরে ঢুকবে না। যার কারণে আমাদের বাবাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে।
জেদ্দার বন্ধু বলেন, আমি খুবই আনন্দিত হলাম যে, ছেলেমেয়েগুলো সত্যিই বড়ো ভালো। বাবার কষ্টের কথা দ্রুতোই বুঝতে পেরেছে। নিজেদের পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেছে। নিজেদের বাবাকে কবরের আজাব থেকে বাঁচিয়েছে। নিজেরাও সেই পথকে ধরেছে। তারপর আমি জেদ্দায় ফিরে এলাম। রাতে স্বপ্নে বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হলো। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আনন্দে ঝলমল করছে চোখ-মুখ। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী অবস্থা বলো। বন্ধু বললো, ভাই, তোমাকে আল্লাহ এর বদলা দিন। যেভাবে তুমি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধারে সাহায্য করেছো, সেভাবে তুমিও এভাবেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। যখন আমার বড়ো ছেলে টিভিটা মাটিতে আছড়ে ফেললো, আল্লাহতাআলা তখন আমাকে এই সাজা থেকে রেহাই দিলেন এবং সবধরনের আজাব থেকে মুক্তি দিলেন।

পাপ ছাড়লেই মুক্তি

এসব ঘটনা আমাদেরকে দেখানো হয় আসলে আমরা যেনো সতর্ক হয়ে যাই। শিক্ষা নেই। নামাজ, রোজা, জিকির, তেলাওয়াতসহ সবধরনের নেককাজ করার পরও যদি এই টিভির পাপ করে তওবা ছাড়া মৃত্যু হয়, তাহলে কবরে যাওয়ার সাথে সাথে কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হবে। আর তওবার সুযোগ তো তখনই ঘটবে, যখন আমরা একে পাপ মনে করবো। অনুশোচনা-অনুতপ্ততা আমাদেরকে তাড়িত করবে। তখনই এধরনের পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবো; কিন্তু আল্লাহ না করুন, এই পাপকে যদি আমরা পাপই মনে না করি; যেমন আমাদের অধিকাংশেরই আজ এ অবস্থা, তাহলে তওবা করবো কী করে? আর পাপকে পাপ মনে করেও যদি পাপ না ছাড়ি, তাহলেও তো কোনো লাভ নেই। কারণ, পাপ মনে করার অর্থ হলো, সে কাজ অবশ্যই ছাড়তে হবে। যে কাজটা অবশ্যই বর্জনযোগ্য, সেটা সামান্য ছুঁতোয়, সন্তানের মুখ রক্ষার্থে আমরা অনায়াসে করে যাই। ছেলেমেয়েরা অন্যদের ঘরে গিয়ে টিভি দেখে এই ছুঁতোয় নিজের ঘরে

টিভি নিয়ে আসি। টিভি-সিনেমার জন্যে আমাদের হাজারো অজুহাত তৈরি করা আছে।
কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোনো অজুহাতেই চুরি বৈধো হতে পারে না, মদপান বৈধো হতে পারে না; তেমনি টিভি দেখার বিষয়টিও কোনো অজুহাত বা কারণে বৈধো হতে পারে না। তাই এ পাপ ছাড়তে হবে। যে ছাড়তে পারবে, সে মুক্তি পাবে। না হয় মুক্তি বহুদূর।

অদ্ভুত প্রাণীগুলো লাশ ঘিরে রেখেছে!

আমাদের এক তাবলিগিবন্ধু একটি ঘটনা শুনিয়েছে। তিনি বলেন, এক এলাকায় আমরা জামাত নিয়ে যাই। সেখানকার একমসজিদে অবস্থান করি। আমাদের মেহনতিকাজ আমরা যথারীতি করে যাই। একদিন মহল্লার কিছুলোক আমাদের কাছে এলো। কোনো কারণে লোকাগুলোকে বেশ বিচলিত মনে হলো। বললো, আমাদের ঘরের একজন মারা গেছে। লাশ নিয়ে বড়ো অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। দয়া করে আপনারা আমাদের সাথে আসুন। আপনারা হয়তো কিছু একটা করতে পারবেন।
আমাদেরকে একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। বাড়ির একটি ঘরে একটি মেয়ের লাশ পড়ে আছে। লাশের চারপাশে মাথা পা পর্যন্ত এবং ডানে ও বাঁয়ে জংলী শিয়ালের মতো অনেক বড়ো-বড়ো অদ্ভুত কতগুলো প্রাণী লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটার ভয়ঙ্কর ও হিংস্ররূপ। আমাদের শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেলো। কাছে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সাহসও হলো না। ঘরের সবাই ভয়ে-আতঙ্কে অন্যঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ভয়ে কেউ সে ঘরের কাছে-ধারেও ঘেঁষছে না। ঘরের কর্তা বললো, আপনারা নেককার-বুজুর্গমানুষ। দেখুন ভয়ে আমাদের অবস্থা দিশেহারা। যেভাবেই হোক, এ লাশের তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কী করে গোসল দেবো, কী করে কাফন দেবো! এই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো এভাবে লাশ ঘিরে রেখেছে কেনো আল্লাহই জানেন। আপনারা দয়া করে কিছু পড়ে মৃতের জন্যে ইসালেসোয়াব করুন। দোয়া করুন। যাতে আমরা গোসল, কাফন ও জানাজা দিয়ে ওকে কমপক্ষে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি। সামান্য দায়িত্বটুকু যেনো পালন করতে পারি আমরা।
তাবলিগিবন্ধু বলেন, ভয় তো আমরাও কম পাচ্ছিলাম না; কিন্তু বুঝতে পারছিলাম–এ আসলে তার কোনো পাপের সাজা। আল্লাহতাআলা আমাদের শিক্ষার জন্যে যার প্রকাশ এভাবে ঘটিয়েছেন। ঘরটা অনেক বড়ো। লাশ ঘরের মাঝখানে রাখা। আমরা সবাই ঘরের এককোণে চলে গেলাম। দোয়া-এস্তেগফার করতে লাগলাম। দোয়া শুরু করলাম–হে আল্লাহ! আপনি মেহেরবানি করুন। ওকে মাফ করে দিন। কমপক্ষে এতোটুকু সময়ের জন্যে এর এই সাজা স্থগিত করে দিন যাতে আমরা গোসল কাফন দিয়ে ওকে কবরস্থ করতে পারি। আমাদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। দোয়া-এস্তেগফার আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ পর দেখলাম, আচমকা প্রাণীগুলো মৃতের লাশ ছেড়ে ঘরের এককোণে চলে গেলো। বাড়ির সবাইকে ডেকে বললাম, আল্লাহর রহমত এসে গেছে। তিনি অনুগ্রহ করেছেন। তারপর তার গোসল-কাফন হলো। জানাজার নামাজ হলো। কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। লাশ কবরে নামিয়ে দেখা গেলো সেই প্রাণীগুলো কবরের এককোণায় বসে আছে। লাশ দাফন করে আমরা আবার মৃতের বাড়িতে ফিরে এলাম। বাড়ির লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, মৃতের এমন কোন আমল ছিলো, যার কারণে সবার চোখের সামনে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো। আল্লাহই জানেন এখন তার সাথে কী আচরণ করা হচ্ছে! তার মা জানালো, আমার মেয়ে খুব নেককার ছিলো যে এমন নয়। বেনামাজি ছিলো। তবে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে, সম্ভবত এর কারণেই তার আজাব হচ্ছে। টিভির জন্যে সে বলতে গেলে পাগল ছিলো। এ সময় আজান শুরু হলো। আমি মেয়েকে বললাম, আরে মেয়ে! আজান হচ্ছে। আল্লাহর নাম সারা এলাকায় উচ্চকিত হচ্ছে। টিভি বন্ধ করে দাও। মেয়ে বললো, আম্মু! আজান তো প্রতিদিনই হচ্ছে; কিন্তু এই গানের প্রোগ্রাম তো আর প্রতিদিন হয় না!
আমরা এটা শুনে বললাম, হ্যাঁ, এ কারণেই এই মেয়ের মৃত্যুর পরপরই আজাব শুরু হয়ে গেছে। কারণ, আল্লাহর নামে যে আজান উচ্চকিত হচ্ছে, তার ওপর সেই মেয়ে টিভির প্রোগ্রাম প্রাধান্য দিয়েছে।

আজ তো একদিকে আজান হয়, অন্যদিকে ফুল ভলিউমে গানবাদ্য চলতে থাকে। আমাদের জন্যে কোন আজান অপেক্ষা করছে সে আল্লাহই ভালো জানেন।

টিভি ও রমজান মাসের অসম্মাননা

টিভির প্রতি সামান্য আগ্রহ জন্মালেই ক্রমেই তা দেখা অভ্যস্ততায় পরিণত হয়ে যায়। তারপর আর দীন-দুনিয়ার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। ঘরে একদিকে নামাজ চলে, আরেকদিকে টিভি চলে। যে রমজান মাসে এবাদত করতে হয় সবচেয়ে বেশি, সেখানে টিভি দেখার ষোলোকলা পূর্ণ করা হয়। একদিকে তারাবি চলে, অন্যদিকে মহাউৎসাহে টিভি চলে। টিভি দেখে সাহরি খাওয়া হয়। আবার টিভি দেখে ইফতার করা হয়। আকর্ষণীয় সিনেমা, সিরিয়াল ও ধারাবাহিক নাটক অনুষ্ঠানগুলো এই তারাবির সময় দেয়া হয়। ইসলামের শত্রু বিধর্মীরা টিভি অনুষ্ঠানের সময়সূচিও এভাবেই তৈরি করে। যাতে মুসলমানরা ইফতারের বরকত না পায়। মনোযোগের সাথে নামাজ পড়তে না পারে। তারাবি পড়তে না পারে। মসজিদে তাই তারাবি চলে আর মুসলমানদের ঘরে ঘরে চলে টিভি। আর যারা আসে, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ইমাম বা হাফেজ সাহেবকে অনুরোধ করে, দ্রুতো নামাজ শেষ করার জন্যে। কেউ কেউ অন্যায়ভাবে চাপাচাপি করে বা বাধ্যও করে।

প্রতিটি ঘরেই এ পাপ হচ্ছে। এর পরিণাম যে কতো ভয়াবহ, তা শুধু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই বুঝতে পারেন। আর এ তো সূর্যের মতো স্পষ্ট যে, টিভিতে শুধু একটি পাপই নয়, অসংখ্য পাপের সমষ্টি এ টিভি। সবার আগে তাই এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে বের করা জরুরি। না হয় দুনিয়ার হাজারো বিপদাপদের পর কবরের ভয়াবহ আজবের জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

কবরের আজাব গোপন কেনো রাখা হয়

প্রশ্ন জাগতে পারে, কবরের আজাব কেনো গোপন রাখা হয়? প্রকাশ করলে তো দুনিয়ার চিত্রটা অন্যরকম হতো! প্রিয়নবিজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] স্পষ্টভাষায় বলেছেন, মৃতব্যক্তি আজাবের কারণে যে বিকটস্বরে চিৎকার করে, আর্তনাদ করে, এর আওয়াজ মানুষ ও জিন ছাড়া সব প্রাণীই শুনতে পায়। মানুষ ও জিনজাতিকে এর আওয়াজ শোনানো হয় না এ কারণে যে, যদি তারাও এ আওয়াজ শুনতে পেতো, তাহলে পুরো জিন ও মানবজাতি সরল-সঠিক পথে চলে আসতো। পৃথিবীতে কোনো বিধর্মী, কাফের, বেইমান থাকতো না। সেসব মুসলমান, যারা বদীন, ফাসেক পাপীতাপী, তারাও সংশোধিত হয়ে বড়ো বড়ো আল্লাহঅলা হয়ে যেতো।

কিন্তু এতে পৃথিবীতে জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যেতো। পৃথিবী যে পরীক্ষা ক্ষেত্র, এ লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো। তাছাড়া এভাবে চাক্ষুস আজাব দেখানোর অর্থ হতো, জোরজবরদস্তি করে সুপথে আনা। অথচো ইসলামে জোরজবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই। আরেকটি কারণ হলো, দুনিয়া দারুলআমল-কর্মক্ষেত্র। দারুলজাজা-প্রতিদানের ক্ষেত্র নয়। দুনিয়া শুধু আমলের জায়গা। এই আমলের প্রতিদান বা বিনিময় দেয়া হবে পরকালে।

এজন্যে এখানে ইমান বিল গায়েব-অদৃশ্যের ওপর ইমান ধর্তব্য হয়। কোনো কিছু না দেখার পর, যুক্তিবোধে কোনো কিছু না আসার পরও শতোভাগে বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলে দিয়েছেন, অদৃশ্যের প্রতি ইমানই আসল ইমান। দেখার কারণে এতোটা বিশ্বাস জন্মায় না, যতোটা না দেখে বিশ্বাস জন্মায় প্রিয়নবিজির বাণীর ওপর। এটাই ইমানের শক্তি। বিশ্বাসের শক্তি। আসল মূল্য এই শক্তিমান ইমানেরই। সোয়াব-পুরস্কার এর বিনিময়েই দেয়া হবে।

তবে এটা আল্লাহতাআলা অসীম রহমত যে, কবরের আজাব আমাদের থেকে গোপন রাখার পরও কখনো কখনো কোথাও না কোথাও ভয়ঙ্কর আজাবের সামান্য ঝলক আমাদেরকে দেখিয়ে দেন। কিংবা আমাদেরকে শুনিয়ে দেন। যাতে আমরা সাবধানতা ধরতে পারি। শিক্ষা নিতে পারি। নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারি।

কবরের আজাব থেকে বাঁচবো কী করে

একাধিক হাদিসে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, তোমরা

কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কবরের আজাব থেকে মুক্তি চাও। আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে প্রত্যেক নামাজের পর কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।

প্রিয়নবিজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছিলেন সবদিক দিয়ে নিষ্পাপ মহামানব। তারপরও তিনি কবরের আজাব থেকে মুক্তির জন্যে রোজ পাঁচবার দোয়া করেছেন। কেনো? শুধু উম্মতের শিক্ষার জন্যে। উম্মতের সতর্কতার জন্যে। উম্মতকে সচেতন করার জন্যে; কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি? কী করছি? আমরা কবরের আজাব থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করেছি? আর আশ্রয়প্রার্থনা করলেও কি সঠিকভাবে করেছি?

কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার সঠিক পদ্ধতি হলো, প্রথমে সব পাপ থেকে তওবা করতে হবে। সাথে সাথে পাপকাজ সবসময়ের জন্যে ছাড়ার উপায়ও খুঁজতে হবে। সারাক্ষণ এই চিন্তায় অস্থির থাকতে হবে। তারপর কবরের আজাব থেকে মুক্তি চাইলে সেটা কার্যকর হবে। নিজের মধ্যেও আল্লাহর তরফ থেকে একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাবে।

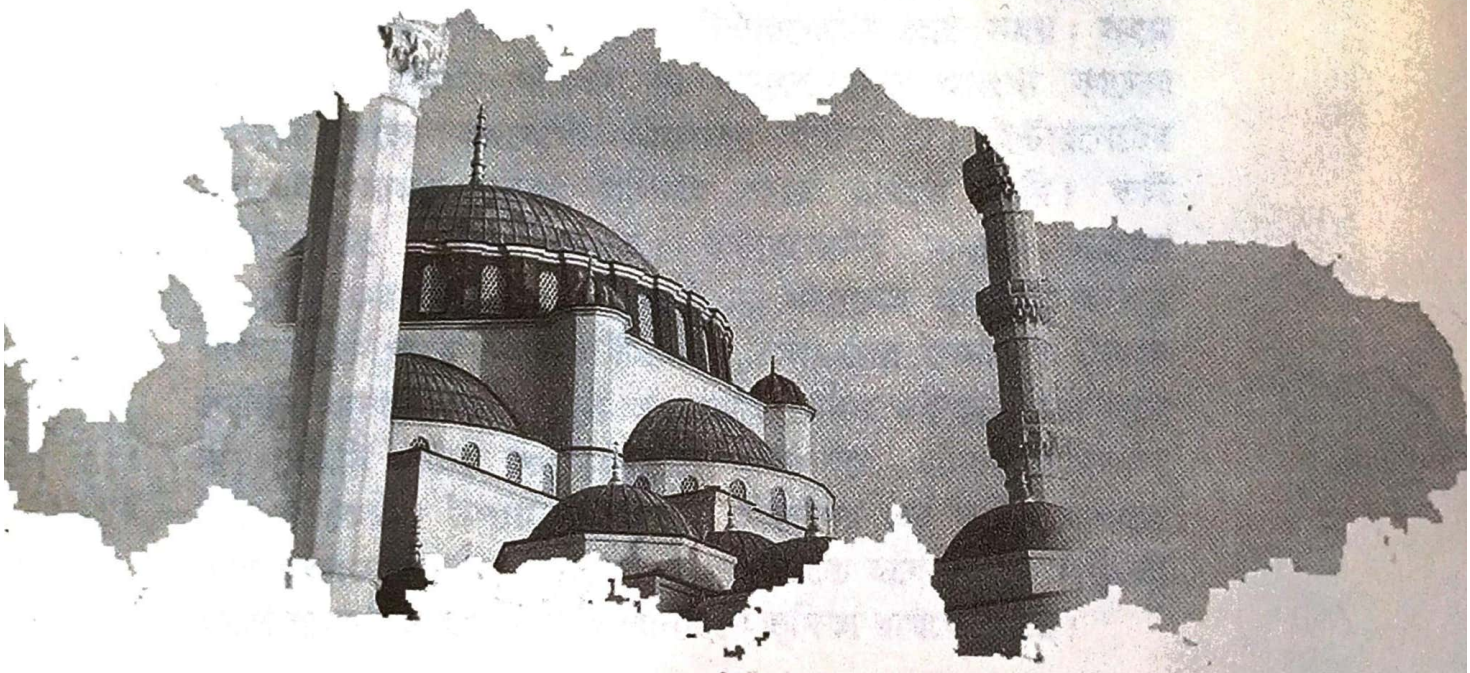
কিন্তু যদি আমরা পাপ না ছাড়ি। পাপ ছাড়ার দৃঢ় ইচ্ছে না থাকে, তাহলে মুখে মুখে তওবার দ্বারা আর কী হবে? কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনারই বা কী মূল্য হবে? এজন্যে প্রথমে পাপকাজ ছাড়তে হবে। বিশেষ করে বড়ো বড়ো গোনাহগুলো আগে ছাড়তে হবে। যেমন, টিভি দেখা, সুদী লেনদেন করা, ঘুষ দেয়া-নেয়া, কুদৃষ্টি দেয়া, নারীদের পর্দাহীন চলাফেরা করা, পরপুরুষের সামনে বেপর্দায় আসা-যাওয়া করা, পরনারীর সামনে যাতায়াত করা ইত্যাদি পাপকাজ কমবেশি সবার মধ্যেই চর্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর কিছু কিছু বিষয়কে তো পাপই মনে করা হয় না। বিশেষ করে টিভি, সিনেমা দেখা ও পর্দাহীনতা–এ দুটোকে পাপই মনে করা হয় না। সন্দেহ নেই, বড়ো ভয়াবহ পরিণাম আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

বাঁচতে হলে আমাদেরকে এসব পাপকাজ যেকরেই হোক ছাড়তে হবে। তখনই কবরের আজাব থেকে মুক্তির প্রার্থনাসহ সব প্রার্থনাই আমাদের জন্যে ফলপ্রসূ হবে। আমাদেরকে আল্লাহতাআলা ভালো-মন্দ, বৈধো-অবৈধো চেনার শক্তি দান করুন! আমিন!!

শে ষ

বই-৩

ইন্টারনেট ব্যবহার ইসলাম কী বলে



সাজ্জাদ শরিফ

লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর, মাদরাসা প্রজেক্ট

লেকচার পাবলিকেশন্স, ঢাকা

সাবেক সম্পাদনা সহকারী, ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার

মাহফিল

লেখক সমাবেশ :: পাঠক সমাবেশ

ভূমিকার পরিবর্তে

সাজ্জাদ শরীফ

সময়ের আবর্তে হারিয়ে যায় অতীতকাল। কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয় মানুষের জীবন ও জীবিকার গতিধারা। যুগে যুগে পরিবর্তন হয় মানুষের মন, মনন, চিন্তাধারা ও জীবন চলার পদ্ধতি। সভ্যতা ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যায় হাজার বছরের আদিমতা। এভাবে কালের আবর্তে পরিবর্তিত হয়েছে জীবন ও জীবিকার তাগিদে এগিয়ে যাওয়া মানুষের জীবন চলার পথের পাথেয়।

বর্তমান সময়টা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও স্বর্ণযুগ। আধুনিকতার একস্বর্ণালি কাল। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের শ্রেষ্ঠ সময়। সহজ যোগাযোগ মাধ্যম, গবেষণা ও পড়াশোনাসহ অসংখ্য কাজের একমাত্র বড়ো সহযোগী আজকের ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মধ্যমেই আমরা তাবৎ পৃথিবীর খবর রাখতে পারি। তাই ইন্টারনেটের সুবিধা অনেক। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সময়ের হেফাজত করা যায় যেমন, তেমনি এর মাধ্যমেই আমাদের অনেক ক্ষতি হতে পারে। এটাও চিরসত্য, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। এর অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এটার অপব্যবহারের কথা বলে এটাকে পরিত্যাগ করারও কোনো উপায় নেই; বরং আমাদের এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারই আদর্শসমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

অবশ্য আমরা এটা জানি, আল্লাহর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কেয়ামতের আলামত বর্ণনা করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন। তবুও আমরা সতর্ক হতে ব্যর্থ হই। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, মহানবি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কেয়ামতের আলামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে সতর্কবার্তা শুনিয়েছেন; সেটা একদিকে যেমন বর্তমান কর্মপদ্ধতি ও আধুনিকতার পঙ্কিলতাকে স্পষ্টরেখায় দেখিয়ে দেয়; তেমনি উম্মাহর সন্তানরা যে পাপের আবহে নিপতিত হবে সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন হাজার বছর আগেই। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সেই হাদিস সম্পর্কে উরওয়া [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] বলেন, আমি হজরত ওসামা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মদিনায় পাথরের তৈরি একটি ঘরে বসলেন। তারপর বললেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? আমি তোমাদের ঘরগুলোর ভেতর ফেতনা নেমে আসার

জায়গাগুলো এমনভাবে দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে মানুষ চোখ মেলে বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে পারে।[১০৭]

আফসোস! রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো চৌদ্দশো বছর পর। বিজ্ঞানের কল্যাণে দুনিয়ার সব নগর, শহর, উপশহর, সভ্যতা, এমনকি মদিনা মোনাওয়ারায় পর্যন্ত টিভি ও ইন্টারনেট ছেয়ে গেছে। প্রিয়তম রাসুলের সেই মহাবাণী সত্য প্রমাণিত হলো আবারও, যেনো মহাশূন্য থেকে মদিনার সেই ঘরগুলোতে বৃষ্টির মতো ফেতনা ঝরছে!!

ইসলামের চিরন্তন সৌন্দর্য হলো, এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক একধর্ম। সময় ও কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়ার মতো দর্শন ও রূপরেখা আল্লাহ ইসলামের মাঝে রাখেননি। এমন কোনো প্রযুক্তি নেই, যেটা ইসলামের জন্যে ব্যবহারযোগ্য নয়। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি জিনিসকে ভালোকাজেও ব্যবহার করা যায়, মন্দকাজেও ব্যবহার করা যায়। দোষ প্রযুক্তির নয়; ব্যবহারকারীই মূলত দায়ী। যেমন, টেলিভিশনের মাধ্যমে খারাপ ছবিও দেখা যায়, আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়।

প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারে ব্যবহার করলে এটাই কল্যাণের মাধ্যম হবে। এগুলো ব্যবহার করা হারাম বলে পিছিয়ে থাকলে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। সব নবি-রাসুলই তাঁদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং নিজস্ব ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি, তবে সেটা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে কল্যাণকর।

ইন্টারনেট ব্যবহার: ইসলাম কী বলে বইয়ে আমরা শুধু আধুনিক প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের কুফল তুলে ধরেছি। এর কুফল থেকে বেঁচে থাকার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের আলোকিত নির্দেশিকা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রকাশের জন্যে *মাহফিল* (প্রকাশনের) সত্বাধিকারী শাহোশি ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্যবার তাগাদা সত্ত্বেও দেরি করে তাকে যে কষ্ট দিয়েছি আল্লাহ তার উত্তম প্রতিদানে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমাদের সবাইকে ইন্টারনেটের কুফল থেকে বেঁচে থেকে একে কল্যাণকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দিন! আমিন!!

মরিয়ম ভিলা
০৩-১১-২০২১

---

[১০৭]. সহিবোখারি।

ইন্টারনেট: হাদিসের সতর্কবাণী!

ইন্টারনেট বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো এবং সহজ যোগাযোগ মাধ্যম, গবেষণা কেন্দ্র এবং পড়াশোনা ও অন্যান্য সব কাজের একমাত্র বড়ো সহযোগী। যা সবাইকেই নানান সময় নানান কাজে সহযোগিতা করে থাকে। ইন্টারনেটের মধ্যমেই আমরা তাবৎ পৃথিবীর খবর রাখতে পারি। তাই ইন্টারনেটের সুবিধা অনেক। তবে অসুবিধাও রয়েছে। তবুও আল্লাহ বিশ্বাসী একজন মোমিন হিসেবে এখানেও বেশ সতর্কতার সঙ্গে সময় পার করতে হবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সময়ের হেফাজত করা এবং মনে শয়তানি থাকলে এর মাধ্যমেই আমাদের অনেক ক্ষতি হতে পারে। বাস্তবতার আলোকে বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে এবং যেসব ক্ষতির সম্মুখীন এ উম্মাহ হচ্ছে, সেটা এই আধুনিকতার ছোঁয়া এই ইন্টারনেটের সঙ্গে।

অবশ্য আমরা এটা জানি যে, আল্লাহর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কেয়ামতের আলামত বর্ণনা করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন। তবুও আমরা সতর্ক হতে ব্যর্থ হই। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, মহানবি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কেয়ামতের আলামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে সতর্কবার্তা শুনিয়েছেন; সেটা একদিকে যেমন গর্হিত, অন্যদিকে উম্মাহর সন্তানরা এ দেশের মাটিতে কালেমার পতাকা উড়াবে। আল্লাহর রাসুলের সেই বাণীতে ইন্টারনেট সম্পর্কে সতর্কবার্তা রয়েছে। হাদিসে এসেছে–

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

> হজরত ওসামা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মদিনায় পাথরের তৈরি একটি ঘরে বসলেন। তারপর বললেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? আমি তোমাদের ঘরগুলোর ভেতর ফেতনা নেমে আসার জায়গাগুলো এমনভাবে দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে মানুষ চোখ মেলে বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে পারে।[১০৮]

বিজ্ঞানের এই যুগে মহাশূন্যে অসংখ্য কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে। বিষুব রেখার আশপাশে হাজারো উপগ্রহ গাড়া হয়েছে। যেগুলো বিভিন্নধরনের উচ্চতায় অবস্থান করছে। কোনোটি দশ-বারো হাজার উপরে। আবার কোনোটি আরো বেশি। এমনকি কোনো কোনোটি চল্লিশ হাজার কিলোমিটারের মতো লম্বা পথ। মোবাইল হোক কিংবা অন্যকোনো তথ্য সরবরাহকারী এসব মূর্তির মাধ্যমেই হোক। এগুলো কখনো সেসব উপগ্রহের সঙ্গে কানেকশন রয়েছে। আর এটা তো সর্বজন

---

[১০৮]. সহিবোখারি: হাদিস: ১৮৭৮/সহিমুসলিম: হাদিস: ২৮৮৫।

বিদিত সত্য, আলোকরশ্মি মহাকাশে অসংখ্য ছোটো ছোটো কণায় পরিণত হয়। ফলে দুনিয়ার সব নগর, শহর-উপশহর সভ্যতা এমনকি মদিনা মোনাওয়ারায় পর্যন্ত টিভি ও ইন্টারনেট ছেয়ে গেছে। প্রিয়তম রাসুলের সেই মহাবাণী সত্য প্রমাণিত হলো আবারও, যেনো মহাশূন্য থেকে মদিনার সেই ঘরগুলোতে বৃষ্টির মতো ফেতনা ঝরছে!!

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। এর অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এটার অপব্যবহারের কথা বলে এটাকে পরিত্যাগ করারও কোনো উপায় নেই; বরং আমাদের এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

সব নবি-রাসুলই তাঁদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহতাআলার বিধান প্রচার-প্রসার করেছেন। উম্মতকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মূসা [আলাইহিসসালাম]-এর সময় জাদুর প্রভাব ছিলো বেশি। মুসা [আলাইহিসসালাম] সে যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহপ্রদত্ত মোজেজা ব্যবহার করে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে অসংখ্য জাদুকর আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছিলো।

ইসা [আলাইহিসসালাম]-এর সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিলো বেশি। তিনি তাই আল্লাহপ্রদত্ত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে দেখানোর মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করেছেন।[১০৯]

সর্বশেষ নবি মোহাম্মাদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে আল্লাহ সারাজাহানের জন্যে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এ ধরণীতে এসে মুশরিক, ইহুদিসহ সবাইকে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দানে তিনি তৎকালীন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। সাফা পাহাড়ে ওঠে তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। সে যুগে সাহিত্যের প্রভাব ছিলো বেশি। তিনি উচ্চাঙ্গের আরবিসাহিত্য ব্যবহার করেও মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

একটি দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রধান চালিকাশক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কারে ও ব্যবহারে অগ্রসরতা। যে জাতি যতো বেশি উন্নত, সে জাতি ততো বেশি শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী। ইসলাম প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি শিক্ষালাভ করা যেতে পারে; কিন্তু স্বনির্ভর লাভের শক্তি পঙ্গু করে ভিন্ন জাতির মুখাপেক্ষী থাকা ঠিক নয়। উন্নয়নের একমাত্র সোপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে জরুরি।

---

[১০৯]. সুরা: মায়েদা, আয়াত: ১১০।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ()
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ ...

নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ওইসব বুদ্ধিমানের জন্যে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র।[১১০]

আল্লাহতাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন আকাশ-জমিন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ সৃষ্টি। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি, সেগুলিও মূলত আল্লাহতাআলারই সৃষ্টি। কারণ, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নব-আবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু।[১১১]

সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যতো আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগতো উন্নয়ন, সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

উপরের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতাআলা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, মানুষ জগতের যা কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে, তা সবই আল্লাহতাআলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহতাআলার তাওহিদের নিদর্শন। এরপরেও তাঁর সঙ্গে কুফরি কর্মপন্থা অবলম্বন করা কতো বড়োই না অকৃতজ্ঞতা!

এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে একদেশের খবর চলে আসে অন্যদেশে। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানরতো মানুষের সাথে কথা বলা যায় অনায়াসে। পৃথিবীর এই তাবৎ আবিষ্কার, প্রযুক্তির এসব উন্নয়ন সবই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ। যার শুকরিয়া আদায় করা প্রতিটি বান্দার জন্যে জরুরি। আল্লাহ বলেন–

---

১১০. সুরা: আলেইমরান, আয়াত: ১৯০-১৯১।

১১১. সুরা: বাকারা, আয়াত: ২৯।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশি বেশি করে দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে (মনে রেখো,) নিশ্চয়ই আমার সাজা খুবই কঠোর।[১১২]

শুকরিয়ার সর্বনিম্নস্তর হলো, আল্লাহর অনুগ্রহকে সঠিক স্থানে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করা থেকে বিরতো থাকা।
এমন কোনো প্রযুক্তি নেই, যেটা ইসলামের জন্যে ব্যবহার যোগ্য নয়। তবে জেনে রাখতে হবে, প্রতিটি জিনিসকে ভালোকাজেও ব্যবহার করা যায়, আবার মন্দকাজেও ব্যবহার করা যায়। দোষ কিন্তু জিনিসের বা প্রযুক্তির নয়; বরং এখানে ব্যবহারকারী মূলত দায়ী। যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে খারাপ ছবিও দেখা যায়, আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। লক্ষণীয়, প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারে ব্যবহার করলে এ প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে। এগুলো ব্যবহার করা হারাম বলে পিছিয়ে থাকলে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। সব নবি-রাসুলই তাঁদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং নিজস্ব ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি, তাহলে সেটা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে কল্যাণকর।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। এরপর শুক্রবিন্দু থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর তোমাদের বের করে দেন শিশু হিসেবে। তারপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। এরপর বার্ধক্যে। তোমাদের কারো কারো এর আগেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও। যাতে তোমরা বুঝতে পারো।[১১৩]

এই আয়াতটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চিন্তার খোরাক আছে তা যদি বাদ দিই, শুধু আয়াতের সমাপ্তিটি 'যাতে তোমরা বুঝতে পারো'

---

১১২. সুরা: ইবরাহিম, আয়াত: ৭।

১১৩. সুরা: গাফির, আয়াত: ৪০/মোমিন, আয়াত: ৬৭।

এটুকু লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো, কীভাবে মানুষ মাত্র একফোঁটা তরল পানি থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে বের হয়ে একসময় বড়ো হয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষে পরিণত হয়। তারপর একদিন বুড়ো হয়ে মারা যায়। ঠিক একইভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করাটাও মানুষ হবার একটি অত্যাবশ্যক বিষয়।

এই আয়াতের মমার্থ উপলব্ধি করে যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের চর্চা করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিলো অজপাড়াগাঁ এবং মুসলিম স্পেন ছিলো প্রযুক্তির ব্যবহারে শীর্ষে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন, রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত-পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীরাই। রসায়নবিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আলরাজি ও ইবনে সিনা, ফলিত-পদার্থবিজ্ঞানে আল-ফারগানি, সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদুন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকির বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক। কোরআনে নির্দেশনা এসেছে–

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এ দু'টির মাঝে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।[১১৪]

মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টির এই নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে পারবে, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি এমনিতেই হয়নি। এর পেছনে একবিরাট উদ্দেশ্য আছে এবং সবকিছুই একটি চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। একসময় তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে জবাব দিতেই হবে। যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। এজন্যেই আল্লাহ কোরআনে ৪৯বার 'আকল' ও ১৮বার 'ফিকির' উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহ তাঁর নিদর্শনগুলো দেখতে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেন–

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। এরপর দেখো কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। তারপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন।[১১৫]

---

১১৪. সুরা: রুম, আয়াত: ৮।

১১৫. সুরা: আনকাবুত, আয়াত: ২০।

বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হলো পড়া। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হলো 'পড়ো'। এমনকি সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতেই মানবসৃষ্টির উপাদান 'আলাক'-এর মাঝেই বিজ্ঞানের অনেক মর্ম লুকিয়ে আছে। ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে কখনোই নিরুৎসাহিত করে না; বরং এর সঠিক ও সুন্দর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মদিনায় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর জীবনে এমন অনেক প্রযুক্তিগতো ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহজাব বা খন্দকের যুদ্ধে যে পারসিক কৌশল ব্যবহার করা হয়, তা ছিলো আরবদের কাছে অপ্রচলিত প্রযুক্তি। এভাবে অন্যযুদ্ধগুলোতেও সামরিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত রণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়। ইসলামি সমাজের বিভিন্ন নীতিমালা যে কতোটা বিজ্ঞানসম্মত, তা আজ সুপ্রমাণিত। মহানবি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি ছিলো সর্বাধুনিক ও সর্বকালীন।

তবে প্রতিটি জিনিসেরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। মানুষ চাইলে তাকে যেকোনো পথে ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটিকে যেমন ইসলামের সেবায় ব্যবহার করা সম্ভব, তেমনি খারাপ পথেও তা ব্যবহার করা যায়।

লক্ষণীয়, আমরা প্রযুক্তিকে কোন কাজে ব্যবহার করছি, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই, তাহলে সবধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার

মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাপনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। তবে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ইসলাম চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়; কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সঠিক ব্যবহার ও এর সুফল আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এর কবল থেকে পরিত্রাণের আশাও অকল্পনীয় বৈ কি। প্রযুক্তির এই অনুগ্রহগুলো আজ আজাবে পরিণত হচ্ছে। এ বিষয়ে নিচে আলোকপাত করা হলো–

মোবাইল

প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হলো মোবাইল, যা মানুষের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্বকে জয় করেছে; কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এখন কথা বলার চেয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্নতাকে উসকে দেয়া, ব্ল্যাকমেইলিং, অশ্লীল কার্যকলাপ যেনো নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যে স্মার্টফোন ব্যক্তিকে স্মার্ট করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারতো, তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম উপকরণ।

মোবাইল সিম কোম্পানিগুলোর লোভনীয় অফার ও এসবের অপব্যবহার তরুণসমাজকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভুলেই যাচ্ছে, পরকালে এসব কথা ও কাজের হিসাব হবে এবং এসবের রেকর্ড থাকবে। আল্লাহ বলেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।[১১৬]

ফেসবুক

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগের চেয়ে নারী-পুরুষের অবৈধো যোগাযোগ, নারী-পুরুষের অর্ধনগ্ন ছবি বা ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। অথচো অশ্লীলতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

যারা মোমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে ইহ ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক সাজা।[১১৭]

ইন্টারনেট প্রযুক্তি

এটা বিশ্বকে একই নেটওয়ার্কের মধ্যে এনেছে। এটাও অপব্যবহারের শিকার। ফলে এই প্রযুক্তির কুফলও বেশি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কিশোররাও সহজেই পর্ণোগ্রাফিতে নিমজ্জিত হচ্ছে। এর খারাপ প্রভাব পড়ছে কিশোরদের মন-মগজে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অশ্লীল অডিও, ভিডিও প্রচারের ফলে অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি হচ্ছে। ফলে নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, হত্যা-গুম ইত্যাদি বেড়ে গেছে।

তাই প্রযুক্তির অবদানকে খুব কম মানুষই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে। আগে এসব ইমানবিধ্বংসী বিষয়গুলো বিরল ছিলো; কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে তা হাতের মুঠোয় এসেছে। কিছুদিন আগের একজরিপে জানা যায়, বিপুলসংখ্যক স্কুলশিক্ষার্থী পর্ণোগ্রাফির সাথে জড়িত। এছাড়া স্মার্টফোনের ওয়াইফাই শেয়ারিট (shareit, anyshare etc.) ও ব্লুটুথের (Bluetooth) মাধ্যমে একমোবাইল থেকে অন্যমোবাইলে সহজেই তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। পরিবারের প্রধানদের যথাযথ মনিটরিংয়ের অভাবে এগুলো আরো বেড়ে যাচ্ছে।

---

[১১৬]. সুরা: কাফ, আয়াত: ৫০।

[১১৭]. সুরা: নুর, আয়াত: ১৯।

রেডিও

পরিবারের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বহু বছর থেকে রেডিও ও টেলিভিশন জায়গা দখল করে রেখেছে। মাঝে রেডিওর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেলেও এফএম রেডিওর মাধ্যমে এটির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে এই মাধ্যমে ইসলামিক কোনো কিছুই প্রচার হয় না। এটা অনৈসলামি কার্যকলাপের অন্যতম হাতিয়ার। কোনো প্রকার তার বা সেট ছাড়াই চালু করা যায় বলে সমাজে এর প্রভাব অনেক বেশি।

হাতের কাছে সারাক্ষণ সহজলভ্য মোবাইলের কল্যাণে অধুনা এই মাধ্যমের ব্যাপ্তি বেড়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এমন একটি মাধ্যমে ইসলামি কোনো চ্যানেল নেই। অথচো অন্যান্য মিডিয়ার তুলনায় এটার খরচ কম হলেও এর ব্যাপ্তি বা প্রভাব অনেক বেশি। অত্যন্ত কম খরচে অল্প সীমানায় (range) সম্প্রচার করতে চাইলে কমিউনিটি রেডিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ব্যক্তিগতো বা সামষ্টিক উদ্যোগই পারে এ মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলাম প্রচার করতে।

টেলিভিশন

বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে বিনোদনের মাধ্যম টেলিভিশন আজকাল 'শয়তানের বাক্সে' পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের মহিলারা এখন জাতীয় ও বিজাতীয় সিরিয়ালে আসক্ত। ফলে অপসংস্কৃতির সয়লাব সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসব সিরিয়ালের ফলে নারীরা বিজাতীয় পোশাক-আশাক, পূজা-পার্বণ, ভাষা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। পরিবারের নারী সদস্যদের দেখে দেখে শিশুরাও এতে আকর্ষিত হচ্ছে। এই মাধ্যমে ভালো কোনো ইসলামিক চ্যানেল না থাকায় এগুলোর প্রভাব আরো বেশি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

অপরদিকে ইসলামি সমাজব্যবস্থার বন্ধন হলো পরিবার। সেই পরিবারের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম টেলিভিশন। এ মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মাধ্যমের অপব্যবহারগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি একে ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামি আদর্শ তুলে ধরলে ভালো ফল হতে পারে–

প্রিন্ট মিডিয়া

পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্রোড়পত্র প্রভৃতিতেও ইসলামি কোনোকিছু তেমন প্রচার হয় না বললেই চলে। প্রতিসপ্তাহে ছোটো কলামে ভেতরের লেখা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। এছাড়া পত্রিকা খুললেই অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষের ছবিতে এতোটাই পূর্ণ থাকে যে, এখন সংবাদপত্র পড়ার জো নেই। বাজার-ঘাট, রাস্তার আশেপাশে বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ডেও অনৈসলামিক বিষয়গুলোর প্রাধান্য চোখে পড়ে।

সমাজের পরিবর্তনে ও সমাজে ভালো কিছু প্রচলনের জন্যে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভূমিকা রাখতে পারে প্রিন্ট মিডিয়া। বাংলাভাষায় উপমহাদেশের মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা আকরম খাঁ হলেও তাঁর উত্তরসূরিরা এই মাধ্যমে প্রায় অনুপস্থিত। এ মাধ্যমে এখন বামপন্থী ও সেক্যুলারদের প্রাধান্য। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রকাশনা নেই বললেই চলে। এই সুযোগে দেশে বামপন্থী ও সেক্যুলার মতবাদ মানুষের মন-মগজে প্রবেশ করছে। আমাদের মুসলিম শিশুদের মাঝেও এই চিন্তা-ভাবনা প্রবেশ করছে। এর ফলে আমরা শঙ্কিত যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম মুসলিম থাকবে কী-না! তাই মিডিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ইসলামের কাজে লাগাতে চাই সমন্বিত উদ্যোগ। বিত্তবান মুসলিমদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি মেধাবীদেরও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে ইসলামের কাজে লাগাতে হবে। সেই সাথে শিশুদের ইসলামমুখী করতে শিশুতোষ পত্রিকা প্রকাশ করাতে হবে এবং তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

কম্পিউটার

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার এমন একপ্রযুক্তির নাম, পৃথিবীর সবকিছুতেই যার ছোঁয়া অপরিহার্য। এর অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সব যন্ত্রই বর্তমানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথা কম্পিউটারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে পরিচালিত। লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যকলা সবকিছুতেই কম্পিউটার প্রসারিত করেছে তার সাহায্যের হাত। উন্নত বিশ্বে কৃষি, বাণিজ্য, চাকরি থেকে নিয়ে এমন কোনো পেশা নেই, যাতে কম্পিউটারের সাহায্য নেয়া হয় না। এই মাধ্যমকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনেক সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে আজ কোরআন, হাদিস, বিভিন্ন ইসলামি রেফারেন্স গ্রন্থ পড়া ও সংরক্ষণ করা, ভিডিও দেখা, অডিও শোনা প্রভৃতি অনেক সহজতর হয়েছে। আগে কোরআনের আয়াত বা হাদিসের টেক্স সংগ্রহ করা অনেক কঠিন ছিলো। আজ তা অনেক সহজতর হয়েছে। কোরআন-হাদিস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে। এগুলোতে সহজেই একটি সুরা থেকে অন্যসুরাতে গমন করা যায়। বিভিন্ন আয়াত বের করা যায়। বিভিন্ন শব্দ দিয়েও আয়াত বের করা যায়। হাদিসের ক্ষেত্রেও এমন সফটওয়্যার রয়েছে। বাংলাভাষায়ও কোরআন-হাদিসের অনেক ওয়েব, সফটওয়্যার, অ্যাপ বিদ্যমান। এগুলোর যথাযথ প্রচার ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য।

ওয়েব মিডিয়া

ওয়েব মিডিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান খুব দুর্বল। বিশেষ করে নৈতিকতার চর্চা এখানে খুবই নগণ্য। সাম্প্রতিক একগবেষণায় দেখা যায়, অমুসলিম ও ইহুদিদের সাইট মুসলমানদের সাইটের তুলনায় ১২০০ গুণ বেশি। অশ্লীলতা ও নীল ছবির

সয়লাব এতো বেশি যে, অল্পকিছু মুসলিম সাইটের অবস্থান সে তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাভাষায়ও ইসলামের উপর ওয়েবসাইটের সংখ্যা অতিনগণ্য। যেগুলো রয়েছে, তার মানও অনেক কম। অনেক ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট হয় না। ওয়েব মিডিয়ার অন্যতম উপাদান অনলাইন নিউজ-এর ক্ষেত্রে ইসলামি ভাবধারাসম্পন্ন পোর্টাল এর অত্যধিক অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন ব্লগ, ওয়েবসাইট প্রভৃতিরও সংখ্যা অনেক কম। এগুলোর প্রচার-প্রসারে আরো অনেক ওয়েবসাইট, ব্লগ গঠনে এগিয়ে আসার পাশাপাশি নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অনলাইন মিডিয়ায় বিভিন্ন বইয়ের পিডিএফ, মোবি, ইপাব প্রভৃতি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগতো বাড়ছে। যেহেতু ইসলামবিরোধী শক্তি বিভিন্ন সময়ে ওয়েবে ইসলাম প্রচারকারী সাইটকে বন্ধ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে সবসময় ব্যাকআপ রেখে কাজ করা জরুরি। ওয়েবে শুধু আর্টিকেল প্রকাশই নয়, ইসলামি নীতিমালার বিষয়গুলোর উপর অডিও, ভিডিও, প্রেজেন্টেশন প্রভৃতি প্রকাশ ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর উইকিপিডিয়া একটি মুক্তগ্রন্থাগার। ইসলামি বিষয়ের উপর আর্টিকেলগুলো এই সাইটে সবচেয়ে অবহেলিত। তরুণসমাজের উচিত এটিকে সমৃদ্ধকরণে এগিয়ে আসা।

ই-মেইল

ই-মেইলের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কাছে ইসলামের বাণী মুহূর্তেই পৌঁছানো যায়। যতো বড়ো লেখাই হোক না কেনো, তা লিখে মানুষকে দীনের দাওয়াত দেয়া যায়। ই-মেইলে গ্রুপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রুপ মেসেজ আদান-প্রদান করা যায়। জি-মেইলের ফাইল হোস্টিং সার্ভিস গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে ফাইল সংরক্ষণ করা যায়। এমনকি বিভিন্ন ডকুমেন্টকে Ocr করে word ফরম্যাটে রূপ দেয়া যায়।

ফেসবুকসহ অন্যান্য স্যোশাল মিডিয়া

স্যোশাল মিডিয়াগুলো যদিও ওয়েব মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত, তবুও এর গুরুত্ব ও পরিব্যাপ্তি অনেক হওয়ায় স্বতন্ত্র আলোচনা গুরুত্বের দাবি রাখে। বর্তমানে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত এ মিডিয়ায় আসক্ত। এ মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার অনেক সহজ এবং অনেক দ্রুতো গতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু এ মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের উদাহরণ অপব্যবহারের তুলনায় অনেক কম। ফেসবুকে লেখা, ছবি, ভিডিও, নোট (বড়ো লেখা) প্রকাশ করে দীনে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করা যায়। এক্ষেত্রে দাওয়াতের পাশাপাশি অনৈসলামি মতবাদকে খণ্ডনও করা যায়। তবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সৌজন্য, শালীনতা, মাধুর্যতা বজায় রাখা জরুরি। সবসময় বিরোধিতামূলক বা খণ্ডনমূলক প্রচার নয়,

বরং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দাওয়াত দেয়া অনেক বেশি কার্যকর। দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামি মূলনীতি অনুসরণ করে সঠিক তথ্য-প্রমাণসহ আলোচনা দাওয়াতকে বেগবান করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া যেমন, টুইটার, বেশতা, উম্মাহল্যান্ড, লিংকডইন, গুগলপ্লাস, ইন্সট্রাগ্রামেও ইসলাম বিষয় লেখা, ছবি পোস্ট করা সময়ের দাবি।

ইউটিউব

মানব মনে দাগ কাটার ক্ষেত্রে দেখা ও শোনার প্রভাব বেশি। এজন্যেই মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ অনেক বেশি প্রয়োজন। ভিডিও প্রকাশ করে তা প্রচার করলে দাওয়াতের প্রসার অনেক বাড়ে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত, তাফসির, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, ইসলামি হামদ, নাত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এসব রেকর্ড করে ইউটিউব, ডেইলিমোশন, ভিমিও প্রভৃতি সাইটে আপলোড করে প্রচার করা যেতে পারে। বড়ো বড়ো ভিডিওর তুলনায় ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তর বা ভিডিওর প্রভাব অনেক বেশি। শিশুদের আকর্ষণ বাড়াতে অনুমোদনযোগ্য কার্টুনও প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া শিশুদের জন্যে ছড়া, বিভিন্ন ইসলামি গল্প কথকের মাধ্যমে ভিডিও করে প্রকাশ করলে তা শিশুদের মনোজগতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মোবাইল

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নব আবিষ্কার মোবাইল ফোন। ধনী-দরিদ্র, রিক্সাচালক-ভ্যানচালক, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর সবার হাতেই এখন মোবাইল। মোবাইল ফোন যেনো আজকাল জীবনের একটি আবশ্যিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটা মানুষের জীবনকে করেছে গতিময়। হাজার বছর আগে যে কাজে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো, বর্তমানে তা মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যায়। এদিকে লক্ষ্য করলে মোবাইল অত্যন্ত জরুরি একটি জিনিস; কিন্তু এর অপব্যবহারও কম নয়! মোবাইল এখন শুধু দূর-আলাপনী যন্ত্রই নয়, এটি এখন মিনি কম্পিউটারের রূপ ধারণ করেছে। ফলে এর বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোবাইল সঠিকভাবে ব্যবহার করে এটিকে দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ করে স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইসলামের অনেক বিষয় জানা, মেনে চলা সুবিধাজনক।

বর্তমানে অনেক সহজেই কোরআন-হাদিসের বাণীগুলো পড়া ও সার্চ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কোরআন ও হাদিসের এই সঙ্কলনগুলো বাংলায় সহজলভ্য। এখন সহজেই নামাজের সময়সূচি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি জানা যায়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইসলামি লেকচার, গান, টিউটোরিয়ালের অডিও-ভিডিও শোনা ও দেখা যায়। একটিমাত্র ছোট্ট মেমোরিতে অসংখ্য বক্তব্য ধারণ করা যায়। সেই সাথে খুব সহজেই তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে প্রচার করা যায়। অ্যান্ড্রয়েড

ফোনের অ্যাপগুলোর মাধ্যমে ইসলাম চর্চা অনেক সহজ হয়েছে। ইসলাম বিষয়ক অ্যাপগুলোতে কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদ, হাদিসের গ্রন্থ, ফতোয়ার কিতাব, নামাজের সময়সূচি, দৈনন্দিন জীবনের দোয়া, তাফসির, মাসয়ালা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাভাষায় হিসনুলমুসলিম অ্যাপ, হাদিসবিডি অ্যাপ, আই হাদিস, বাংলা কোরআন প্রো প্রভৃতি অন্যতম। এসবের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞানার্জন করা সহজ হয়েছে। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে, ভ্রমণে ও অবসর সময়ে একক্লিকেই এসব পড়া যায়। শুধু পড়াই নয়, অডিও ডাউনলোডের মাধ্যমে বিখ্যাত কারিদের তেলাওয়াত শোনা এখন অনেক সহজ হয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে পিডিএফ, ইপাব, মোবি প্রভৃতি বিভিন্ন ফরম্যাটের পিডিএফ পড়া যায়। ইসলামের অসংখ্য বিষয়ে বর্তমানে পিডিএফ বিদ্যমান। হাতের কাছেই এসব রয়েছে, অথচো এসব উপকারী বিষয়কে পরিত্যাগ করে আমরা শয়তানি ওয়াসওয়াসায় পড়ে অনৈসলামিক বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছি। ইসলামি বিষয়গুলো অন্যের মাঝে প্রচলনের জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এসব ধর্মীয় বই, অডিও, ভিডিও লেকচার অন্যের মাঝে বিভিন্ন মাধ্যমে (shareit, bluetooth, anyshare) প্রচার করা যায়। এসব সিডি বা ডিভিডিতে কপি করেও প্রচার করা যায়।

নিজেরাও বিভিন্ন দুর্লভ বইগুলো camscanner অ্যাপ দিয়ে মোবাইলের ক্যামেরাকে কাজে লাগিয়ে স্ক্যান করে পিডিএফ আকারে সংরক্ষণ করতে পারি। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রচলন অনেক বেশি। উন্নত বিশ্বে বা আমাদের দেশের বিত্তবানরা আইফোন বা আইপ্যাড ব্যবহার করেন; কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেমে ইসলামিক অ্যাপ-এর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। প্রযুক্তিবিদদের এই মাধ্যমে এগিয়ে আসার জন্যে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাংলাভাষায় ইসলামিক অ্যাপগুলোর অধিকাংশই তৈরি হচ্ছে ব্যক্তিগতো উদ্যোগে। এসব বিষয় সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হলে এর গতিময়তা বাড়বে। আলেমসমাজের এসব ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করার পাশাপাশি সামষ্টিকভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিত্তবানদেরও এসব উদ্যোক্তাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা নিজের ইমানি দায়িত্ব মনে করা উচিত। আইফোনে বই পড়ার অন্যতম ফরম্যাট ইপাব (Epub)। এই ফরম্যাটে কোনো বাংলা ইসলামি বই নেই। যা দুঃখজনক। এই ফরম্যাট নিয়ে কাজ করার জন্যে তরুণসমাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন

বর্তমানে সবকিছুর বিজ্ঞাপনেই নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ছবিও ব্যবহার করা হয়। রাস্তায় বা বাজারে এসব বিলবোর্ডের ব্যবহার আমাদের ইসলামি সংস্কৃতিবিরোধী। এর বিরুদ্ধে আমাদের তেমন পদক্ষেপ নেই।

এক্ষেত্রে ইসলামি কথা সম্বলিত বিলবোর্ড ভাড়া করে বা নিজের বাসা-বাড়িতে অল্পখরচেই স্থাপন করা যেতে পারে। প্রিন্টমিডিয়াতেও বিজ্ঞাপন হিসেবে ইসলামি মূলনীতির কথাগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে। রাস্তার পাশে বা মোড়ে মোড়ে ইসলামের সুমহান বাণী সম্বলিত বিজ্ঞাপন স্থাপন করলে তা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখতে পারে। সারাদেশে অসংখ্য মাদরাসা রাস্তার পাশে বিদ্যমান। এগুলোর পাশের রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন ইসলামি বাণীর ব্যানার, বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে। 'মুসলিম ও কুফরির মাঝে পার্থক্য হলো নামাজ', 'একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার করো', 'মোমিনদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে স্ত্রীর কাছে উত্তম' প্রভৃতি বাণী সম্বলিত বিলবোর্ড রাস্তায় স্থাপন করা যায়। এছাড়া রাস্তায় রাস্তায় সফরের দোয়া ও সফরকে উৎসাহিত করার আয়াতগুলো বিলবোর্ডে লেখা যেতে পারে। অশ্লীলতার পরিণাম সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসগুলো উল্লেখ করে বাজারে বিলবোর্ড স্থাপন করা যায়। এছাড়া স্টিকার, লিফলেট প্রভৃতি মসজিদের দেয়ালে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে প্রভৃতিতে স্থাপন করে দীনি দাওয়াত প্রচার করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্পসময়ে অসংখ্য মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো যায়। আধুনিক মাধ্যমগুলোতে ইসলামের সহি আকিদার মানুষ কম হওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে বিভিন্ন ভ্রান্তদল ও গোষ্ঠী। তাদের থেকে তরুণপ্রজন্মকে বাঁচাতে আধুনিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সঠিক ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমকে কীভাবে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় এবং কীভাবে ইসলাম প্রচারে ব্যবহার করা যায় তা নিচে তুলে ধরা হলো–

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা

তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও তার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবনপ্রবাহকে বেগবান করেছে। আর ইসলাম মানুষের জন্যে যেকোনো কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই।

তথ্য ও প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার হচ্ছে। কোনো জিনিসের ভুল ব্যবহার হলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না; বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের আলেমসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব মানুষকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ, ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, সেটার জবাব আলেমদের পক্ষ থেকেই আসা উচিত। ইসলামের নামে অসংখ্য নতুন নতুন ফেতনা, বিভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করার দায়িত্ব আলেমসমাজের উপরই বর্তায়। সাপ্তাহিক জুমার খোতবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে কী করণীয় সে

সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে দুর্বল ইমানদার ব্যক্তি যতোটা তৎপর, অধিকতর ইমানের অধিকারী আলেমসমাজ তার চেয়ে বেশি তৎপর হবেন এটা আমাদের একান্ত কামনা। ইসলামের সঠিক দিক বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্যে ইন্টারনেট, টিভি, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য মিডিয়া ব্যবহার করা নাজায়েজ বলে ঘোষণা করা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার নামান্তর। প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ইসলামবিরোধীরা অনলাইনে নির্জলা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতাকে উস্কে দিচ্ছে। নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মে অযথা অবিশ্বাস তৈরি করছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আলেমসমাজের। মানবজীবনের জন্যে অতি জরুরি আমলগুলো তথ্যসূত্রসহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

আরবের আলেমরা ফেসবুক ব্যবহার করে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। লাখ লাখ মানুষ তাদের পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো পড়ছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলেমরা ফেসবুককে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারেন। কোরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলো যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা প্রচারে আলেমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আলেমসমাজেরই দায়িত্ব প্রযুক্তির এই দিকহারা জাহাজের পাল টেনে ধরার। সেই সাথে মানুষকে তার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেয়া। ইসলামের সেবায় প্রযুক্তিকে কীভাবে আরো শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। কারণ, এখন মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর। অফিস-আদালত, বই-পুস্তক, দোকান-পাট সবই এখন হাতের মুঠোয়; কিন্তু প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা যেনো আমাদের ধ্বংসের কারণ না হয়। আল্লাহর এই অমূল্য অনুগ্রহগুলো যাতে তাঁর নাফরমানিতে ব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই প্রযুক্তিকে আল্লাহর নির্দেশ মতো ব্যবহারের উপযোগী করা আলেমদেরই দায়িত্ব।
আল্লাহ বলেন–

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালোকাজ করে।[১১৮]

---

[১১৮]. সুরা: কাহাফ, আয়াত: ১৮।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাওয়াতের পদ্ধতি একদিকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের হওয়া দরকার, অন্যদিকে সমকালীন বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মতো যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে উপরের মাধ্যমগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে দায়ি ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্যে তাওহিদের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। ইসলামের অপার সৌন্দর্য সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে কোরআনের আলো।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল

ইন্টারনেট আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক উন্নতি সাধন করেছে। এর মাধ্যমে পুরো বিশ্বের মানুষ নানানভাবেই উপকৃত হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে ইন্টারনেট উপকৃত হওয়ার একটি বড়ো মাধ্যম। তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে নানারকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। এমনই কিছু ভালোদিক তুলে ধরা হলো–

- নিউজগ্রুপ একটি তথ্য বা সংবাদ প্রদানকারী সংস্থা। এর মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের প্রতিদিনের খবর ঘরে বসেই জানা যায়।
- লেখাপড়া ও গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যথার্থ বই। বিশেষ করে গবেষণাধর্মী বইয়ের জন্যে অনেককে বিদেশ থেকে অর্ডার করে বই আনতে হয় বা বিদেশ যেতে হয়। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ফলে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের বাটনে চাপ দিয়ে বিশ্বের যেকোনো লাইব্রেরির বই পড়া যায়।
- Web browser-এর Commerce option-টির মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের কেনাকাটার অর্ডার নেয়া যায়। একপ্রতিষ্ঠানের সাথে অন্যপ্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন সম্পন্ন করা যায়।
- জটিল কোনো মামলার ক্ষেত্রে মানুষ আইনের পরামর্শের জন্যে বিদেশের আইনজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়; কিন্তু এখন আর এজন্যে বিদেশে যেতে হয় না। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই যেকোনো পরামর্শ লাভ করা যায়।
- ভ্রমণস্থানের আবহাওয়া, থাকার হোটেল, রিজার্ভেশন, বিমানের টিকিট বুকিং সবই এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা যায়।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই পেতে পারি উন্নত বিশ্বের চিকিৎসাসেবা।
- সামাজিক নেটওয়ার্ক যেমন, ফেসবুক, টুইটার, ভাইবার ইত্যাদির মাধ্যমে খুব সহজেই একে অন্যের সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করতে পারে।
- ই-মেইলের মাধ্যমে খুব সহজেই যেকোনো নিউজ পাঠানো যায়।

ইন্টারনেটের কুফল

ইন্টারনেট ব্যবহারের কিছু খারাপ দিকও রয়েছে, যা সবার জন্যে বর্জনীয়। বিশেষ করে কিশোর ও যুবকদের জন্যে। ইন্টারনেটের খারাপ দিকগুলো হলো–

- ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নানাধরনের ক্রাইম (অপরাধ) করে যাচ্ছে।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে নানারকম মিথ্যা কথা এবং গুজব ছড়ানো হচ্ছে।
- মানুষকে ধোঁকা দেয়া ও মানুষের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে এই ইন্টারনেটের মাধ্যমেই।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা বিভিন্নভাবে পর্নোগ্রাফির চিত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে অশ্লীল এবং খারাপ কাজে জড়িয়ে নিচ্ছে।
- ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটে বসে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বিভিন্ন গেমস ডাউনলোড করে সময় অপচয় করে।
- সন্ত্রাসী সব কর্মকাণ্ডে অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে অপহরণ, গুম, খুন, হুমকি ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত করে।
- কম্পিউটারের বিভিন্ন ডাটা তথ্য পাসওয়ার্ড চুরি করা হয় এই ইন্টারনেটের মাধ্যমেই।
- ইন্টারনেটের ফলে মানুষ খুনের যতো জঘন্য খারাপকাজ করতে মানুষ আগ্নেয়াস্ত্র, শক্তিশালী বোমা ইত্যাদি তৈরি করছে।
- কোনো ব্যক্তির নামে কল্পকাহিনী, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো কথা ব্লগ, ফেসবুক বা টুইটারের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে।
- ইন্টারনেটের ফলে মানুষ আর্থিকভাবে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
- অধিক পরিমাণে সামাজিক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীলতা সত্যিকারের যোগাযোগের অনুভূতিকে কমিয়ে দিচ্ছে।
- বাইরে ঘুরে বেড়ানো, খেলাধুলা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার দক্ষতা ও ইচ্ছা কমে যাচ্ছে। এর ফলে মানসিকভাবে হতাশায় ভোগার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।
- 'চেরোনিবাল ভাইরাস' নামের একটি ভাইরাস বছরের নির্দিষ্ট দিনে আক্রমণ চালিয়ে সারাবিশ্বের লাখ লাখ কম্পিউটার অকেজো করে দিচ্ছে।

ইন্টারনেটের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়

- বিসমিল্লাহ বলে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করুন, বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে ইনশাআল্লাহ কেবল ভালোকাজেই আপনার ইন্টারনেট ব্যবহার হবে। কারণ, যে মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে, সে কখনো আল্লাহর নাম নিয়ে খারাপকাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে না।

- দৃঢ় সঙ্কল্প এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন। দৃঢ়ভাবে পণ করুন, শুধু ভালোকাজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন। শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন। আপনার এই সৎ উদ্দেশ্যই আপনাকে ইন্টারনেটেও ভালো কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করবে। শয়তানের চেয়ে আপনার আন্তরিক দোয়া নিশ্চয়ই আরো বেশি শক্তিশালী।
- অশ্লীল সাইটগুলো ব্লক করুন। কম্পিউটার ও মোবাইল ইন্টারনেট এনাবেল যেকোনো ডিভাইসে যেকোনোধরনের পর্নোগ্রাফিক ও হারাম কাজে প্ররোচনাদানকারী বিষয়কে ব্লক করে রাখার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- ইন্টারনেট ব্যবহারে নির্জনতা পরিহার করুন। বাসার যে কম্পিউটারে ইন্টারনেট আছে তা এমন জায়গায় রাখুন, যাতে সবাই দেখতে পায়। মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একাকিত্ব পরিহার করুন। এতে অশ্লীল কিছু দেখার সুযোগ অনেকাংশে কমে যাবে। কারণ, শয়তান নির্জনে মানুষকে প্ররোচিত করার সুযোগ বেশি পায়। সৎ সঙ্গ ও উত্তম চরিত্রের মানুষের সাথে বেশি সময় কাটান।[১১৯]

---

[১১৯]. ওয়াফি লাইফ.কম।

ইন্টারনেটের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার কিছু পথ-পদ্ধতি

১. ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার

বুদ্ধিমানের কাজ হলো ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার করা। নিজেকে অতিরঞ্জিত আকারে বিশ্বাস না করা। কারণ, এধরনের অতিবিশ্বাস নিজেকে ফেতনায় নিপতিত করতে পারে। যার করালগ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া হয়তো অসম্ভব হয়ে উঠবে। যদি কেউ ইন্টারনেটে কোনো কিছু দিতে বা কোনো মন্তব্য ইত্যাদি করতে চায়, তাহলে প্রথমে বিবেচনা করে দেখা, এর দ্বারা কোনো উপকার হবে কী-না। তাকে সতর্ক হতে হবে এর দ্বারা যেনো মোমিনদের কোনো কষ্ট না পৌঁছে। মোমিনদের কোনো ক্ষতি না হয়। এরপর মোমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানোর সব বিষয় থেকে বিরতো থাকতে হবে। অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। মানুষের অনুভূতি নিয়ে তামাশায় লিপ্ত হওয়া, একে অপরকে অপবাদ দেয়ার ডালি খুলে বসা, একদলকে অন্যদলের ওপর চড়াও করে দেয়া কিংবা কাউকে অপমান ও ছোটো করা থেকে অবশ্যই বিরতো থাকতে হবে।

কোনো মন্তব্য অথবা কারো কথা খণ্ডন করতে হলে জ্ঞাননির্ভর, শিষ্টাচার, সদয় ও শালীন ভাষায় কথা জরুরি। কোনো বিষয়ে অংশ নিতে চাইলে তা যেনো সরাসরি নিজের নামে হয়। সরাসরি নিজের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভয় হলে উচিত হবে এমন কোনো বিষয় না লেখা, যা অবৈধো, অশিষ্ট। যেদিন মানুষের অন্তরাত্মা উন্মুক্ত করে সবকিছু সামনে নিয়ে আসা হবে, সেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর বিষটি হৃদয়ে সজাগ রাখতে হবে।

২. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

বুদ্ধিমানের উচিত শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে দূরে অবস্থান করা। শয়তান মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে ওৎ পেতে থাকে। সব পথ ও পদ্ধতি সে ব্যবহার করে যায় তার কর্মসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। শয়তান মানুষের চিরশত্রু, যে শত্রু মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে যাপন করে প্রতিটি মুহূর্ত। আল্লাহতাআলা আল-কোরআনের একাধিক জায়গায় বলেছেন–

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।[১২০]

বুদ্ধিমান কখনোই তার শত্রুর প্রতি আস্থা রাখে না। ফেতনার থাবায় নিজেকে কখনো সঁপে দেবে না। ফেতনায় পড়বে না বলে অধিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়বে না; জানে, দীন ও ইলমে সে যে পর্যায়েই থাকুক না কেনো। বুদ্ধিমান বরং ফেতনা থেকে অবস্থান করে বহুদূরে। ফেতনার কাছাকাছি হওয়া থেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে। এসবের পরে যদি সে কখনো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফেতনায় পড়ে যায়, তাহলে সেটা থেকে নিষ্কৃতির জন্যে আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গী হয়। যদি সে নিজের উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, নিজের ক্ষতি নিজেই করে থাকে। একধরনের অহঙ্কার তার মাঝে কাজ করে। তখন তার থেকে আল্লাহর করুণা সরিয়ে নেয়া হয়। তাকে একাকী ছেড়ে দেয়া হয়।
ইউসুফ [আলাইহিসসালাম] নিজ থেকে ফেতনায় জড়িয়ে যাননি; বরং ফেতনাই তাঁর মুখোমুখি হয়েছে। তখন তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। ফেতনার বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, আল্লাহ নারীদের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে রক্ষা না করলে তিনি জাহেলদের দলভুক্ত হয়ে যেতেন। আল্লাহর উপর তাঁর প্রচণ্ড ভরসার কারণেই আল্লাহর করুণা তাঁর সঙ্গ দিয়েছে। তাই তিনি ভয়াবহ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়েছেন।

৩. সময় নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়

ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচার আরেকটি উপায় হলো, সুনির্দিষ্টভাবে সময় নির্ধারণ করে নেয়া। কীভাবে কী কাজ কররে তা নির্ণয় করে নেয়া। অন্যথায় যদি অনির্দিষ্টভাবে একের পর এক পেজ ওপেন করে চলে এবং সাইটের পর সাইট ভিজিট করতে থাকে, তাহলে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। কোনো উপকার পেতে চাইলেও তা হবে খুবই ক্ষীণ।

৪. পরিণাম দর্শন

ইন্টারনেটের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে বুদ্ধিমান লোকের উচিত হবে তার কৃতকর্মের পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখা। নিজেকে দমন করা, নিজের রিপুর ঘাড়ে লাগাম লাগানো। ইমাম ইবনুল জাউজি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] বলেন, 'হে তাকওয়ার দ্বারা সম্মানের আসনে সমাসীন ব্যক্তি, তুমি তাকওয়ার সম্মানকে গোনাহের অপদস্ততার বিনিময়ে বেচো না। যে জিনিসের প্রতি তোমার ইচ্ছে জেগেছে, তা বর্জন করে তোমার রিপুর তৃষ্ণা মেটাও। যদিও তা কষ্টদায়ক হয়, যন্ত্রণায় কাতর করে তোলে।'

---

[১২০]. সুরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৮।

তিনি আরো বলেছেন, 'রিপুকে দমনের শক্তিতে এমন স্বাদ রয়েছে, যা সব স্বাদকে অতিক্রম করে যায়, তুমি কি দেখো না, যারা রিপুপূজারী, তারা কীভাবে অপদস্ত হয়। কারণ, তারা পরাজিত। আর যে রিপুকে দমন করে, তার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ, এটা তার শক্তিমান হওয়ার স্বাক্ষর বহন করে।

৫. যৌন সুড়সুড়িমূলক বিষয় থেকে দূরে থাকা

যৌন আবেদন-সুরসুরি সৃষ্টিকারী সব বিষয় থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে দূরে থাকতে হবে। খারাপ সাইটগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যেসব ব্লগ বা সাইটে অশালীন কথাবার্তা বলা হয়, যেসব প্রবন্ধে রিপু উস্কে দেয়ার বিষয় রয়েছে, তা বর্জন করা ইমানের দাবি। আবেদনময় ছবি, কামনা-বাসনা উসকিয়ে দেয়ার মতো ফুটেজ থেকে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের মন সৃষ্টিগতোভাবে রিপুর প্রতি আসক্ত। রিপু যেদিকে টানে, সেদিকেই সে চলতে শুরু করে। মানুষের মন বারুদের মতো, যা জ্বালানোর জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। প্রজ্জ্বলনকারী বস্তু থেকে যতোক্ষণ দূরে থাকে, শান্ত থাকে, জ্বলার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকে। এর অন্যথা হলেই তা জ্বলে ওঠে। মানুষের মনও অভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের মন শান্ত ও নিরব থাকে। তবে তা দুষ্টু রিপুকে জাগিয়ে দেয়ার মতো কোনো কিছুর স্পর্শে এলেই ঘুমন্ত রিপু দানবের মতো জেগে ওঠে। তার ব্যাধিগুলো আন্দোলিত হয়ে ওঠে, তার খায়েশ-আসক্তি বাধভাঙ্গা জোয়ারের মতো হাজির হয়। তাই এসব প্রবৃত্তিউদ্দীপক বিষয় থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৬. দৃষ্টি অবনতো রাখা

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাকাঙ্খিত চিত্র কখনো কখনো সামনে এসে হাজির হয়। এ অবস্থায় দৃষ্টি সরিয়ে নিলে একদিকে সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে; অন্যদিকে নিজের হৃদয়কেও তৃপ্তি দিতে সক্ষম হয়। চোখ হৃদয়ের আয়না। চোখের লাগাম ছেড়ে দেয়া অনুশোচনার কারণ। পক্ষান্তরে দৃষ্টি অবনতোকরণ, হৃদয়কে করে শান্ত ও তৃপ্ত। যখন কেউ তার দৃষ্টিকে লাগাম লাগিয়ে রাখে, তখন তার হৃদয় ও কামনা-বাসনার মুখে লাগাম লাগিয়ে রাখে। চোখ উন্মুক্ত স্বাধীন করে দিলে, মনও উন্মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়। আল্লাহতাআলা বলেন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

মোমিন পুরুষদেরকে বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে আর তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। এটাই তাদের জন্যে বেশি পবিত্রতা।[১২১]

---

[১২১]. সুরা: নুর, আয়াত: ৩০।

৭. নিশ্চিত হওয়া

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর জন্যে এটা জরুরি যে, সে যা বলছে বা শুনছে বা পড়ছে অথবা বর্ণনা করছে, তার শুদ্ধতা ভালোভাবে যাচাই করে নেয়া। কারণ, এটা মানুষের বুদ্ধি ও ইমানের পরিচয়। এটা জরুরি এজন্যেও যে, ইন্টারনেটে ভালোমন্দ সবই লেখা হয়, সক্ষম-অক্ষম সবাই তাতে লেখে। অনেকে আবার অপরিচিত নাম বা ছদ্মনামে লেখে। সে কারণেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে সতর্কতা অবলম্বন করা। তাই কোন সংবাদ বা অন্যকোন বিষয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানা যাবে; সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা। নিশ্চিত হওয়ার পর এ সংবাদ বা তথ্যটি প্রচারের উপযোগিতা নিয়ে ভাববে। তা কল্যাণকর হলে প্রচার করা। অন্যথায় তা প্রচার থেকে বিরতো থাকা। এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণে কতো অনিষ্টই না সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এমন রয়েছে, যারা ইন্টারনেটে যা পায়, মহাসত্যের মতো বিশ্বাস করে নেয়। এটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ, বুদ্ধিমানের কাজ হলো, বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নেয়া। এমনকি কোনো সুপরিচিত ব্যক্তির কথা হলেও যাচাই করে দেখা উচিত। অপরিচিত মানুষের কথাবার্তার কী অবস্থান নিতে হবে তা বলাই বাহুল্য। মানুষ যা শোনে, তা-ই প্রচার করতে শুরু করা থেকে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। *সহিমুসলিম*-এর একহাদিসে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

> ব্যক্তির মিথ্যা বলার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে, তা বর্ণনা করতে শুরু করে দেয়।[১২২]

ফেতনা-ফাসাদের সময় এ আদবটি অধিকতর গুরুত্বসহ পালন করা জরুরি। যে নিজের উপকার চায়, তার উচিত নিরাপদে থাকার জন্যে, ভৎসনা থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, এই আদবটি কঠিনভাবে ধরে রাখা। আল্লাহতাআলা বলেন–

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

> আর যখন তাদের কাছে সাজা কিংবা ভীতিজনক কোনো বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রাসূলের কাছে এবং তাদের কতৃর্ত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতো, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে

---

[১২২]. সহিমুসলিম-মুকাদ্দামা: হাদিস: ৫।

যারা তা উদ্ভাবন করে, তারা তা জানতো। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তঁর রহমত না হতো, তবে অবশ্যই অল্প ক'জন ছাড়া তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে।[১২৩]

কোনো কিছু শোনার সাথে সাথে তা প্রচার করবে কী করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও বিধান পাচ্ছি এ আয়াতে। তাই কোনোকিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রচার করা উচিত নয়; বরং কথা বলার আগে ভেবে দেখা উচিত, প্রচার করলে তা ভালো হবে না মন্দ হবে।

নিশ্চিত হওয়া ও ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে পবিত্রকোরআনের আরেকটি আয়াত হলো–

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

তোমার প্রতি ওহি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তুমি কোরআন পড়ায় তাড়াহুড়ো করো না এবং তুমি বলো, 'হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।'[১২৪]

এখানে জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্যে একটি শিক্ষণীয় আদব রয়েছে, আর তা হলো, জ্ঞানের ব্যাপারে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। কোনো বিষয়ে রায় দিতে তারাহুড়ো না করা। গর্ববোধ নিপতিত না হওয়া। উপকারী জ্ঞানার্জন যাতে সহজ হয়, সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।

৮. ভেবে-চিন্তে মন্তব্য করা

এ ক্ষেত্রে সচেতন লোকমাত্রই উচিত হবে, সববিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরতো থাকা। জানা থাকলেই সবকিছু বলে দিতে হবে, এমনতো কথা নয়; বরং ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু বলা। ছোটো বড়ো সববিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক বলে মনে করি না। ঘটে যাওয়া সব বিষয়ে মন্তব্য করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ, মন্তব্যকারী হয়তো বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করেনি। এমনও হতে পারে, অবস্থা নিরূপণে সে ভুল করছে। তাই ধীরস্থিরতা খুবই জরুরি। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে, 'তাড়াহুড়োকারীর পাথেয় হলো 'ভুল'। এর বিপরীতে যে ভেবে-চিন্তে মন্তব্য করবে, বিবেকের স্বচ্ছতা তাকে সহায়তা দেবে। বক্ষমাণ অভিমতটি তার মস্তিষ্কে পরিপক্কতা পাবে, ভুল কম হবে।

৯. উপস্থাপনে ভারসাম্যতা রক্ষা করা

বুদ্ধিমানের উচিত উপস্থাপনে ভারসাম্যতা রক্ষা করা, অতিরঞ্জন থেকে বেঁচে থাকা। ছোটোকে বড়ো করে না বলা। কারণ, অতিরঞ্জন ও তিলকে তাল করে বলার মাঝে বাস্তবতা হারিয়ে যায়।

---

১২৩. সুরা: আন্‌নিসা, আয়াত: ৮৩।

১২৪. সুরা: তহা, আয়াত: ১১৪।

১০. আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এ বিশ্বাস রাখা

ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে বাঁচার একটি উপায় হলো, এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রত রাখা–আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই দেখছেন। কোনো এককবি বলেন, 'আমার এই চোখ ওই যুবকের চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে দেখেনি, যে নিভৃতে আল্লাহর মাহাত্মকে ভয় করে।'

তাই বুদ্ধিমানের উচিত, এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বসহ নেয়া। সবসময় একথা মনে রাখা, সব গায়েব-অদৃশ্য আল্লাহর কাছে দৃশ্যমান। এটা বোঝা উচিত, যে কোনো কিছু গোপন করবে, আল্লাহ তাকে ওই বিষয়ের পোশাক পরিয়ে দেবেন, যে কোনো কিছু গোপন করলো, চাই তা ভালো হোক বা মন্দ, আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন। আমল যেধরনের হবে, প্রতিদানও সে অনুপাতেই হবে। পবিত্রকোরআনে বলা হয়েছে–

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ

যে খারাপকাজ করবে, তাকে তার প্রতিফলন দেয়া হবে।[১২৫]

১১. যা উপকারী তা পেশ করায় অংশ নেয়া

ইন্টারনেটের খারাপ দিকগুলো থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরি, এভাবে মুসলমানদের উচিত, ইন্টারনেটের ভালো দিকগুলো থেকে উপকৃত হওয়া। বিশেষ করে ব্যক্তি যদি ইন্টারনেট বিষয়ে জ্ঞান রাখে অথবা এই ময়দানে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে। এধরনের লোকের জন্যে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া জরুরি।

১২. নিষিদ্ধ ও অবৈধো বিষয়গুলোর প্রতিবাদ করা

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর উচিত অবৈধো ও অযাচিত বিষয়ের প্রতিবাদ করা, সাধ্য ও সামর্থ্য মতো এ কাজটি করে যেতে হবে, এ ক্ষেত্রে নিজেকে ছোটো মনে না করা।

---

[১২৫]. সুরা: আন্‌নিসা, আয়াত: ১২৩।

ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচারের পথ ও পদ্ধতি

বর্তমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন অনুসঙ্গ হয়ে এসেছে ইন্টারনেট। ঘরে ঘরে ঠাঁই করে নিয়েছে কম্পিউটার। স্মার্টফোনের মাধ্যমে সেটি আরো ছোটো হয়ে শোভা পাচ্ছে মানুষের হাতে হাতে। তারই উপর ভিত্তি করে যোগাযোগের নতুন এই মাধ্যম সব জায়গায় ঢুকে পড়েছে। প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক থাকলেও তার বিবর্তন ঘটেছে দ্রুতো। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও এখন ইন্টারনেটের বিশাল জগতে ঢোকা যাচ্ছে। ব্লগিং, গুগলিং, টুইটারিং, ফেসবুকিং, চ্যাটিং, আপলোডিং, ডাউনলোডিং, ইউটিউব, ই-মেইল, উইকিপিডিয়া এসবই এখন মানুষের একান্ত পরিচিত হয়ে ওঠেছে। সকালে ঘুম থেকে ওঠেই পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণে ঢুকে দেখছেন সেখানে নতুন কোনো খবর আছে কী-না। জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে স্যাটেলাইট, এফএম রেডিও, অনলাইন গণমাধ্যম।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গণযোগাযোগের এই জনপ্রিয় মাধ্যমটিতে উপেক্ষিত থেকেছে ইসলাম। যেখানে ইসলামবিরোধীরা অজস্র ব্লগ ও পেজ খুলে প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, সেখানে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরাতো দূরের কথা, ইসলামপন্থীদের অলস ঘুমের কারণে বিরোধীদের মিথ্যাচারের যথাযথ জবাব পর্যন্ত দেয়া যাচ্ছে না। ফলে মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। মনের অজান্তেই অনেকে ইসলামবিরোধীদের মিত্রে পরিণত হয়ে নাস্তিকের তালিকায় নাম লেখাচ্ছে। বিরোধীদের মিথ্যা অভিযোগের সঠিক জবাব দেয়ার মতো সমৃদ্ধ লেখকবৃন্দ ইন্টারনেটে অনুপস্থিত। নবীনদের মধ্যে যারা বিরোধীদের জবাব দেয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের মধ্যেও অনেকে কোরআন-হাদিসের জ্ঞানে অপরিপক্ব হওয়ায় তাদের প্রদত্ত জবাব সব মহলে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না।

আলেমসমাজের একটি বিশাল অংশ বরাবরই নিজেদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখতেই যেনো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাদের বিরুদ্ধে কতোটা মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে, এর খবরও তাদের নেই। যখন ইহুদিরা ইনোসেন্স অব মুসলিম রচনা করে বিশ্বনবির সাথে চরম বেয়াদবি করলো; তখন শুধু মিছিল-মিটিংয়ের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করাকেই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব মনে করা হয়েছে। মক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র *গেরিলা* নির্মাণ করে প্রমাণ করা হয়েছে রাজাকার মানেই দাড়ি-টুপিঅলা লোক (?)! মাওলানারাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন

গণহত্যা, গণধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মূল হোতা। ওলামায়েকেরামের এই মিডিয়াবিমুখতাকে যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবচেতন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মূল্যবান সম্পদের পাহারাদারের সাথে তুলনা করা যায়। তারা ইসলামের পাহারাদার; কিন্তু ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছেন।

সরলপ্রাণ ওলামায়েকেরামের এই মিডিয়াবিমুখতাকে অপূর্ব সুযোগ হিসেবে নিয়েছে ইসলামবিরোধী চক্র। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাই লিখে যাচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে ঘটিয়ে দিচ্ছে অঘোষিত ইন্টারনেট বিপ্লব। ইউটিউবে হাজার হাজার বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করছে নিরবে। এমনকি তাদের আক্রমণ থেকে মানবতার পরম বন্ধু হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মহান চরিত্রমাধুর্যও রেহাই পাচ্ছে না। মুসলিমরাষ্ট্রগুলোতে সন্ত্রাসী আছে শুধু তা প্রমাণ করলেই হবে না বরং মুসলমানদের প্রত্যেকটি ইউনিট অর্থাৎ, প্রত্যেকটি মুসলমানই আজন্ম সন্ত্রাসী। প্রত্যেকটি মুসলমানের রক্তেই রয়েছে সন্ত্রাসের বীজ তা প্রমাণ করাই আজ তারা প্রধান কর্তব্য মনে করছে। কারণ, সেটা প্রমাণ হলেই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ বৈধো হবে।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা হলো *রয়টার্স*। পৃথিবীর এমন কোনো সংবাদপত্র, রেডিও সেন্টার নেই, যারা রয়টার্স থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। বর্তমান বিশ্বের প্রধান দু'টি প্রচার মাধ্যম *বিবিসি* এবং *ভয়েস অব আমেরিকাও* প্রায় নব্বইভাগ সংবাদ *রয়টার্স* থেকে সংগ্রহ করে থাকে। বিখ্যাত এই সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার্স ১৮১৬ সালে জার্মানির এক ইহুদিপরিবারে জন্মান। *রয়টার্স*-এর মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা তাদেরই। *টাইমস, নিউজ* উইক-এর মতো বহুলপ্রচলিত পত্রিকাগুলোর প্রভাবশালী সাংবাদিক ও কলামিস্ট তারাই।

নতুন প্রজন্মের একটি বিশাল অংশ, যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি, তাদেরকে ইতিমধ্যেই তারা কাবু করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামের কথা বলে কিছু সুযোগ সন্ধানী কাদিয়ানি, দেওয়ানবাগীর মতো বিপদগামী গোষ্ঠিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ধর্মভীরু মুসলমানদের মগজ ধোলাইয়ে ব্যস্ত। আমরা যারা ইন্টারনেট থেকে দূরে, তারা মনে করি বাংলাদেশ ক'জনই বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। আমাদের এই অমূলক ধারণা ভেঙ্গে দিতে একটি তথ্যই যথেষ্ট যে, দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রিন্টভার্সনের চেয়ে ইন্টারনেট ভার্সনের পাঠক প্রায় দ্বিগুন। শীর্ষ *প্রথম আলো, ইত্তেফাক, ইনকিলাব* থেকে নিয়ে *আমাদের সময়* পর্যন্ত সবগুলো পত্রিকার নেট ভার্সনের পাঠক দ্বিগুন বা তার চেয়েও বেশি।

বলা যায় ইন্টারনেট দীনি দাওয়াতের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। অনেক ফ্যামিলি আছে যারা আধুনিকতার নামে তাদের সন্তানদেরকে ইসলামকে জানার সুযোগ দেয়নি, আল্লাহ, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], পরকাল সম্পর্কে দেয়নি কোনো ধারণা। তারা দীনের দাওয়াত থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। এই

প্রজন্মের অধিকাংশই এমন যে, সারাদিন ইন্টারনেটেই পড়ে থাকে। সেই প্রজন্মের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়ার অন্যযেকোনো মাধ্যমের চেয়েই ইন্টারনেটই সবচেয়ে সহজ।
আধুনিককালে শহর-নগরে তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা। একেকটি অট্টালিকার একেকটি তলায় বাস করছে তিন চারটি ফ্যামিলি। লোকসংখ্যার বিচারে এমন একটি অট্টালিকাই যেনো একটি গ্রাম। নিরাপত্তার কারণে সেসব ফ্ল্যাটে ঢুকা সম্পর্ণই দুরূহ। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরোজায় কড়া নেড়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। যার অর্থ হাজার হাজার গ্রামে আমরা দাওয়াত নিয়ে যেতে পারছি না। তাহলে কি তারা দীনের দাওয়াত থেকে বঞ্চিত হবে? তাদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর সহজ একটি মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। কারণ আল্লাহতাআলা বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকাজ করে আর বলে, আবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।[১২৬]

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

বলো, এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১২৭]

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

আল্লাহর শপথ, তোমার মাধ্যমে একজনকে আল্লাহর হেদায়েত দান করা তোমার জন্যে লাল উটের চেয়েও উত্তম।[১২৮]

কোরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য নবি-রাসুল, সমাজসংস্কারক ও আল্লাহর পথে একনিষ্ঠভাবে আহ্বানকারী পুণ্যবান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণ করা। তাঁদের অনুবর্তিতায় দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে, সমকালে মানুষের জীবনযাপনের ধরন বদলেছে। অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে প্রযুক্তির সব শাখায়। ফলে মানুষের ওপর সরাসরি ছাপ রাখার পদ্ধতিও বদলেছে। বিশ্বজুড়ে ভিন্নতা এসেছে দাওয়াত ও প্রচার কৌশলে।

---

১২৬. সুরা: ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩।
১২৭. সুরা: ইউসুফ, আয়াত: ১০৮।
১২৮. সহিবোখারি: হাদিস: ৪২১০, সহিমুসলিম: হাদিস: ৬৩৭৬।

আগে সমাজসংস্কারকরা বাজারে, মসজিদে ও বিভিন্ন লোক সমাগমস্থলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন; কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে একজন দায়ি (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) ঘরে বসেই রেডিও, টিভি, সিডি, বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন কোটি কোটি লোকের দুয়ারে। এটিকে সহজ ও গতিশীল করেছে আন্তর্জাতিক তথ্যবিনিময় মাধ্যম তথা ইন্টারনেট। সন্দেহ নেই আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার একচমৎকার মাধ্যম এই ইন্টারনেট। কারণ–

১. ইন্টারনেটের প্রতি দিন দিন মানুষের আগ্রহ বাড়ছে

এ যুগে যেকোনো তথ্যের জন্যে মানুষ ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হচ্ছে। বহির্বিশ্বের সব ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্যে ছুটে আসে ইন্টারনেটের দুয়ারে। আগে পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত কোনো তথ্য পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতো। বর্তমানে এ অবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন মানুষ বাড়িতে বসে, এমনকি নিজের খাস কামরায় শুয়েও অনায়াসে ইসলাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। আর মোবাইলে নেট সার্ভিস যোগ হওয়ায় তথ্য চলে এসেছে প্রযুক্তি সচেতন মানুষের হাতের মুঠোয়।

ইন্টারনেট কীভাবে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখছে তার ধারণা পাওয়া যায় *আল-সুন্নাহ* নামের একটি ইসলামি সাইটের একজন দায়ির বিবরণে। সাইটে প্রকাশিত একনিবন্ধে তিনি বলেন, 'ইন্টারনেট চ্যাটে আমাকে নিউজিল্যান্ডের একবন্ধু জানিয়েছেন, তিনি বছরতিনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তার বাবা-মা এখনো এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আমেরিকান তরুণী বোন জামিলা জানিয়েছেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইন্টারনেট থেকে ইসলামি বই-পুস্তক প্রিন্ট করে রাখেন। তারপর সাপ্তাহিক ছুটির দিন সেগুলো মনযোগ দিয়ে পড়েন। তিনি আমার কাছে অনেক ছাত্র ও গবেষকের পক্ষে মেইল করেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দেই। আমি সর্বশেষ যে মেইলের জবাব দিয়েছি, সেটা পাঠিয়েছেন ১৫ বছর বয়সী একব্রিটিশ তরুণ। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন মৃত্যুদণ্ডকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে? আমি আমেরিকার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের মেইলও পেয়েছি। তিনি আমার কাছে ইসলাম বিষয়ে অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন।'

২. এই দাওয়াতি মাধ্যমে খরচ অনেক কম

কেউ যদি মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি ছোটো পুস্তিকাও প্রকাশ করতে চান, এজন্যে তাকে কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে হবে। পক্ষান্তরে এ লোক যদি বইটি ইন্টারনেটে প্রকাশ করেন, এর জন্যে তাকে উল্লেখযোগ্য কোনো এমাউন্ট ব্যয় করতে হবে না। অনেক কোম্পানি আছে,

যাদের সেবা নিতে কোনো খরচই গুনতে হয় না। আল্লাহর পথে আহ্বানকারীরা এই সুযোগের সৎব্যবহার করতে পারেন।

৩. এই মাধ্যমে কাজ করা অনেক সহজ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া এবং এর পদ্ধতি রপ্ত করা একেবারে সহজ। এর জন্যে কোনো সার্টিফিকেট লাভ বা কঠিন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। অনেক ইসলাম প্রচারক আছেন, যারা মাত্র ক'দিনে ইন্টারনেটে নিজস্ব পেইজ খোলা এবং অন্যের সঙ্গে তথ্য ও বাক্যের আদান-প্রদানের পদ্ধতি শিখেছেন। আজ এদের থেকে অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন।

৪. অনেক ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয় না

যেমন ধরুন, আপনি ঘুমিয়ে আছেন, সফরে আছেন কিংবা আপনি এখন ব্যস্ত, এ সময়েও কিন্তু আপনার দাওয়াতি সাইট বা আপনার সরবরাহ করা তথ্য থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে; কিন্তু যিনি মসজিদের আসরে বা মাদরাসার শ্রেণীকক্ষে 'এলেম' বিতরণ করেন, তিনি অসুস্থ হলে বা সফরে গেলে তার এলেম থেকে মানুষ তখন উপকৃত হতে পারে না।

আবার দেখুন, যখন কেউ আপনার কাছে ক্লাসে বা আসরে সরাসরি ইসলামের কোনো বিধান জানতে চাইবে, আপনি সে বিষয়ে না জানলে তাৎক্ষণিকভাবে আপনাকে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অথচো ইন্টারনেটে যদি কেউ আপনার কাছে কিছু জানতে চায়, আপনি তার জবাব দেয়ার জন্যে বই দেখা বা অভিজ্ঞ কোনো আলেমের শরণাপন্ন হবার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন।

৫. ব্যাপক অঙ্গন ও একে কাজে লাগানো প্রয়োজনও বেশি

দুঃখের সঙ্গে জানাতে হয়, অঙ্গনটিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে দুনিয়াবাসী আমাদেরকে অনেক অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে। এমনকি এখনো এটিকে কাজে লাগানোর জন্যে আমাদেরকে তাদের পদ্ধতি এবং তাদের কোম্পানিগুলোর ওপরই নির্ভর করতে হয়। ব্যাপারটি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

ইন্টারনেটে দাওয়াত দেবেন কীভাবে?

ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো যায় নানা উপায়ে। ইন্টারনেটে নিত্য নতুন সুবিধা যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর উপায়ও বাড়ছে প্রতিদিন। যেমন মেইল বা বার্তা আদান-প্রদানের সুবিধা যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট আবিষ্কারের পরে। আজ এটি মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান এবং তাদের সামনে ইসলাম তুলে ধরার কার্যকরী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এভাবে অনেক সেবাই ইদানীং সংযোজিত হয়েছে, যা আমরা দীন প্রচারে কাজে লাগাতে পারি। নিচে আপনাদের সামনে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার কিছু কার্যকর পদ্ধতি তুলে ধরছি–

১. মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার উদ্দেশে ওয়েব সাইট বানানো

এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াতের সবচে ফলপ্রসূ ও অধিক কার্যকর উপায়। সাইটের মাধ্যমে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সারাবিশ্বের কোটি কোটি পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দেয়া যায়। মুসলিম ও অমুসলিম সবাই এ থেকে উপকৃত হতে পারে। ইসলামি যেকোনো জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের মাধ্যমেও দীনের বিশাল সেবা দেয়া সম্ভব একটি সাইটের মাধ্যমে। সৌদি আরবের একটি ওয়েব সাইট *islamhouse.com* এর কথাই বলি। বিশ্বের প্রায় আশিটি ভাষায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সারাবিশ্বে বাংলায় এর প্রায় ৯০ লাখ ব্রাউজার রয়েছে। *আল-সুন্নাহ* নামের (*www.alssunnah.com*) একটি ইসলামি সাইটের পরিচালনা বোর্ডের বক্তব্য এমন–

> আমরা এ সাইটে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী অনেক অমুসলিমের চিঠি পাই। তারা জানতে চান কীভাবে ইসলামে দাখিল হতে হয়, এর পদক্ষেপগুলো কী কী ইত্যাদি। তেমনি দীনি জিজ্ঞাসার জবাব ও জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যার সমাধান জানতে চান আগ্রহী মুসলিমরা। পর্যাপ্ত শরয়ি জ্ঞান ও বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী একদল কল্যাণব্রতী নিষ্ঠাবান যুবকের মাধ্যমে এসব পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সব ভাষায়ই আমরা এর কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

এই মাধ্যমটির গুরুত্ব এখানেও নিহিত যে, সাইটটি হতে পারে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতিসমৃদ্ধ একবিশাল লাইব্রেরি, যা নানা ভাষায় কোটি কোটি মানুষ নিখরচায় পড়তে পারবে। পৃথিবীর যেকোনো দেশ থেকে যেকোনো সময় সেখানে

প্রবেশ করা যাবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমাদের পথ দেখাতে পারে। যেমন, একটি সাইটে একলাখ চব্বিশ হাজার হাদিস আপলোড করে দেয়া হয়েছে। আরেকটি সাইটে পবিত্রকোরআনের অনুবাদ দেয়া হয়েছে সাতটি ভাষায়। আরেক সাইটে সৌদিআরবের উচ্চতর ফতোয়া বোর্ড-এর চার হাজার ফতোয়া তুলে ধরা হয়েছে। অপর একসাইটে বিভিন্ন ভাষায় প্রাজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের নয়শো ইসলামি সিডি উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইন্টারনেটে অনেক কোম্পানির সন্ধান পাওয়া যায় যারা ফ্রি ডোমেইন দিয়ে থাকে। এসবের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় সাইট http:/www.hypermart.net/। এধরনের যেকোনো জনপ্রিয় সাইটে ঢুকে আপনিও নিজের নামে একটি সাইট খুলতে পারেন। একটি দাওয়াতি পেজ খোলার জন্যে আগ্রহী ব্যক্তিকে শুধু শিখতে হবে 'ফ্রন্ট পেজ' অথবা ওয়ার্ড ২০০০-এ কীভাবে পেজ ক্রিয়েট করতে হয়। জানতে হবে কীভাবে নিজের সাইটটিকে কম্পিউটার থেকে ইন্টানেটে ওঠাবেন। আর এগুলো খুব সহজ কাজ। এর জন্যে দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
উল্লেখ্য, উপরের সাইটটি বর্তমানে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, বসনীয়, আলবেনি, মালয়, ইন্দোনেশি, ফিলিপাইনি ও ফিনল্যান্ডিয়ান ভাষায় পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে নতুন আরো ছয়টি ভাষা সংযোজনের কাজ চলছে। সেগুলো হলো, হিন্দি, বাংলা, সিংহলিজ, তেলেগু, মালায়ালম ও তামিল ভাষা।

২. অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা

এটি একটি উত্তম উপায়। এর কার্যকারিতাও অনেক বেশি। শুধু এ তথ্য জানানোই যথেষ্ট হতে পারে যে, উপরের সাইটের একজন দায়ির হাতে অল্পসময়ে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের বিশজন নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এই অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে। এই চ্যাট বা আড্ডা হতে পারে কয়েক পদ্ধতিতে–

ক. সরাসরি আলোচনা (Direct dialogue)

এটি সম্ভব Mirc প্রোগ্রাম (http:/www.mirc.com/) বা ICQ কিংবা ইয়াহু মেসেঞ্জার, গুগলটক বা ফেসবুক ইত্যাদি প্রোগ্রামের সাহায্যে। দীনের পথে মানুষকে আহ্বানকারী ব্যক্তি এসবের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা ব্যক্তিগতো বা বিশেষ ব্যবস্থায় চ্যাট করতে পারেন। বাংলা ভাষায় এ মাধ্যমটিকে দাওয়াতের কাজে লাগানোর ঘটনা বিরল হলেও বিশ্বের বহুল প্রচলিত ভাষা যেমন ইংরেজি ও আরবিতে এ পদ্ধতি অনেক সুফল বয়ে আনছে। কতোজন যে এভাবে তাদের দীনিজ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেছেন আর কতোজন যে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। ভুরি ভুরি ঘটনার মধ্যে এখানে মাত্র একটি তুলে ধরা যাক–

আমি একটি চ্যাট রুমেছিলাম। সেটি ছিলো অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার বিশেষ রুম। রুমটিতে আমি একাই ছিলাম। কথা বলতে বলতে আমি বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অন্যকেউ সেখানে আসা পর্যন্ত আমি নিজেকে উপকারী অন্যকাজে নিয়োজিত করলাম। ইতিমধ্যে চ্যাট রুমে একজন যুবক ঢুকলো। সে আমার সহযোগিতা চাইলো। বলাবাহুল্য, আমি তখন পর্দায় অনুপস্থিত। সঙ্গত কারণেই তার ডাকে সাড়া দেয়া হয়নি। তিনিও তখন অন্যমনস্ক হলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলেন। আবার সহযোগিতা চাইলেন এবং ফিরে গেলেন। ব্যাপার হলো, আমি যখন পর্দায় লক্ষ্য করলাম, লোকটির রিকোয়েস্ট ও অনুনয় দেখতে পেলাম। তবে তা সময় পেরিয়ে যাবার পর। সহজেই আমি তাকে অন্যচ্যাট রুমে খুঁজে বের করতে সক্ষম হলাম। আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তাকে বললাম, দয়া করে বলুন, আপনি কি চান আমি আপনাকে সহযোগিতা করি? এতে তিনি খুব খুশি হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মুসলিম? উত্তর দিলাম, জি, আলহামদুলিল্লাহ। এতে তার খুশির মাত্রা বেড়ে গেলো। তিনি আমাকে বললেন, 'আমি একজন আমেরিকান। বয়স আমার ৩৬ বছর। ধর্মতত্ত্ব বিভাগ থেকে আমি মাস্টার্স করেছি। চাইলেই আমি পাদ্রী হতে পারি; কিন্তু একটি বাস্তবতা আমার শান্তি কেড়ে নিলো। যখনই আমি নিজ ধর্মের গভীরে যাই, আমার সন্দেহ বেড়ে যায়। আমার ভেতরে আমি গভীর বৈপরিত্য অনুভব করি। তখন আমি খ্রিস্টধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম। এমন কোনো বহুল আচরিত ধর্ম বিশ্বাস বাদ রাখলাম না, যার সম্পর্কে জালনাম না বা যা নিয়ে কিছু পড়লাম না। এভাবেই আমি ইসলামকে পেয়ে গেলাম। ইসলাম সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করলাম। অনুবাদ পড়ে আমি কোরআনও খতম করলাম। অবশেষে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, এটিই আল্লাহ প্রদত্ত সত্যধর্ম। এটিই ফিতরাত ও প্রকৃতির ধর্ম। আমার আবেদন হলো, আপনাদের ধর্মে কি আমাকে গ্রহণ করবেন? আমি কীভাবে ইসলামে দাখিল হবো? ইসলাম গ্রহণে আমাকে কী কী পদক্ষেপ অবলম্বন করতে হবে?

সত্যকথা কী, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি যখন কথা বলছিলাম, রাত বাজে তখন ২টা। তন্দ্রার প্রভাবে আমি নিজের হাতদু'টিও দেখতে পাচ্ছিলাম না; কিন্তু যখন লোকটির এসব কথা পড়লাম, মুহূর্তেই আমার ঘুম ছুটে পালালো। আমি তাকে বললাম, আপনি সুস্বাগতো হে আমার নতুন ভাই। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। ব্যাপারটি একেবারে সহজ। আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিলো আপনাকে আমরা গ্রহণ করবো কী-না? এর জবাবে বলি, আমাদের ধর্মে এর সুস্পষ্ট জবাবই রয়েছে। সেটা হলো, 'হাইয়াকাল্লাহ' তথা স্বাগতম, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। যে আল্লাহর দিকে একবিঘত অগ্রসর হয়, আল্লাহতাআলা তার দিকে একহাত অগ্রসর হন। আর আপনি জানতে চেয়েছেন কীভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। এর উত্তর হলো, আপনাকে এজন্যে তেমন কিছু করতে হবে না; শুধু আমি যা লিখি, তা নিজের মুখ ও মন থেকে আবৃত্তি করবেন। আমি কালেমায়ে শাহাদত লিখলাম এবং ইংরেজিতে তার অর্থও লিখে দিলাম। এরপর একজন সদ্য

ইসলামে দাখিল ব্যক্তির জন্যে গোসল, মাথা মুণ্ডানো এবং নাপাক লেগে থাকলে পোশাক পরিবর্তনসহ যা কিছুর দরকার হয় লিখলাম।

এসব শুনে ভদ্রলোক খুশিতে আটখানা হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাহাদাহ পাঠ ও ইমানের ঘোষণা দিলেন। এরপর তিনি একটি ইসলামিক সেন্টারে গেলেন। সেন্টারের লোকেরা তাকে আরো অনেক কিছু শেখালেন। পরে তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখেন। তাতে তিনি নিজের নতুন নাম জানান ইমান আসাদ। তারপর থেকে আমাদের মাঝে নিয়মিত মেইল বিনিময় হয়। আলহামদুলিল্লাহ, এমন আরো ঘটনা আমার সঙ্গে এবং আমার অন্যদায়ি ভাইদের সঙ্গেও ঘটেছে।

খ. পরোক্ষ আলোচনা (Indirect dialogue)

ইন্টারনেটের সাহায্যে অন্যের সঙ্গে পরোক্ষভাবে আলোচনার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি উপায় রয়েছে–

১. সংলাপ প্রাঙ্গণ বা Message Boards-এর সাহায্যে অন্যের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা জনপ্রিয় সব সার্চ ইঞ্জিনেই এ সেবা রয়েছে। যেমন, গুগল, ইয়াহু, এমএসএন, বিং, ডগ পাইল, আস্ক ডট কম ইত্যাদি। এসব সাইটে কোটি কোটি মানুষ দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে তাদের বিচিত্র ভাবনা বিনিময় করেন। গণমানুষের মধ্যে মিশে যেতে এবং নানা ধর্ম ও মতের মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে এ এক আদর্শ ময়দান। চাইলে এ লিংকে একটিমাত্র ক্লিক করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। আপনিও পারেন আল্লাহর পথে দায়ি হয়ে যেতেঃ http:/messages.yahoo.com/index.html

২. নিউজ গ্রুপস-এর সাহায্যে অন্যের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা। এসব মূলত আনলিমিটেড স্পেসজুড়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা, সংলাপ ও বিতর্কের গ্রুপ। বিশেষ করে এখানে সব ধর্ম, চিন্তা ও মতবাদের লোকেরা সবিস্তারে ধর্মীয় দিক আলোচনা করতে পারেন। এ অঙ্গনে অসংখ্য দিশেহারা ও পথভ্রষ্ট লোক হেদায়াতের আলো নিয়ে মতবিনিময় করে। তেমনি অনেক অমুসলিম এখানে তাদের সবধরনের কুৎসা ও কৌশল ব্যবহার করে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের ওপর আক্রমণ চালায়। আলহামদুলিল্লাহ, এখানে অনেক ভালো লোকও রয়েছেন, যারা অঙ্গনটিকে কাজে লাগাতে অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেক কম।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই গ্রুপগুলোর কাছে পৌঁছা যাবে? হ্যাঁ, এসব গ্রুপের কাছে পৌঁছার দু'টি পন্থা রয়েছে–

১. প্রত্যেক সার্চ ইঞ্জিনেরই যেমন মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার রয়েছে, একটি মেইলিং প্রোগ্রাম এবং আরেকটি প্রোগ্রাম নিউজের। সেটির কথাই বলা হচ্ছে এখানে। এ প্রোগ্রাম এ্যাকটিভ করার মাধ্যমেই আপনি এসব গ্রুপের কাছে পৌঁছতে পারবেন।

২. এসব গ্রুপের কাছে পৌঁছার দ্বিতীয় পন্থা হলো, এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করা। যার এড্রেস হলোঃ http:/www.deja.com/। এই সাইটটির মাধ্যমে আপনি এসব গ্রুপের মধ্যে ঢুকতে পারবেন। এসবের আলোচনার শিরোনাম খুঁজে নিতে পারবেন। তারপর ইচ্ছে মতো বিষয়ে মানুষের আলোচনার মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে।

৩. আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার জন্যে ই-মেইল ব্যবহার করা

অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় এটি পূর্ণাঙ্গ ও চমৎকার মাধ্যম। এটি দায়ি ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্যে টার্গেট জনগোষ্ঠীর পর্যন্ত পৌঁছার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। এ মাধ্যমটি কাজে লাগানোর কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে–

১. প্রচলিত পন্থায় ই-মেইলের মাধ্যমে পত্রবিনিময়

টার্গেট মানুষদের কাছে পৌঁছুনো, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা খুঁজে পেতে এ এক চমৎকার মাধ্যম। উপরের *আল-সুন্নাহ* সাইটের মাধ্যমে ইসলামগ্রহণকারীদের অধিকাংশই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এ ই-মেইল পদ্ধতির সাহায্যে।

২. ইন্টারনেটে অনেক কোম্পানির সন্ধান পাওয়া যায়

এরা যুক্তিসঙ্গত মূল্যে মেইলিং সেবা দিয়ে থাকে। এসব কোম্পানির কাছে রয়েছে মেইল এড্রেসের বিশাল তালিকা। এদের কারো কারো রয়েছে পাঁচ/ছয় কোটি মেইল এড্রেস। এসব কোম্পানির সঙ্গে দায়ি ও মোবাল্লিগরা নির্দিষ্ট এমাউন্টের বিনিময়ে চুক্তিতে পৌঁছতে পারবেন। চল্লিশ পঞ্চাশ ডলার দিয়ে আপনি পাঁচ মিলিয়ন এড্রেস পেতে পারেন। সদ্ব্যবহার করতে পারলে, ভালোমতো কাজে লাগাতে পারলে, সুন্দর বাক্য ও সুবচন চালিয়ে যেতে পারলে এটি একটি উত্তম মাধ্যম। বিশেষ করে আলোচনার বিষয় বা Subject হওয়া চাই চিত্তাকর্ষক। তবে দেখে নিতে হবে কোম্পানিটি এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কী-না, যাতে তারা কোনো ভুল ঠিকানা সরবরাহ না করে।

৩. নিজেই একটি মেইলিং তালিকা প্রস্তুত করা

এটি হলো একজন দায়ি নিজেই একটি মেইলিং তালিকা প্রস্তুত করবেন, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মেইল এড্রেস থাকবে। তালিকাটা যতো বড়ো হবে, ততোই ভালো। এ পদ্ধতিতে দায়ি ব্যক্তি টার্গেট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার ফলপ্রসূ চিঠি এবং উপকারী উপদেশ বিনিময় করবেন। এতে করে লোকেরা উপকৃত হবে। মৌসুম ও দিবস বিবেচনায় আলোচনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকম হবে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সৌদিআরবের

একভাই ব্যক্তিগতো উদ্যোগে একটি তালিকা অতি সম্প্রতি একটি মেইলিং তালিকা করেছেন, যাতে দশহাজারের বেশি ব্যক্তির এড্রেস রয়েছে। তাঁর এ উদ্যোগের সুবাদে আল্লাহতাআলা অনেক মুসলিম ও অমুসলিমের হেদায়াত নসিব করেছেন। আল্লাহতাআলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ওই ভাইয়ের এড্রেসটির নাম *ই-গ্রুপস কোম্পানি*। প্রকৃতই সেটি বর্তমানে এ অঙ্গনের সেরা কোম্পানি। নিচে তাঁর এড্রেস লিংক দেয়া হলো। চাইলে আপনি এখানে ক্লিক করে দেখতে পারেন–http:/www.egroups.com/group/daleel। আমি নিজেও একটি তালিকা প্রণয়ন করেছি, যেখানে কয়েক হাজার ব্যক্তির ই-মেইল এড্রেস সংগ্রহ করা হয়েছে।

ইন্টারনেটে ভবিষ্যৎ ইসলামের ওপর ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর সাইটের প্রভাব কী

বর্তমানে ইন্টারনেটে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ এবং বড়ো আশঙ্কাজনক দিক হলো, অনেকগুলো ভ্রান্তদলের আত্মপ্রকাশ, যারা ইসলামকে তুলে ধরার নামে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুসলিম এবং সত্যধর্ম সন্ধানী, ইসলামের সঠিক পরিচয় প্রত্যাশী ভাই-বোনদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। হায় অনুভূতি, সত্বরই এরা কী পড়বে আর অচিরেই এরা কী দেখবে?!

আল-সুন্নাহ সাইটের একদায়ির ঘটনা। তিনি একদিন একটি চ্যাট রুমে বসাছিলেন। তখন তাকে একযুবক আহমদিয়াসম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এটি এমন জামাত, সারাবিশ্বের আলেমরা যাদের কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। ইন্টারনেটে এদের ব্যাপক প্রোপাগাণ্ডা রয়েছে। তিনি তার জবাবে ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের কাফের হবার বিষয়টি তুলে ধরলেন। যুবকটি তার সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে, যা তার অজ্ঞাত ছিলো। কয়েকদিন ধারাবাহিক আলোচনার পর তিনি জানতে পারেন যুবকটি তুরস্কের একজন সুন্নি মুসলিম। ভ্রান্ত আহমদিয়াসম্প্রদায়ের একটি ওয়েবসাইট থেকে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। তিনি এর ভয়াবহতা ও ইমানবিধ্বংসী দিক বুঝতে সক্ষম হন। এজন্যে তিনি আল্লাহর কাছে তওবা করেন। যুবকটি আজও তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে।

যুবসম্প্রদায়ের প্রতি বিনীত আবেদন

যুবক ভাইদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা এই আধুনিক প্রচার মাধ্যমটিকে উত্তম কাজে লাগান। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে লগ্নি করুন এবং আল্লাহর হারাম করা বিষয়গুলো থেকে সর্বাত্মকভাবে বিরতো থাকুন। বিশেষ করে আজ যখন তা মানুষের জন্যে বিপদের আকার ধারণ করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে,

ইন্টারনেট একটি দোধারী অস্ত্র। আমাদের তাই মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা এবং নিজের স্বভাব ও আচরণ দিয়ে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইসলামগ্রহণকারী অনেক ব্যক্তির খবর নিলে জানা যায়, তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনলে দেখা যায়, তাদের ইসলাম গ্রহণের কোনো মুসলিম যুবক বা যুবতীর অবদান রয়েছে, যিনি তার সামনে ইসলামের আচার-শিষ্টাচার ও বিধান-সংবিধানের সঠিক চিত্র চিত্তাকর্ষক ভাষায় তুলে ধরেছেন। মনে রাখতে হবে, মুখের ভাষায় দাওয়াতের চেয়ে কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে দেয়া দাওয়াতই বেশি কার্যকর হয়।

প্রিয়ভাই ও বোনেরা, আপনারা কি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দীনের দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় করতে চান? আপনার জন্যে প্রতিদান ও অফুরন্ত নেকি হিসেবে সে ওয়াদাগুলোই যথেষ্ট, যা মহাসত্যবাদী রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মুখ থেকে বের হয়েছে। হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা। তিনি বলেন–

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ ، فَعَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

যে কোনো ভালোকাজের প্রতি (মানুষকে) ডাকবে, যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের সমান নেকিই লেখা হবে ওই লোকের জন্যে। অথচো এটি তাদের নেকি কোনো অংশ কমিয়ে দেবে না। আর যে কোনো ভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে, তাকে যারা অনুসরণ করবে, তাদের সমান পাপই লেখা হবে তার জন্যে। অথচো এটি তাদের পাপগুলো থেকে এতোটুকু কমাবে না।[১২৯]

হজরত সাহল ইবন সাদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

আল্লাহর শপথ, তোমার মাধ্যমে একজনকে আল্লাহর হেদায়েত দান করা তোমার জন্যে লাল উটের চেয়েও উত্তম।[১৩০]

আপনি কি চান না আল্লাহর রহমত আপনাকে বেষ্টন করে নিক? তবে আপনার জন্যে দাওয়াতের পথ। আল্লাহতাআলা বলেন–

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

---

১২৯. সুনানে ইবনেমাজা: হাদিস: ২০৩, সুনানে দারামি: হাদিস: ৫৩০।

১৩০. সহিবোখারি: হাদিস: ৪২১০, সহিমুসলিম: হাদিস: ৬৩৭৬।

আর মোমিন পুরুষ ও মোমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালোকাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শিগগিরই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১৩১]

প্রথমত বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে

১. নতুন ইসলামি সাইটের ঠিকানা এবং এর শরয়ি বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রচার করা।
২. বিভিন্ন উপলক্ষে সমৃদ্ধ কোনো ইসলামি সাইটের বিভিন্ন কনটেন্ট (বিষয়সূচি) প্রচার করা (যেমন হজের মাসে হজের সাইট তুলে ধরা, রমজান মাসে রমজান সংশ্লিষ্ট লেখা তুলে ধরা ইত্যাদি)।
৩. নতুন সাইটের নতুন নতুন বিষয়গুলো পুরো লিঙ্কসহ প্রচার করা।
৪. নতুন প্রবন্ধ দিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
৫. নবাগত ভালো লেখকদের মন্তব্য জানিয়ে উৎসাহ প্রদান করা।
৬. নির্দিষ্ট বিষয়ের সব লিঙ্ক জমা করে দেয়া, যেগুলোর প্রয়োজন হয়।
৭. যে এবাদত সামনে আসছে, মানুষকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন, আশুরার রোজা, আইয়ামেবিজের রোজা ইত্যাদি।
৮. চলমান ইস্যুগুলো সংশ্লিষ্ট ফিকহি দিকগুলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।
৯. মানুষকে বেদাত, নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে সতর্ক করা।
১০. নির্দিষ্ট কোনো হারাম কাজ নির্মূলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তা নির্মূলের চেষ্টা করা।
১১. জনকল্যাণমূলক কাজে মানুষকে পথ দেখানো। যেমন, কোনো সংস্থা বা সংগঠনের কোনো প্রজেক্টের কথা প্রচার করা।
১২. বিপদগ্রস্ত মানুষের আশু সাহায্যের আবেদন প্রচার করা। যেমন, কারো এমন রক্তের প্রয়োজন, যার গ্রুপ সহজে পাওয়া যায় না।
১৩. মানুষকে সুসংবাদ দেয়া এবং মুসলিমদের সুখবর পৌঁছানো।
১৪. মিথ্যা খণ্ডন করা এবং ইসলামের অপপ্রচারের জবাব দেয়া।
১৫. দাওয়াতি কাজে সহযোগিতার আবেদন প্রচার করা।

দ্বিতীয়ত, দাওয়াতি সাইটে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে

অনেক ইসলামি সাইট রয়েছে, যেগুলো আমরা ব্রাউজ করি এবং সেসব থেকে তথ্য পেয়ে প্রতিনিয়ত আমরা উপকৃত হই। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, এ সাইটগুলো আমাদের কতো উপকার করছে, আমাদের ব্রাউজটা হতে পারে

---

[১৩১]. সুরা: আত-তাওবা, আয়াত: ৭১।

তাদের জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক, যদি আমরা তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। আর তা হতে পারে কয়েকভাবে–

- ব্রাউজের মন্তব্যের জায়গায় কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমে সাইট বা সাইটের সেরা দিক নিয়ে প্রশংসাসূচক বা ধন্যবাদজ্ঞাপক কিছু লেখা।
- সাইট কর্তৃপক্ষকে সুন্দর পরামর্শ দিয়ে কিংবা গঠনমূলক সমালোচনা করে অথবা সাইটের সমৃদ্ধি বা উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যে নতুন কোনো পরামর্শ দেয়া এবং সাইটের কারিগরি ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দেয়া।
- সাইটের নানা কার্যক্রমে অংশ নেয়া। কেবল নিজের সাইট করতে দীন প্রচার করতে হবে না ভেবে নিজের রচনা ও লেখা দিয়ে অন্যসাইটগুলোকেও সহযোগিতা করা।
- সাইট সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য ও অভিজ্ঞতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেয়ার করা।
- নিজের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের কাছে সাইটের এড্রেস ও লিঙ্ক পাঠিয়ে ইসলামি সাইটের প্রচার বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য, ইসলামি সাইটের সংখ্যা বর্তমানে একেবারে নগণ্য নয়; কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো আমরা প্রচারে দুর্বল।
- নিউজ গ্রুপগুলোতে সাইটের কথা তুলে ধরা।
- নিজের সাইটে, কর্মক্ষেত্রে বা গাড়িতে ইসলামি সাইটের এড্রেসের স্টিকার লাগিয়ে দেয়া।
- ইসলামি সাইটগুলোয় মানহানিকর প্রশ্ন বা উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনা করে বিরক্ত উদপাদন না করা।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগতো সাইটের লোকদের ভুল শুধরে দেয়ার মধ্য দিয়ে

আপনি হয়তো কারো ব্যক্তিগতো সাইটে ঢুকলেন। সেখানে হয়তো অনৈসলামি পোস্ট ও পিকচারের সমাহার দেখলেন। এখন আপনি তাকে ব্যক্তিগতোভাবে মেইল করে বা সাইটের কর্তৃপক্ষের কাছে সাইটের ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করার পর মন্দবিষয়গুলো পরিহারের আহ্বান জানানোর জন্যে শুভকামিতা দেখাতে পারেন। তাদের ভালো সাইটের এড্রেস এবং ভালো আইডিয়া দিতে পারেন।

সিংহভাগ ওলামায়েকেরামের ধারণা হলো, ইন্টারনেটে অশ্লীলতার চর্চা হয়, তাই আমাদের এর থেকে দূরে থাকাই ভালোই; কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা একটা নিরীহ মাধ্যমমাত্র। ইউজার (ব্যবহারকারী) তাকে যেভাবে ব্যবহার করবে, সে নির্দ্বিধায় সেভাবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য। এ বিবেচনায় ইন্টারনেটকে নিরপেক্ষ বললেও খুব বেশি বলা হবে না বলেই মনে হয়। প্রশ্ন হলো, আমরা কেনো অসুন্দরের প্রচারের আগেই সুন্দরের প্রচার করিনি? ওলামায়েকেরাম একদিন অবশ্যই জেগে উঠবেন; কিন্তু তারা জেগে হয়তো দেখবেন আমাদের পূর্বসূরি আওলিয়ায়েকেরামের ঘামঝরা মেহনতের ফলে সৃষ্ট দীনি পরিবেশ শত্রুর মিথ্যা প্রচারের ফলে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

বাতিল যেভাবে আসে, তার প্রতিরোধের চেষ্টাও হতে হবে সে পথেই। আধুনিক মালয়েশিয়ার ভূপতি ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, 'আমরা ইন্টারনেটের মোকাবেলা করতে পারি ইন্টারনেটের সাহায্যে। কম্পিউটারের মোকাবেলায় কম্পিউটার এবং কলমের মোকাবেলা করতে পারি কলমের সাহায্যে। আমরা উটের পিঠে চড়ে ল্যান্ডক্রুজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারি না।'
তাই এই অপ্রতিরোধ্য ইন্টারনেট আগ্রাসনের যুগে একে আর এড়িয়ে গেলে চলবে না। মন্দের সর্বপ্লাবী বিস্তারের আগেই এগিয়ে আসতে হবে সুন্দরের বিস্তারে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের ব্যাপারে মানুষের কৌতুহল বাড়ছে। ইসলামকে জানতে ও বুঝতে সবাই উদগ্রীব। বিশেষ করে দেশে দেশে অমুসলিম যুব শ্রেণী আগ্রহী হচ্ছে ইসলামের অমীয় সৌন্দর্যের প্রতি। ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হচ্ছে ফরাসি সঙ্গীত শিল্পী দিয়ামসের মতো হাজারো তরুণ-তরুণী। এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যক্তিগতো প্রয়াস যেমন দরকার, তেমনি দরকার সামষ্টিক উদ্যোগ।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সব সম্ভাব্য উপায়ে তাঁর দীনের প্রচারে কাজ করার সুযোগ দিন! আমাদের মেধা, মনন ও সুযোগগুলোকে ইসলামের সেবায় কবুল করুন। আমাদেরকে প্রযুক্তির মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে হেফাজত করুন!! আমিন!![১৩২]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কী?

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আধুনিক বিশ্বে নতুন এক বাস্তবতা। গ্রামের চায়ের দোকানদার এখন নতুন তথ্যের জন্যে পত্রিকার জন্যে অপেক্ষা করে না। পত্রিকার পাতা ঘাঁটাঘাটি করে না; বরং এসবের বদলে স্মার্টফোন, আইফোন, কম্পিউটার এসেছে। এসবের ওপরই মানুষ এখন নির্ভর করে বেশি। আমরা যাকে *ফেসবুক* নামে চিনি, এটি একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এমন আরো অনেক সাইট রয়েছে। যেমন, *টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, গুগল প্লাস, ইউটিউব* ইত্যাদি।
তাহলে আমরা একে সংজ্ঞায় রূপান্তরিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, যে সাইটগুলোর মাধ্যমে আমরা নিত্যদিনের খবর সামান্য সময়ের মাধ্যমে একজায়গা থেকে চাইলে হাজারো মানুষের কাছে লিখিত বা ভিডিওর মাধ্যমে একই সময়ে পাঠাতে পারি, তার নাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। বর্তমানে *ফেসবুক* সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও সর্বাধিক জনপ্রিয়।

নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর ঠিকানা

বাংলাদেশের নাস্তিক ব্লগারদের সোশ্যাল মিডিয়া, *ফেসবুক* ও ব্লগে ইসলামবিরোধী লেখা/মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ই-মেইল ঠিকানা খুলেছে প্রধানমন্ত্রীর

---

[১৩২]. ইসলামি ওয়েবসাইট।

কার্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে নিশ্চিত করা সেই ই-মেইল এড্রেসটি হলো (complainmoha@gmail.com)।
এই ই-মেইল ঠিকানায় যেকেউ অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। ফেসবুক ও ব্লগে আপত্তিকর মন্তব্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার উপায় নির্ধারণ করতে ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলেমদের সঙ্গে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
ফেসবুক ও ব্লগে ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যকারীদের সনাক্ত ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), আইন ও বিচার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক এবং পুলিশের (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) অতিরিক্ত ডিআইজিকে রাখা হয়েছে।
কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রচলিত আইন অনুযায়ী দোষী প্রমাণিত হলে আপত্তিকর মন্তব্যকারীদের এককোটি টাকা জরিমানা এবং ১০ বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। প্রয়োজনে আপত্তিকর মন্তব্যকারী ব্লগার ও *ফেসবুক* ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনেও বিচার করতে পারে।[১৩৩]

---

[১৩৩]. তথ্যমন্ত্রণালয়।

ইসলামে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিধান

ইন্টারনেট হলো তথ্যের একবিশাল জগত। এটি হলো একটি উন্মুক্ত ময়দান সদৃশ্য, যাতে রয়েছে ছোটো বড়ো অসংখ্য ওয়েবসাইটের সমাহার। অধুনা বিশ্বের মানবজীবনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলোতে *ইন্টারনেট* অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্টারনেটে কিছু ভালো বৈধো দীনি সাইটের বিপরীত অশ্লীল ও অবৈধো সাইটের সংখ্যাও প্রচুর। ফলে মানুষ আজ দিন দিন আমল আখলাক দীন ও নৈতিকতা হারিয়ে পশুর কাতারে নেমে যাচ্ছে। এছাড়াও বিধর্মী কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকদের প্রাবল্য ও অধিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় *ইন্টারনেট* ব্যবহারকারীর অন্তরে ধীরে ধীরে ইসলামবিমুখতা, আখেরাত বিষয়ে উদাসহীনতা ও তাগুবপ্রীতি সৃষ্টি হতে থাকে। যার কুফলে আজ যুবসমাজ নাস্তিকতার দিকে পা বাড়াচ্ছে।

এতে সন্দেহ নেই, ইন্টারনেটে খারাপের পাশাপাশি কিছু ভালো উপকারী সাইটও রয়েছে। তথাপি শয়তানের ধোঁকায় পড়তে মানুষের সময় লাগে না। তাই দেখা যায়, ভালো বৈধো সাইট চালানো অবস্থায় শয়তানের প্ররোচনায় একসময় নিষিদ্ধ সাইটগুলোতে ঢুকে পড়ে ও এর ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে যায়। অনেকের আবার *ফেসবুক, টুইটার*সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোর প্রতি রয়েছে সীমাতিরিক্ত আসক্তি, যা তার দীন-দুনিয়ার জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

মোটকথা, এতে উপকারের চাইতে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি, যেমনটি মদ, জুয়ার ব্যাপারে কোরআনে বলা হয়েছে, "আপনি বলুন, এ দু'য়ের মাঝেই রয়েছে মহাপাপ ও মানুষের জন্যে উপকার। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতার চেয়ে বেশি গুরুতর।"[১৩৪]

তাই মুসলিমদের জন্যে স্বীয় দীন ও আমল আখলাক হেফাজতের উদ্দেশ্যে এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয় থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। তবে যেহেতু ক্ষেত্রবিশেষে এর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, তাই দীনি বা পার্থিব বৈধো প্রয়োজনে *ইন্টারনেট* ব্যবহার একান্ত জরুরি হলে নিচের শর্ত ও মূলনীতি সামনে রেখে কাজ করা যেতে পারে–

১. যে ডিভাইসটিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হবে, তাকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে অশ্লীল, অবৈধো ও এডাল্ট সাইটগুলো ব্লক করে দেয়া। যেনো সহজে শয়তানের ধোঁকায় না পড়তে হয়।

---

[১৩৪]. সুরা: বাকারা, আয়াত: ২১৯।

২. ইন্টারনেট কানেক্টেড অবস্থায় ডিভাইসটি লোকচক্ষুর লজ্জায় হলেও এর অবৈধো ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা যায়।
৩. ইন্টারনেট চালানো অবস্থায় বেগানা নারী কিংবা অবৈধো, অশ্লীল কোনো কিছুর ছবি সামনে এসে পড়লে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি অবনত করা এবং প্রয়োজন না হলে ওই পেইজটি ক্লোজ করে ফেলা।
৪. প্রয়োজনাতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের আসক্তি থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা। কারণ, এতে মানুষের মূল্যবান সময় ও দেহ-মনে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয়।
৫. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কারো সাথে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও ক্ষতিসাধন করা যাবে না। কারণ, এটা সত্যিকারের মুসলিম ও উম্মতেমোহাম্মদি হওয়ার পরিচায়ক নয়।
৬. বৈধো প্রার্থিব প্রয়োজনে যেমন, পড়াশুনা, তথ্য সংগ্রহ, লেনদেন, যোগাযোগ ইত্যাদি ও দীনি প্রয়োজনেই কেবল ইন্টারনেট ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা। কখনোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অযথা ইন্টারনেট ব্যবহার না করা।

এসব শর্ত ও মূলনীতি সামনে রেখে কোনো মুসলিম ইন্টারনেট চালাতে চাইলে আশা করা যায় তা অবৈধো হবে না এবং দীন-দুনিয়ার সমূহ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে–ইনশাআল্লাহ। অন্যথায় দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনে ও ধ্বংস থেকে বাঁচতে কিছুতেই তার জন্যে ইন্টারনেট ব্যবহার ঠিক হবে না।[১৩৫]

মসজিদে বসে ইন্টারনেট ব্যবহারের হুকুম

যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দীনের কোনো কাজ করতে থাকে, তাহলে মসজিদে বসে *ইন্টারনেট* ব্যবহার জায়েজ হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেনো কোনো নাজায়েজ ছবি বা ভিডিও দৃষ্টিগোচর হয়ে না যায়। দীনিকাজ ছাড়া এমনিতে মসজিদে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না।[১৩৬]
তবে যেহেতু *ইন্টারনেট* ব্যবহার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ছবি ও অন্যান্য বিষয়ও চলে আসে, তাই ব্যবহার না করাই উচিত।

ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কের সফটওয়্যার তৈরি করে দেয়ার বিধান

সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্নরকমের সফটওয়্যার তৈরি ও বাজারজাত করে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, ব্যাঙ্কগুলো যেহেতু প্রত্যক্ষ বা প্ররোক্ষভাবে সুদি কারবারের সাথে সম্পৃক্ত, তাই ব্যাঙ্কের সফটওয়্যার তৈরি ও

---

১৩৫. মেরকাত শরহে মেশকাত: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৯, রদ্দলমুহতার: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৯১, বুহুল ফি কাজায়া ফিকহিয়াহ মুআসারা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৫৯।
১৩৬. আল-বাহরুর রায়েক: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪১৯।

বিক্রি করা জায়েজ হবে কি? যেসব সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের সফটওয়্যার বানায়, তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা বৈধো হবে কি?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ মুফতিয়ানেকেরামের ফতোয়া অনুযায়ী তা জায়েজ আছে। তবে বিরতো থাকাই উত্তম।[১৩৭]

কারো আনলিমিটেড ইন্টারনেট লাইন হ্যাক করে ব্যবহার করা

ইন্টারনেটের আনলিমিটেড লাইন নিলে তা যতোটুকুই ব্যবহার করা হোক না কেনো, মাস শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিলই দিতে হয়। এখন কেউ যদি কারো ইন্টারনেট লাইন হ্যাক করে ব্যবহার করে এবং ভাবে, এই লাইনের মূল সত্বাধিকারীর তো তাতে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কারণ, তার এই হ্যাক করে ব্যবহারের ফলে মূল মালিককে অতিরিক্ত বিল দিতে হচ্ছে না। তাই কাজটি হয়তো অবৈধো নয়।

না, বিষয়টি মোটেই এমন নয়। উপরের কাজটি কোনোভাবেই জায়েজ হবে না। কারণ, কারো মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করার বৈধোতা শরিয়ত প্রদান করে না।
হাদিসে এসেছে, কারো সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে জায়েজ হয় না।[১৩৮]

পাইরেসি সফটওয়্যার ব্যবহারের বিধান

আমরা যে মাইক্রোসফট অফিস-২০১০ ও মাইক্রোসফট উইন্ডোজ বা অন্যান্য পাইরেসি করা সফটওয়্যার ব্যবহার করি, তা জায়েজ হবে কী-না?

এর জবাব হলো, যেসব কোম্পানির বিক্রয়সত্ব কোম্পানির জন্যে সংরক্ষিত, তা তাদের অনুমতি ছাড়া কপি করা ও কেনা-বেচা করা শরিয়তে জায়েজ নেই। তবে যদি বাজারে এগুলো বা এগুলোর বিকল্প না পাওয়া যায়, কিংবা কেনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তবে বাধ্য হলে কিনলে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু আমাদের জানা মতে, এসব সফটওয়্যারের সিডি বাজার থেকে কেনা জায়েজ হবে না। কারণ, এর দ্বারা চোর বা অপরাধীকে সহায়তা করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম।[১৩৯]

---

১৩৭. জামেয়া বিন্নুরিয়া আলমিয়া অনলাইন ফতোয়া বিভাগ, সিরিয়াল নম্বর ৩৮৮৬, ফতোয় নম্বর ৩৭৪২০/দারুলউলুম দেওবন্দ অনলাইন ফতোয়া বিভাগ, ফতোয়া নম্বর ২১৪৪২।

১৩৮. মুসনাদে আহমাদ: হাদিস: ২০৬৯৫, সুনানে দারামি: হাদিস: ২৮৮৬।

১৩৯. সুরা: মায়িদা, আয়াত: ২, সুরা: আনআম, আয়াত: ১১৯, সুরা: মায়িদা, আয়াত: ৩৮, সুনানে বায়হাকি: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৩৫।

ইসলামে সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

ইন্টারনেট জগতের সর্বাধিক ব্যবহৃত অধ্যায় হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। *ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইন্সট্রাগ্রাম* ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়াগুলো তরুণ-তরুণী ও যুবক যুবতীদের মাদকাসক্তের মতো নেশাগ্রস্থ করে দিয়েছে। সময়ের অপচয়, আড্ডাবাজি, অশ্লীল চ্যাটিং, বেগানা ছেলে মেয়ের ছবি আদান প্রদান, বিনা কারণে প্রাণীর ফটো আপলোড করা এবং নাজায়েজ প্রেম নিবেদনসহ যাবতীয় অনৈতিক ও অহেতুক কাজে জড়িয়ে যাওয়াই এর অন্যতম প্রভাব। বখাটে চরিত্র আর বিভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রকাশের এক অতিসহজ মাধ্যম এ সোস্যাল মিডিয়াগুলো। এর বিষাক্ত ছোবলে অসংখ্যা তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যত বিপন্ন হতে চলেছে। এসব কারণে এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা জায়েজ নেই। তবে যদি শরিয়তবিরোধী সবধরনের কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থেকে এগুলো ব্যবহার করা যায়, তাহলে ব্যবহার করা যেতে পারে।[১৪০]

সোসাল মিডিয়ায় লাইক দেয়া, কমেন্ট করা

লাইক অর্থ পছন্দ করা। কমেন্ট অর্থ নিজস্ব বক্তব্য পেশ করা। কোনো বিয়য়ে লাইক দেয়া বা সহমত পোষণ করা। তাই কমেন্ট করার অর্থ হলো, আপনি সেটা পছন্দ করেন এবং সে বিষয়টি সমর্থন করেন। সোসাল সাইটগুলোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা যতো, তাদের দৈনন্দিন লাইক কমেন্টের পরিমাণও ততোধিক। অনেকে জেনে বা না জেনে যেকোনো লেখা, ছবি বা ভিডিও ইত্যাদিতে লাইক দেন, ইতিবাচক কমেন্ট করেন। এই লাইক কমেন্ট নিয়ে ব্যবসাও করছে অনেকে। কেউ কেউ বিভিন্ন পেইজে লাইক দেন। বিভিন্ন স্ট্যাটাসে কমেন্ট করেন। অথচো লাইক কমেন্ট হচ্ছে একটি মতামত ও অভিমত। এ লাইক কমেন্টের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার রুচি, চিন্তা, বিশ্বাস কর্মকাণ্ডের স্বরূপ তুলে ধরে। একজন ব্যক্তি একটি বিষয়ে লাইক ও সম্মতিজ্ঞাপক কমেন্ট করার অর্থ হচ্ছে, তাকে সমর্থন, পছন্দ ও উৎসাহ দেয়া। এটি ভালো হলে তো খুবই ভালো। ভালো কাজে সমর্থন দান, উৎসাহ দেয়া ও সহযোগিতা করা বা সামান্য একটি লাইক-কমেন্ট করা তো খুবই উত্তম কাজ; কিন্তু আমাদের অনেকেই এ বিষয়টি না বুঝে মন্দ, অশ্লীল, ক্ষতিকর, বিভ্রান্তিকর বিষয়েও নিজের এই লাইক ও ইতিবাচক কমেন্ট তথা সমর্থন ব্যক্ত করে ফেলেন নিজের অজান্তেই। অথচো আপনার দেয়া একটি লাইক ও সমমতের কমেন্ট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সে বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। তাই লাইক-কমেন্ট দিতে হলে আগে ভাবুন কাকে লাইক দিচ্ছেন, কোন বিষয়ে সহমতের কমেন্ট করছেন। সেটি কোনো মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ নয় তো? ভালোভাবে জেনে বুঝে তবেই লাইক-কমেন্ট করতে হবে। শরিয়তবিরোধী কোনো বিষয়ে লাইক দেয়া ও ইতিবাচক কমেন্ট করা নাজায়েজ।[১৪১]

---

১৪০. সুরা: আনআম, আয়াত: ১৫১, সুরা: বাকারা, আয়াত: ২৯, সুনানে তিরমিজি: হাদিস: ২৩১৭, সুনানে আবুদাউদ: হাদিস: ৩৩২৯, জাওয়াহিরুল ফেকাহ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৯৫।

১৪১. সুরা: আনআম, আয়াত: ১৫১, সুরা: নুর, আয়াত: ১৯।

ইন্টারনেটের অশ্লীল ছবি বা পেইজে লাইক দেয়া

ইন্টারনেটে বিশেষ করে সোস্যাল মিডিয়ার সাইটগুলোতে অশ্লীল, কুৎসিত, ধর্ম ও চরিত্র বিধ্বংসী বহু পেইজ রয়েছে। অনেকেই নির্বুদ্ধিতাবশত এসব পেইজে লাইক দেন। অথচো তারা খেয়াল করেন না, এই লাইক দেয়াটা ওই পাতা উন্মোচনকারীকে এসব গালমন্দ ও ন্যাক্কারজনক কথাবার্তায় আরো উৎসাহিত করবে। তার লাইক দেয়ার মাধ্যমে বিষয়টি আরো প্রচার পাবে। একথা সবারই জানা, অন্যায় করা যেমন অপরাধ, অন্যায় পছন্দকারী হয়ে তার প্রসার করাও তেমনি অপরাধ। কারণ, পবিত্রকোরআনে আল্লাহতাআলা বলেন, তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে।[১৪২]

যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহ ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক সাজা রয়েছে।[১৪৩]

স্ট্যাটাস আপডেট করা

স্ট্যাটাস আপডেট। সোস্যাল মিডিয়ার অন্যতম অনুসঙ্গ। এর মাধ্যমে সোস্যাল মিডিয়ার ইউজাররা নিজেদের প্রতিমুহূর্তের হাল জানিয়ে থাকেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে স্ট্যাটাস আপডেটের নামে অহেতুক, অনর্থক বক্তব্য ও ইসলামবিরোধী অশ্লীল কোনো পোস্ট দেয়া কোনোভাবেই জায়েজ নেই।[১৪৪]

কারো স্ট্যাটাস না পড়েই লাইক দেয়া বা শেয়ার করা

ফেসবুক ও অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়া সাইট ব্যবহারকারীদের অনেকেই আছেন, বন্ধুদের স্ট্যাটাস না পড়েই তাতে লাইক দিয়ে দেন, অনেকে শেয়ারও করে দেন। শরিয়তে এটি একটি গর্হিত কাজ। কারণ, হাদিসশরিফে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা। নবি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (তার সত্যাসত্য যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায় বা প্রচার করে।[১৪৫]

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ইমান রাখে, সে যেনো ভালোকথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।[১৪৬]

---

১৪২. সুরা: আনআম, আয়াত: ১৫১।

১৪৩. সুরা: নুর, আয়াত: ১৯।

১৪৪. সুরা: নুর, আয়াত: ১৯।

১৪৫. সহিমুসলিম।

১৪৬. সহিবোখারি, সহিমুসলিম।

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা। তিনি রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ভালো-মন্দ বিচার না করেই কোনো কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এতো গভীরে নিয়ে যায়, যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।[১৪৭]

ইন্টারনেটে কোনো কিছু শেয়ার করা

আজকাল ইন্টারনেটের প্রতিটি সংবাদ, ব্লগিং কিংবা যেকোনো ওয়েবসাইটেই বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক দেয়া থাকে এবং সেগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি শেয়ার করার সুযোগ থাকে। ইন্টারনেটে কোনো বিষয় শেয়ার করার আগে অবশ্যই সেটার সত্যতা ও ইসলামিক বৈধোতা সম্পর্কে ভেবেচিন্তে তবেই শেয়ার করতে হবে। কারণ, হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, নবি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, কারো মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (তার সত্যাসত্য যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায় বা প্রচার করে।[১৪৮]

অতএব, মিথ্যা ও মনগড়া কোনো বিষয় শেয়ার করা শরিয়তে বৈধো নয়। তবে দীনের জন্যে উপকারী বিষয়গুলো শেয়ার করা অবশ্যই সোয়াবের কাজ। কারণ, ভালোকাজের প্রচার ও উৎসাহ প্রদান সবই পুণ্য বয়ে আনে। পবিত্রকোরআনে আল্লাহতাআলা বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। গোনাহ আর জুলুমের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না।[১৪৯]

ফেসবুকে বার্থডে উইশ করা

বার্থডে বা জন্মদিন পালনের ব্যাপারে কোরআন-হাদিসে ইতিবাচক কোনো ব্যক্তব্য নেই। মূলত এটি পশ্চিমাদের পালনীয় রীতি। আর রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিজাতীয় সংস্কৃতি পালন করতে নিষেধ করেছেন। তাই ফেসবুক ব্যবহারকারীদের জন্যে কারো বার্থডে বা জন্মদিনে স্ট্যাটাস দিয়ে উইশ করা বৈধো নয়।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তালাক দেয়া

কেউ যদি ইন্টারনেটের ই-মেইল বা সোস্যাল মিডিয়ার স্ট্যাটাস দ্বারা তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তা কার্যকর হবে। তবে শর্ত হলো, সে একথা মুখে স্বীকার করতে হবে যে, হ্যাঁ, আমিই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি।[১৫০]

---

১৪৭. সহিবোখারি, সহিমুসলিম।

১৪৮. সহিমুসলিম।

১৪৯. সুরা: মায়েদা, আয়াত: ২।

১৫০. ফতোয়া শামি: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪৫৬।

কেমন হওয়া উচিত ফেসবুকের স্ট্যাটাস

ফেসবুক আসলে একটি ব্যক্তিগতো ওয়াল বলা যেতে পারে। এতে যেকেউ নিজের ইচ্ছেমতো লেখালেখি ও স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে। ফেসবুকে প্রকাশিত লেখাগুলোকেই *স্ট্যাটাস* বলা হয়ে থাকে। তবে সেটা হরেক কিসিমের হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ফেসবুকের স্ট্যাটাসের কোনো প্রকারভেদ নেই। তবে ব্যবহারকারী অনেকধরনের হয়ে থাকে বলেই স্ট্যাটাস বিষয়ে অনেকের মতামত হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন। নির্দিষ্ট সীমারেখা বাদ দিয়ে ফেসবুকের মোটাদাগে কয়েকটি স্ট্যাটাস চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন, রোমান্টিক স্ট্যাটাস, অশ্লীল স্ট্যাটাস, কপি পেস্ট স্ট্যাটাস, রাজনৈতিক স্ট্যাটাস ইত্যাদি। তবে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আলোকে কল্যাণকর ও উপকারী স্ট্যাটাসগুলো এমন হওয়া উচিত বলেই আমাদের মনে হয়। আমরা সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরেছি–

১. কোরআনভিত্তিক স্ট্যাটাস

পবিত্রকোরআনের আয়াতসম্বলিত ফেসবুকে লেখাকেই 'কোরআনভিত্তিক স্ট্যাটাস' বলে। যেমন, নিচের স্ট্যাটাসটি–

> বন্ধুরা! আমরা যারা পরনিন্দা করে অভ্যস্ত, তাদের সবসময়ই নিচের আয়াতটি মনে রাখা উচিত। এ আয়াতে আল্লাহতাআলা পরনিন্দার অপকারিতা ও কঠিন পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই সতর্ক করেছেন। আল্লাহ বলেন, হে মোমিনরা! তোমরা অধিক অনুমান করা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা (অপরের) দোষ অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত (পেছনে নিন্দা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মরা ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?

২. হাদিসভিত্তিক স্ট্যাটাস

পবিত্রকোরআনের পরই আমাদের সবার কাছে সঠিক পথের দিশা দেয় আল্লাহর প্রিয়তম রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পবিত্র হাদিস। তাই হাদিসসম্বলিত ফেসবুকে লেখাকেই 'হাদিসভিত্তিক স্ট্যাটাস' বলে। যেমন নিচের স্ট্যাটাসটি–

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন–

১. তিনটি জিনিস গোনাহ মাফ করে।

২. তিনটি জিনিস মর্যাদা বাড়ায়।
৩. তিনটি জিনিস মুক্তি দেয়।
৪. আর তিনটি জিনিস ধ্বংস করে।

অপর একহাদিসে আল্লাহর প্রিয়রাসুল বলেন–

১. যে তিনটি জিনিস গোনাহ মাফ করে–

ক. প্রচণ্ড শীতে নিখুঁতভাবে ওজু করা।
খ. একনামাজের পর পরবর্তী নামাজের জন্যে অপেক্ষায় থাকা। আর
গ. নামাজের জন্যে জামাতে যাওয়া।

২. যে তিনটি জিনিস মর্যাদা বাড়ায়–

ক. (ক্ষুধার্তকে) খাবার খাওয়ানো।
খ. বেশি বেশি সালামের প্রচলন করা। আর
গ. রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজ আদায় করা।

৩. যে তিনটি জিনিস মুক্তি দেয়–

ক. (ব্যক্তিগতো) ক্রোধ বা সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় ন্যায়বিচার করা।
খ. দারিদ্র ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় মধ্যম জীবনযাপন করা। আর
গ. গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

৪. যে তিনটি জিনিস ধ্বংস করে–

ক. কৃপণতার নীতি অনুসরণ করা।
খ. রিপুর খেয়াল খুশি মতো চলা। আর
গ. অহঙ্কার করা।

৩. উপদেশমূলক স্ট্যাটাস

যেসব স্ট্যাটাস থেকে কোনো উপদেশ লাভ করা যায়, সেগুলোকে উপদেশসমূলক স্ট্যাটাস বলে। নিচের উদাহরণগুলো সেটাই শেখায়–

ক. বুদ্ধিমান স্বামী

বিয়ের পর নতুন দম্পতি নামাজ পড়ছেন বাসর ঘরে। নামাজের পর নবপরিনীতা স্ত্রী তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী দোয়া করলেন?' উত্তরে স্বামী বললো, 'দোয়া করেছি, যে হাত ধরে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছি, সেই হাত ধরেই যেনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।'
হে আল্লাহ! সব দম্পত্তি যেনো এমন সুখী ও সৎচিন্তার হয়! আমিন!!

খ. বুদ্ধিমতী স্ত্রী

হজরত উতবি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] বর্ণনা করেন, একবার তিনি বসরা শহরের কোনো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তায় এক অপূর্ব সুন্দরী নারী চোখে পড়লো। সে কুৎসিত ও বীভৎস চেহেরার একবুড়োর সাথে হাসি-তামাশা করছে। সুন্দর সুন্দর কথা বলে লোকটির মুখে হাসি ফোটাচ্ছে। আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে জানাতে চাইলাম, এই লোকটি কে? মেয়েটি উত্তর দিলো, তিনি আমার স্বামী। আমি বললাম, তুমি এতো সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও এমন কুৎসিত স্বামী নিয়ে কীভাবে ধৈর্য ধরলে? মেয়েটি উত্তর দিলো, "আমাকে পেয়ে সে আল্লাহতাআলার শোকর আদায় করে আর আমি তাঁকে পেয়ে ধৈর্য ধারণ করি। হাদিসে বলা হয়েছে, ধৈর্যশীল আর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকারী উভয়ে জান্নাতি। এরপরও কি আমি আল্লাহতাআলার বণ্টনে সন্তুষ্ট হবো না?" মেয়েটির জবাব শুনে আমি নিরুত্তর হয়ে নিজের পথ ধরলাম।[১৫১]

গ. পাপ-পুণ্য কোনো কাজকেই তুচ্ছ মনে না করি

পাপ-পুণ্য যেকোনো ক্ষেত্রে আমরা যেনো কোনো কাজকেই তুচ্ছ মনে না করি। আমরা জানি না আল্লাহ কোন কাজের বিনিময়ে আমাদের ক্ষমা করে দেবেন, আবার কোন কাজের জন্যে আবার পাকড়াও করবেন!

হাদিসে এসেছে, একলোক পথ থেকে গাছের একটা ডাল সরিয়ে দিয়েছে যেনো তার মুসলিম ভাইয়ের চলতে কষ্ট না হয়। এ ছোটো কাজের জন্যে আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন। তাই প্রতিদান হিসেবে তাকে জান্নাতে দান করেছেন।

বিখ্যাত আরেকটি ঘটনা আমরা প্রায় সবাই জানি। পিপাসিত, তৃষ্ণার্ত একটি কুকুরকে পানি পান করানোর বিনিময়ে একটা ব্যভিচারিনী মহিলাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সোবহানআল্লাহ! উপরের দু'টো ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্যে রয়েছে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও চিন্তার খোরাক। ছোটো ছোটো ভালোকাজকে যেগুলো আমরা তুচ্ছ ভাবি, কোনো গুরুত্ব দিই না, সেগুলো হয়তো আমাদের মুক্তির উসিলা হয়ে যেতে পারে।

আবার আমরা যেনো ছোটো ছোটো গোনাহের ব্যাপারেও সাবধান হই। ছোটো গোনাহগুলো একসময় ধীরে ধীরে আমাদের বড়ো গোনাহ ও পাপের দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহর রাসুল বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায়ের কথা জানি, যারা তিহমার পাহাড় পরিমাণ নেকি নিয়ে কেয়ামতের দিন হাজির হবে। আল্লাহ এগুলোকে ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দেবেন। একজন সাহাবি জানতে

---

[১৫১]. খুলুকুলমোমিনঃ পৃষ্ঠাঃ ৭৩।

চাইলেন, আল্লাহর রাসুল! এদের গুণাবলি বলে দিন! এদের চিহ্নিত করুন। যেনো আমরা অজান্তেই এদের মতো হয়ে না যাই। তিনি বললেন, এরা তোমাদেরই বংশধর। তোমাদের মতোই রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে, আবার সুযোগ পেলেই হারাম কাজ করে বসবে।'

লা হাওলা ওয়ালা...। নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে অন্তরকে কাঁপিয়ে দেয়ার মতো হাদিস। অথচো আমরা ছোটোখাটো তুচ্ছ সামান্য ভালোকাজ করে আত্মতৃপ্তিতে ভুগি। বড়ো বড়ো পাপ ও গোনাহ করেও অন্তরে অনুশোচনা আসে না।

আসুন! সবাই সচেতন হই। গোনাহের ব্যাপারে আরো কঠোর হই। গোনাহের সাগরে যে একবার ইচ্ছে করে, জেনেশুনে ডুব দিলো, সে সেখানে ডুবেই মরলো। আপনি যতো বেশি গোনাহ করবেন, ততই গোনাহের তৃষ্ণা বাড়বে; কিন্তু নেকির কাজ করার চেয়েও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি। আসুন সবাই এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করি। আমাদের দ্বারা নেকির কাজ না হলেও ইচ্ছাকৃতো গোনাহের কাজ হবে না ইনশাআল্লাহ।

ঘ. অর্থই সব নয়!

মানুষটাকে আগেও দেখেছি। আজ আবার দেখলাম। ক্লাস শেষ করে বের হতেই চওড়া হাসি দিয়ে বললেন, ছোলাবুট নিয়ে এসেছি। খাবেন?

পেশায় তিনি মুড়ি বিক্রেতা। প্রায় ১০জন খেতে পারবে এমন পরিমাণ ছোলা বুট বানিয়ে নিয়ে এসেছেন মাদরাসার ছাত্রদের খাওয়াবেন বলে। কোনো টাকা-পয়সা নেবেন না, ফ্রি এবং এটা তার জন্যে নতুন না, প্রায়ই করেন।

প্রথম যেদিন তার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো, আমার কাছে জানতে চাইলেন, এই মাদরাসাতে হিফজ করছে এমন ছাত্র কতোজন আছে? এক্যাক্ট সংখ্যা জানা ছিলো না। তাই বললাম, আনুমানিক ষাটজনের মতো হবে। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল বা পরশু এই বাচ্চাদেরকে ঝালমুড়ি খাওয়াতে চাই। কোনো পয়সা নেবো না ভাইয়া। এমনিই খাওয়াবো।

তার কথা সেদিন বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছিলো। একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা দিনে এনে দিনে খান। তিনি কী-না ষাটজন ছেলেকে বিনা পয়সায় ঝালমুড়ি খাওয়াতে চাচ্ছেন। পার্থিব কোনো লাভ ছাড়াই। লাভ তো দূরের কথা, তার জন্যে তো এটা একটা বিশাল লস!

মনে মনে যা ভাবছিলাম, তা যেনো তিনি পড়ে ফেললেন। একগাল হেসে বলেছিলেন, ভাইয়া! আমার লস হইবো না। মানুষরে খাওয়াইলে আল্লাহ খুশি হয়।

অদ্ভুত না! আল্লাহ খুশি হলে পার্থিব লস আর লস থাকে না। এটা কোনো কোটিপতির কথা নয়; একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতার কথা...।

এ মানুষগুলোই মূলত আমাদের শেখায় আল্লাহর পথে দান করার জন্যে নিজের সম্পদশালী হওয়ার প্রয়োজন নেই। একটি বড়ো মন থাকাই যথেষ্ট। তারাই

আমাদেরকে সাহাবিদের বাস্তব নমুনা দেখান; যাঁরা নিজেরা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অপর ভাই/বোনকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিতেন।
অর্থকড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। এরকম মানুষকে আমরা ধনী বলি। অথচো অর্থকড়ি ছাড়া আর সবই আছে, তারপরও সে আমাদের কাছে গরিব।
বড়ো ইচ্ছে হয়, এদের দেখলে ধনী-গরিবের সংজ্ঞাটা উলটে দিতে।

৪. তথ্যমূলক স্ট্যাটাস

যেসব স্ট্যাটাস তথ্যনির্ভর হয়ে থাকে, সেগুলোকেই তথ্যমূলক স্ট্যাটাস বলা হয়। মূলত এধরনের স্ট্যাটাসের মাধ্যমেই মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এখানে তথ্যমূলক ৪টি স্ট্যাটাস তুলে ধরা হলো–

ক. বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়েকেরামের ফোন নম্বর!

(কেউ প্রয়োজন ছাড়া ফোন করে বিরক্ত করবেন না)

* মুহিউসসুন্নাহ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, (যাত্রাবাড়ী) ০১৭১১৫২৪১৭৬।
* মুফতী আঃ মালেক, (মারকাযুদ্দাওয়াহ) ০১৭১২৮৪১৮৪৭।
* মাওলানা আঃ কুদ্দস, (ফরিদাবাদ) ০১৮১৯২৪৯৩৮১।
* মুফতী মনসূরুল হক, (জামিয়া রাহমানিয়া মোহাম্মদপুর) ০১৭১২৮৯৭১৮১।
* মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ, (ইমাম, শোলাকিয়া ইদগাহ) ০১৭১৫০৪৩০৬৮।
* মুফতী আবু সাঈদ, (ফরিদাবাদ মাদরাসা) ০১৮১৮৬৮১৪৪৬।
* শাইখুল হাদীস শামসুল হক, (বি-বাড়ীয়া) ০১৭৫৩৮৭১০৫৮।
* মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী, (হবিগঞ্জ) ০১৭১৮৯২৫৯৩২।
* মুফতী ইজহারুল ইসলাম, (চট্টগ্রাম) ০১৭১১২৬৩৪৫৩।
* মাওলানা ফয়জুল্লাহ, (পীর সাহেব, সন্দ্বীপ) ০১৭১২৯৪৪০৫০।
* মাওলানা আব্দুল মতিন, (পীর সাহেব, ঢালকানগর) ০১৭১১৬৯৫৯৮৬।
* মুফতী দেলওয়ার হোসাইন, (আকবর কমপ্লেক্স) ০১৭১১১৫৩০২৯।
* মুফতী শহীদুল ইসলাম, (সাবেক এমপি) ০১৯২৫৯৪৬৪৩৭।
* মুফতী কামাল উদ্দীন রাশেদী, (যাত্রাবাড়ী) ০১৭২০১৫৩০২৭।
* মুফতী বোরহান উদ্দীন রব্বানী, (জামিয়া আবুবকর) ০১৭১২৫৫৬৪১৮।
* মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ, (ঢাকা) ০১৮১৯২৫১০৭০।
* মুফতী হিফজুর রহমান, (জামিয়া রাহমানিয়া মোহাম্মদপুর) ০১৭১৬৩২৯৮৯৮।
* মুফতী ইমরান মাজহারী, (মিরপুর) ০১৭১১৯৬৯৬৪৭৪।
* মুফতী কেফায়াতুল্লাহ, (হাটহাজারী) ০১৯২৪১৪১৪৮৭।
* মুফতী সৈয়দ রেজাউল করীম, (পীর সাহেব চরমোনাই ও আমীর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ০১৮১৪৮৫১৫১৩।

* মুফতী ফয়জুল করীম, (নায়েবে আমীর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ০১৭১২০১৮০৯৮।

খ. জেনে নিন কোন নবি কোন দেশ থেকে এসেছিলেন

১. আদম [আলাইহিসসালাম]=শ্রীলঙ্কা।
২. নুহ [আলাইহিসসালাম] =জর্ডান।
৩. শোয়াইব [আলাইহিসসালাম] =সিরিয়া।
৪. সালেহ [আলাইহিসসালাম] =লেবানন ।
৫. ইবরাহিম [আলাইহিসসালাম] =ইরাক।
৬. ইসমাইল [আলাইহিসসালাম]=সৌদি আরব।
৭. ইয়াকুব [আলাইহিসসালাম]=ফিলিস্তিন।
৮. ইয়াহহিয়া [আলাইহিসসালাম]=ফিলিস্তিন।
৯. জাকারিয়া [আলাইহিসসালাম]=ফিলিস্তিন।
১০. ইসহাক [আলাইহিসসালাম]=ফিলিস্তিন।
১১. ইউসুফ [আলাইহিসসালাম]=ফিলিস্তিন।
১২. লুত [আলাইহিসসালাম]=জর্ডান+ইরাক।
১৩. আইয়ুব [আলাইহিসসালাম]=জর্ডান।
১৪. হুদ [আলাইহিসসালাম]=ইয়েমেন।
১৫. হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]=সৌদি আরব।

গ. জমজমের কূপ সম্পর্কে জানা-অজানা তথ্য

১. আল্লাহতাআলার অসীম কুদরতে চার হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিলো।
২. ভারি মোটরের সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ৮ হাজার লিটার পানি উত্তোলন করার পরও পানি ঠিক সৃষ্টির সূচনাকালের মতোই আছে।
৩. পানির স্বাদ পরিবর্তন হয়নি, জন্মায়নি কোনো ছত্রাক বা শৈবাল।
৪. সারাদিন পানি উত্তোলন শেষে, মাত্র ১ মিনিটেই আবার ভরে যায় কূপটি।
৫. এই কূপের পানি কখনো শুকিয়ে যায়নি। এর পানি প্রবাহ সৃষ্টির পর থেকে একই রকম রয়েছে। এমনকি হজের সময়েও এ পানির ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই পানির স্তর কখনো নিচে নামে না।
৬. সৃষ্টির পর থেকে এর গুণাগুণ, স্বাদ ও এর মধ্যে বিভিন্ন উপাদান একই পরিমাণে আছে।
৭. এই কূপের পানির মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সল্ট এর পরিমাণ অন্যান্য পানির থেকে বেশি। এজন্যে এই পানি শুধু পিপাসাই মেটায় না; বরং এই পানি ক্ষুধাও নিবারণ করে।
৮. এই পানিতে ফ্লুরাইডের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এতে কোনো জীবাণু জন্মায় না।
৯. এই পানি পান করল সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

ঘ. ৬৪ জেলার নামকরণের সংক্ষেপণ

আমাদের এ প্রিয়মাতৃভূমির একজন সন্তান আপনি। আমার মতোই আপনিও এদেশকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। ভালোবাসেন আপনার চারপাশ, আপনার সমাজ এবং আপনার জেলাকে; কিন্তু আপনি কি এ দেশের ইতিহাস নিয়ে ভেবেছেন? নিজ জেলার নাম ও ইতিহাস নিয়ে কৌতূহল হয়েছে কখনো? আপনি কখনো এ বিষয়ে ভেবে থাকলে আজকের এ বিশেষ স্ট্যাটাসটি ভীষণ আনন্দ দেবে আপনাকে। জেনে নিন ৬৪ জেলার ইতিহাস–

১. বরিশাল বিভাগ [মোট জেলা ৬টি]

১. **বরগুনা:** উত্তরাঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে কাঠ নিতে এসে খরস্রোতা খাকদোন নদী অতিক্রম করতে গিয়ে অনুকূল প্রবাহ বা বড়ো গোনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করতো বলে এ জায়গার নাম হয় বড়ো গোনা। কারো মতে আবার স্রোতের বিপরীতে গুন (দড়ি) টেনে নৌকা অতিক্রম করতে হতো বলে এ জায়গার নাম বরগুনা।

২. **বরিশাল:** এককিংবদন্তি থেকে জানা যায়, আগে এখানে খুব বড়ো বড়ো শালগাছ জন্মাতো, আর এই বড়ো শাল গাছের কারণে (বড়ো+শাল) বরিশাল নামের উৎপত্তি।

৩. **ভোলা:** বুড়ো এক মাঝি খেয়া নৌকার সাহায্যে লোকজন পারাপার করতো। তাঁর নাম ছিলো ভোলা গাজী পাটনী। বর্তমানে যোগীরঘোলের কাছেই তাঁর আস্তানা ছিলো। এই ভোলা গাজীর নামানুসারেই একসময় জায়গাটির নাম দেয়া হয় ভোলা।

৪. **ঝালকাঠি:** মধ্যযুগ-পরবর্তী সময়ে সন্ধ্যা, সুগন্ধা, ধানসিঁড়ি আর বিষখালী নদীর তীরবর্তী এলাকায় জেলেরা বসতি গাড়ে। এর প্রাচীন নাম ছিলো মহারাজগঞ্জ। মহারাজগঞ্জের ভূ-স্বামী শ্রী কৈলাশ চন্দ্র জমিদারি বৈঠক সম্পাদন করতেন। পরবর্তীতে তিনি এই অঞ্চলে এক গঞ্জ বা বাজার নির্মাণ করেন। এর গঞ্জে জেলেরা জালের কাঠি বেচতো। এ জালের কাঠি থেকে পর্যায়ক্রমে ঝালকাঠি নামকরণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়।

৫. **পটুয়াখালী:** পটুয়াখালী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কথিত আছে, এই 'নটুয়ার খাল' খাল থেকে পরবর্তীতে এ এলাকার নামকরণ করা পটুয়াখালী।

৬. **পিরোজপুরঃ** "ফিরোজ শাহের আমল থেকে ভাটির দেশের ফিরোজপুর, বেনিয়াচক্রের ছোঁয়াচ লেগে পাল্টে হলো পিরোজপুর।" এ প্রবচন থেকে পিরোজপুর নামকরণের একটা সূত্র পাওয়া যায়। কালের বিবর্তনে ফিরোজপুরের নাম হয় পিরোজপুর।

২. চট্টগ্রাম বিভাগ [মোট জেলা ১১টি]

১. **বান্দরবনঃ** মার্মা ভাষায় ম্যাঅক শব্দটির অর্থ মানব আর ছিঃ শব্দটির অর্থ হলো বাঁধ। কালের প্রবাহে বাংলা ভাষাভাষীর সাধারণ উচ্চারণে এই এলাকার নাম বান্দরবন হিসেবে পরিচিত লাভ করে। তবে মার্মা ভাষায় বান্দরবনের প্রকৃত নাম 'রদ ক্যওচি চিম্রো'।

২. **ব্রাহ্মণবাড়িয়াঃ** সেন বংশের রাজত্বকালে এই অঞ্চলে অভিজাত ব্রাহ্মণকুলের বড়ই অভাব ছিলো। যার ফলে এ অঞ্চলে পূজা-অর্চনার জন্যে বিঘ্নতার সৃষ্টি হতো। এ সমস্যা নিরসনে সেন বংশের শেষ রাজা রাজা লক্ষণ সেন আদিসুর কন্যকুব্জ থেকে কয়েকটি ব্রাহ্মণপরিবারকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণপরিবার শহরের মৌলভীপাড়ায় বাড়ি তৈরি করে। সেই ব্রাহ্মণদের বাড়ির অবস্থানের কারণে এ জেলার নামকরণ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।
অন্যএকটি মতানুসারে দিল্লি থেকে আসা ইসলামধর্ম প্রচারক শাহ সুফি হজরত কাজি মাহমুদ শাহ এ শহর থেকে উপরের ব্রাহ্মণপরিবারগুলোকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন, যা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

৩. **চাঁদপুরঃ** ইতিহাসবিদ জে. এম. সেনগুপ্তের মতে, চাঁদ রায়ের নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে চাঁদপুর। অন্যমতে, চাঁদপুর শহরের (কোড়ালিয়া) পুরিন্দপুর মহল্লার চাঁদ ফকিরের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কারো মতে, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক দিল্লি থেকে পনেরো শতোকে এখানে এসে একটি নদীবন্দর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে নাম হয়েছে চাঁদপুর। তিনি বাস করতেন পুরিন্দপুর এলাকায়।

৪. **চট্টগ্রামঃ** চট্টগ্রামের প্রায় ৪৮টি নামের খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে রম্যভূমি, চটিগাঁ, চাতগাও, রোসাং, চিতাগঞ্জ, জাটিগ্রাম ইত্যাদি। চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, পণ্ডিত বার্নোলির মতে, আরবি 'শ্যাত (খণ্ড) অর্থ বদ্বীপ, গাঙ্গ অর্থ গঙ্গা নদী থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। অপর এক মতে, ত্রয়োদশ শতোকে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বারোজন আওলিয়া। তাঁরা একটি বড়ো বাতি বা চেরাগ

জ্বালিয়ে উঁচুজায়গায় গেড়েছিলেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাং 'চাটি' অর্থ বাতি বা চেরাগ আর গাঁও অর্থ গ্রাম। এ থেকে নাম হয় 'চাটিগাঁও'। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর নাম রাখেন চিটাগাং।

৫. **কুমিল্লা:** কুমিল্লা নামকরণের অনেকগুলো প্রচলিত লোককথা আছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াং চোয়াং কর্তৃক সমতট রাজ্য পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত। তাঁর বর্ণনায় কিয়া-মল-ঙ্কিয়া (Kiamolonkia) নামের জায়গার বর্ণনা রয়েছে তা থেকে কমলাঙ্ক বা কুমিল্লার নামকরণ হয়েছে।

৬. **কক্সবাজার:** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একজন হিরাম কক্সকে নিয়োগ করে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই হিরাম কক্স মারা যান। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদানের জন্যে কক্স-বাজার নামের একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এই কক্স-বাজার থেকে কক্সবাজার নামের উৎপত্তি।

৭ **ফেনী:** ফেনী নদীর নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফেনী।

৮. **খাগড়াছড়ি:** খাগড়াছড়ি একটি নদীর নাম। নদীর পাড়ে খাগড়া বন থাকায় খাগড়াছড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে।

৯. **লক্ষীপুর:** লক্ষীপুর জেলার নামকরণের ঐতিহাসিকদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক কৈলাস চন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, বাঞ্চানগর চাকলা, শমসেরাবাদ মৌজা, লক্ষীপুর মৌজা পাশাপাশি অবস্থিত ছিলো, যা থেকে প্রমাণিত হয়, বাঞ্চানগর চাকলার অন্তর্ভুক্ত লক্ষীপুর নয়; বরং বর্তমানের লক্ষীপুর গ্রাম ও এর কাছের বিস্তৃত অঞ্চল ঘিরেই লক্ষীপুর মৌজার ব্যাপ্তি ছিলো। এ থেকেই লক্ষীপুর নামের উৎপত্তি।
আবার অনেকের মতে, ১৮৬০ সালে সম্রাট শাহজাহানের ছেলে শাহ সুজা ভুলুয়া দখলের জন্যে আরাকান হয়ে শ্রীপুরে যান। এরপর লক্ষীদহ্ পরগনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। ভুলুয়া দখলে ব্যর্থ হয়ে আরাকানে ফেরত আসেন। অনেকের ধারণা, শাহ সুজার ভুলুয়া যাওয়ার বর্ণনায় যে লক্ষীদহ উল্লেখ রয়েছে, সেখান থেকেই লক্ষীপুর নাম হয়েছে।
ইতিহাসবিদ ও গবেষক চন্দ্রনাথ মজুমদার তার *যোগী বংশ* বইয়ে লিখেছেন, দালাল বাজারের জমিদার রাজা গৌরী কিশোর রায় চৌধুরীর বংশধর লক্ষী নারায়ণ রায়ের নামানুসারে এ জেলার নাম হয় লক্ষীপুর।

১০. **নোয়াখালী:** নোয়াখালী জেলার প্রাচীন নাম ভুলুয়া। এই বিশাল নোয়াখালীর ভাষায় 'নোয়া (নতুন) খার' বলা হতো এর ফলে ভুলুয়া নামটি পরিবর্তিত হয়ে ১৬৬৮ সালে নোয়াখালী নামে পরিচিতি লাভ করে।

১১. **রাঙ্গামাটি:** বর্তমান রাঙামাটি জেলা সদরের পূর্বদিকে একটি ছড়া ছিলো, যা এখন হ্রদের মধ্যে নিমজ্জিত। এই হ্রদের স্বচ্ছ পানি যখন লাল বা রাঙামাটির উপর দিয়ে ঢাল বেয়ে প্রপাত ঘটাতো, তখন তাকে লাল দেখাতো। তাই এই ছড়ার নাম হয়েছিলো 'রাঙ্গামাটি'।

৩. ঢাকা বিভাগ [মোট জেলা ১৭টি]

১. **ঢাকা:** ঢাকার নামকরণের সঠিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। কথিত আছে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ খুঁজে পান। দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ওই এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ 'ঢাকা' বা গুপ্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো, তাই রাজা মন্দিরের নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে জায়গাটির নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে।
আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন, তখন সুবেদার ইসলাম খান আনন্দের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ শহরে 'ঢাক' বাজানোর নির্দেশ দেন। এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্তির রূপ নেয় এবং তা থেকেই শহরের নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে।

২. **ফরিদপুর:** ফরিদপুর জেলার প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৮৬ সালে। তখন এটির নাম ছিলো জালালপুর এবং এর প্রধান কার্যালয় ছিলো ঢাকায়। ১৮০৭ সালে এটি ঢাকা জালালপুর থেকে বিভক্ত হয়ে ফরিদপুর নামে অভিহিত হয় এবং এর অফিসিয়াল কার্যক্রমের হেডকোয়ার্টার ফরিদপু শহরে স্থাপন করা হয়। অত্যন্ত প্রাচীন এ শহর হাজারো আওলিয়া-দরবেশ, রাজনীতিক ও পুণ্যাত্মার আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত দরবেশ খাজা মুইনুদ্দিন চিশতি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর শিষ্য ফরিদ [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর নামানুসারে এ জেলার নাম ফরিদপুর করা হয়।

৩. **গাজীপুর:** একালের প্রমত্তা স্রোতস্বিনী লবলং, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, বানার, তুরাগ, বালু, মালদহ প্রভৃতির বিপুল জলরাশির কল্যাণে গৈরিক মৃত্তিকার কোলের একসমৃদ্ধ জনপথ গাজীপুর। যার ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগের জনপথ সাকেশ্বর, ভাকুরাই ছড়া, টোক, কমলেশ্বর, দরদরিয়া, একঢালা, শৈলাট, দিঘলীর ছিট প্রাচীন প্রত্নস্থলে; কিন্তু নদীমাতৃক সেই শালবেষ্টিত হাজার বছরের নিদর্শন এই গাজীপুর এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পট পরিবর্তনের কারণে পলিমাটির নিচে লুপ্ত হয়ে আছে। ইতিহাস বলে, দিল্লির সম্রাট মোহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে

পালোয়ান গাজী নামের একমুসলিম যোদ্ধা এ অঞ্চলে বসতি গাড়েন। তখন এ অঞ্চল ছিলো ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। তিনি এ অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাসের উপযোগী করে তোলেন। পরবর্তীতে তার বংশধরেরা এই অঞ্চল অনেকদিন শাসন করে। এই পালোয়ান গাজীর নামানুসারেই এ জেলার নাম 'গাজীপুর' রাখা হয়।

৪. **গোপালগঞ্জঃ** তৎকালীন রাজার স্নেহাস্পদ নাতির নাম ছিলো গোপাল। রাজা তাঁর নাতির নামকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে নাতির 'গোপাল' অংশটি প্রথমে রেখে সাথে রাজগঞ্জের 'গঞ্জ' যোগ করে এ জায়গাটির নতুন নামকরণ করেন গোপালগঞ্জ।

৫. **জামালপুরঃ** সাধক দরবেশ হজরত শাহ জামাল [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমণ্ডিত গারো পাহাড়ের পাদদেশে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বাংলাদেশের ২০তম জেলা জামালপুর। হজরত শাহ জামাল [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর নামানুসারে জামালপুরের নামকরণ হয়।

৬. **কিশোরগঞ্জঃ** ইতিহাসবিদদের ধারণা ও জনশ্রুতি মতে, এ জেলার জমিদার ব্রজকিশোর কিংবা ভিন্ন আরেকটি মত অনুযায়ী নন্দকিশোর প্রামাণিকের 'কিশোর' এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাট বা গঞ্জের 'গঞ্জ' যোগ করে কিশোরগঞ্জ নামকরণ করা হয়।

৭. **মাদারীপুরঃ** পঞ্চদশ শব্দাতীতে সাধক হজরত বদরুদ্দিন শাহ মাদার [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর নামানুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয়।

৮. **মানিকগঞ্জঃ** মূলত সংস্কৃত 'মানিক্য' শব্দ থেকে মানিক শব্দটি এসেছে। মানিক হচ্ছে চুনি পদ্মরাগ। গঞ্জ শব্দটি ফরাসি। মানিকগঞ্জের নামের উৎপত্তি ইতিহাস আজও রহস্যাবৃত।

৯. **মুন্সীগঞ্জঃ** অত্যন্ত সজ্জন ও জনহিতৈষী মুন্সী হায়দার হোসেনের নামে ইদ্রাকপুরের নাম হয় মুন্সীগঞ্জ।

১০. **ময়মনসিংহঃ** ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর ছেলে সৈয়দ নাসির উদ্দিন নুসরত শাহর জন্যে এ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই থেকে নসরতশাহী বা নাসিরাবাদ নামের সৃষ্টি। তার আগে *আইন-ই-আকবরিতে* 'মিহমানশাহী' এবং 'মনমনিসিংহ' সকার বাজুহার পরগণা হিসেবে লিখিত আছে। যা বর্তমান ময়মনসিংহকেই ধরা হয়।

১১. **নারায়ণগঞ্জঃ** ১৭৬৬ সালে হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতা বিকন লাল পান্ডে (বেণু ঠাকুর বা লক্ষী নায়ায়ণ ঠাকুর) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে এ অঞ্চলের মালিকানা গ্রহণ করে। তিনি প্রভু নারায়ণের সেবার ব্যয়ভার বহনের জন্যে একটি উইলের মাধ্যমে শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত মার্কেটকে দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেন। তাই পরবর্তীকালে এ জায়গার নাম হয় নারায়ণগঞ্জ।

১২. **নেত্রকোণাঃ** নেত্রকোণার নামকরণ হয়েছে নাটের কোনা নামের গ্রামের নাম থেকে।

১৩. **নরসিংদীঃ** আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজা নরসিংহ প্রাচীন ব্যক্ষপুত্র নদের পশ্চিম তীরে নরসিংহের নামে একটি ছোটো নগর স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে নরসিংদী নামটি আবির্ভূত হয়। নরসিংহ নামের সাথে 'দী যুক্ত হয়ে নরসিংদী হয়েছে।

১৪. **রাজবাড়ীঃ** রাজা সূর্য কুমারের নামানুসারে রাজবাড়ীর নামকরণ করা হয়।

১৫. **শরীয়তপুরঃ** ব্রিটিশবিরোধী তথা ফরায়েজী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহর নামানুসারে শরীয়তপুরের নামকরণ করা হয়।

১৬. **শেরপুরঃ** বাংলার নবাবী আমলে গাজী বংশের শেষ জমিদার শের আলী গাজী দশ কাহনিয়া অঞ্চল দখল করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই শের আলী গাজীর নামে দশ কাহনিয়ার নাম হয় শেরপুর।

১৭. **টাঙ্গাইলঃ** টাঙ্গাইলের ইতিহাসপ্রণেতা খন্দকার আব্দুর রহিম লিখেছেন, ইংরেজ আমলে এ দেশের লোকেরা উঁচু শব্দের পরিবর্তে 'টান' শব্দই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলো বেশি। এখনো টাঙ্গাইল অঞ্চলে 'টান' শব্দের প্রচলন আছে। এই টানের সাথে আইল শব্দটি যুক্ত হয়ে হয়েছিলো টান আইল। আর সেই টান আইলটি রূপান্তরিত হয়েছে টাঙ্গাইলে।

৪. খুলনা বিভাগ [মোট জেলা ১০টি]

১. **বাগেরহাটঃ** সুন্দরবনে বাঘের বাস/দাড়টানা ভৈরব পাশ/সবুজ শ্যামলে ভরা
নদী বাঁকে বসতো যে হাট/তার নাম বাগেরহাটা।
নদীর বাঁকে হাট বসতো বিধায় বাঁকেরহটা। বাঁকেরহটা থেকে বাগেরহাট।

২. **চুয়াডাঙ্গাঃ** চুয়াডাঙ্গার নামকরণ সম্পর্কে কথিত আছে, এখানকার মল্লিক বংশের আদিপুরুষ চুঙ্গো মল্লিকের নামে এ জায়গার নাম চুয়াডাঙ্গা হয়েছে।

৩. **যশোর:** যশোরের প্রশাসনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলার সুলতানি আমলে যশোর কোনো প্রশাসনিক একক ছিলো না। হোসেনশাহী আমলে বাংলা ১৩টি আরশায় বিভক্ত ছিলো। তখন যশোর-খুলনা অঞ্চল আরশা খলিফতাবাদ ও ফতেহাবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মুর্শিদ কুলী খানের আমলে প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস হলে বাংলার তেরোটি চাকলার মধ্যে একটি হলো যশোর। প্রশাসনিক ইতিহাসে যশোর খুব বেশি প্রাচীন নাম নয়; বরং মুসলমানদের আগমনের পরে এ নাম প্রকাশিত হয় এবং মোগল আমলেই প্রশাসনিক একক হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে মুসলমানেরা সাধারণত তাদের ধর্মীয় ভাষা আরবিতেই ব্যক্তি ও জায়গার নামকরণ করতো এবং এটাই তাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতে কোনে কোনো ক্ষেত্রে আরবির পাশাপাশি ফার্সির ব্যবহারও হয়েছে। বাংলায় ইসলাম প্রচারে সুফি-দরবেশদের ভূমিকাই মুখ্য। মির্জা নাথনের প্রণীত *বাহারিস্থান-ই-গায়বি* এবং আবুল ফজল প্রণীত *আইন-ই-আকবরি*তে আরবিতে লেখা 'যশোর' শব্দটি উল্লেখ আছে। *আইন-ই-আকবরি*তে যশোর বা জসর সরকার খলিফাবাদের একটি মহাল হিসেবে বলা হয়েছে; কিন্তু বাহারিস্থানে প্রতাপাদিত্যের পতন, সেখানে মোগল ফৌজদার নিয়োগ, ফৌজদারের মৃত্যু, নতুন ফৌজ নিয়োগ, ফৌজদারের নৈতিকস্খলন, সংশোধনের সুযোগ প্রদান, ফৌজদারের বরখাস্ত প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মির্জা নাথান যশর বা জসর শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছেন। উভয় সাঁকো অর্থে 'জসর' এবং জায়গা অর্থে 'জসর' শব্দটির একই বানানে লিখেছেন, যার অর্থ সাঁকো বা সেতু। তাই আরবি 'জসর' শব্দ থেকে 'যশর' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মেনে নেয়া যায়। যা বর্তমানে 'যশোর' বানানে লেখা হয়ে থাকে।

৪. **ঝিনাইদহ:** ঝিনাইদহ একসমৃদ্ধ জনপদ। অনেকে এই অঞ্চলকে সূর্যদ্বীপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বারো আওলিয়ার আর্শীবাদপুষ্ট, গাজী-কালু-চম্পাবতীর উপাখ্যানধন্য, গণিতবিদ কে পি বসুর স্মৃতিবিজড়িত; বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের শৌর্যময়, খেজুর গুড় ও কলা-পানের প্রাচুর্যমণ্ডিত এই জেলার রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। প্রখ্যাত সাধক মরমী কবি লালন সাঁই, পাগলা কানাই, গণিতবিদ কে পি বসুর জন্মস্থান এখানেই।

প্রাচীনকালে বর্তমান ঝিনাইদহের উত্তর-পশ্চিম দিকে নবগঙ্গা নদীর ধারে ঝিনুক কুড়ানো শ্রমিকের বসতি গড়ে ওঠে বলে জনশ্রুতি আছে। তখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে ব্যবসায়ীরা ঝিনুকের মুক্তা সংগ্রহের জন্যে এখানে ঝিনুক কিনতে আসতো। ঝিনুক প্রাপ্তির এই জায়গাকে বলা হতো 'ঝিনুকদহ'। ঝিনুক থেকে মুক্তা সংগ্রহের মাধ্যমে ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরির পর তা বেচে মানুষের আয় হতো।

অনেকের মতে, ঝিনুককে আঞ্চলিক ভাষায় ঝিনেই বা ঝিনাই বলা হয়। আর 'দহ' অর্থ বড়ো জলাশয়। দহ হলো ফার্সি শব্দ, এর অর্থ গ্রাম। সেই অর্থে ঝিনুকদহর অর্থ ছিলো ঝিনুকের জলাশয় অথবা ঝিনুকের গ্রাম। ঝিনুক ও দহ থেকেই ঝিনুকদহ বা ঝিনেইদহ। পরে এটি রূপান্তরের মাধ্যমে হয়েছে 'ঝিনাইদহ'।

জানা যায়, একইংরেজ সাহেব এই এলাকা দিয়ে নৌকায় নবগঙ্গা নদী পার হচ্ছিলেন। অনেক লোকজন তখন নদী থেকে ঝিনুক সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলো। তাদের কাছে সাহেব তখন এলাকার নাম জানতে চান। লোকেরা তার কথা বুঝতে না পেরে ভেবে নেয়, নদী থেকে তারা কী জিনিস তুলছে তার নাম জানতে চাচ্ছেন। এই মনে করে তারা সাহেবকে বলেন ঝিনুক বা ঝিনেই। এতে ইংরেজ সাহেব ধরে নেন জায়গাটির নাম ঝেনি। এই ঝেনি শব্দ পরে ঝেনিদা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঝিনাইদহকে আঞ্চলিক ভাষায় এখনো ঝিনেদা বলা হয়। এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস ঝেনিদা, ঝিনেদা বা ঝিনাইদহ যাই বলা হোক না কেনো, ঝিনুক থেকেই ঝিনাইদহ নামের উৎপত্তি।

৫. **খুলনাঃ** খুলনার নামকরণের ইতিহাস নিয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। পির খানজাহান আলী প্রায় ৬০০ বছর আগে খুলনা জেলায় আসেন ধর্ম প্রচারের জন্যে। আর পির খানহাজানই প্রথম সুন্দরবনের এই এলাকায় লোকের সমাগম ঘটান। তাই তো রূপসা ও ভৈরব নদীর কূলে অবস্থিত এই খুলনা জেলায় হজরত পির খানহাজান আলি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

এই জেলার নামকরণের অনেক মতবাদ থাকলেও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হচ্ছে, এই এলাকায় বসবাসরতো একধনপতী সওদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিলো খুল্লনা। ধনপতী সওদাগর তার এই স্ত্রীর নামে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। যেটা ছিলো একটি কালী মন্দির। যার নাম দেয়া হয় খুল্লনেশ্বরী কালী মন্দির। আর এই নাম থেকেই না-কি খুলনা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

আবার অনেকে মনে করেন, 'ফলমাউথ' নামে একটি জাহাজ ছিলো। সেই জাহাজের নাবিকদের উদ্ধার করা রেকর্ডে একটি শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। যে শব্দটা ছিলো 'Culnea'। এই শব্দ থেকেই খুলনার নামকরণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে আরেকটি মতবাদ খুব প্রচলিত। সেটা হচ্ছে, ইংরেজদের শাসনামলে তাদের কাছে থাকা মানচিত্রে না-কি এই অঞ্চলের নাম 'Jessore-culna' উল্লেখ ছিলো। আর সেই নাম থেকেই না-কি খুলনা জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

এমন আরো অনেক মতবাদ রয়েছে কিন্তু মূলত কোনো নির্দিষ্ট কারণ এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। যদিও অনেক মতবাদের মধ্যে এই ৩টি মতবাদ বেশি

প্রচলিত। এই ছিলো খুলনা জেলার নামকরণের ইতিহাস। এসব মতবাদের মধ্যে কোনটি আপনি মানবেন সেটা একান্তই আপনার বিষয়।

৬. **কুষ্টিয়াঃ** কুষ্টিয়া আগে দ্বীপাঞ্চল ছিলো। এখানে বহু গাছগাছালি ছিলো, বিশেষ করে বাবলা গাছ। সেসব গাছে বহু কাক বাস করতো। তাই অনেক আগে কুষ্টিয়ার নাম ছিলো 'কাকদ্বীপ'। অনেকের মতে, কুষ্টা (পাট) থেকে 'কুষ্টিয়া ' নামের উৎপত্তি। দেশ বিভাগের আগে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার নাম 'নদীয়া' ছিলো। কুষ্টিয়া জেলার নামকরণ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মনীষীরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়ে গেছেন। মতগুলো সম্পূর্ণ একটি ধারণামাত্র। কারণ, প্রাচীন যুগের সঙ্গে এ জেলার ইতিহাসের যোগসূত্রের কোনো পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কুষ্টিয়া সদর থানার (বর্তমান হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের) পুরাতন কুষ্টিয়া এবং অতি পুরাতন ম্যাপ থেকে পাওয়া যায় তখনকার পদ্মা নদীর অবস্থানের উত্তরে পুরাতন কুষ্টিয়া চতুর্দিকে নদী দিয়ে বেষ্টিত ছিলো। সম্রাট শাহজাহানের আমলে এটাই কুষ্টিয়া শহর ছিলো। অনেকের মতে, সৈয়দ মুর্তাজা আলীর ধারণা কুষ্টিয়াতে উন্নত জাতের পাটের ব্যাপক হারে চাষ হতো।
কুষ্টিয়াবাসী পাটকে অঞ্চলিক ভাষায় কোষ্টা বলতো। কুষ্টা থেকে কুস্টে, তা থেকে কুষ্টিয়া নামের উৎপত্তি। কবি গোলাম মোস্তফার মতে, 'দ্রাবিড়' শব্দ থেকে কুষ্টিয়া নামটি এসেছে। কারো কারো মতে, ফরাসি কুশতহ বা কোস্তা থেকে কুষ্টিয়া নামের উৎপত্তি। ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে কুষ্টিয়া নামকরণ হয়। প্রশাসনিক অসুবিধার কারণে জেলা সদরের নামানুসারে নদীয়া নাম পাল্টিয়ে কুষ্টিয়া নামকরণ করেন তৎকালীন ডি, এম (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) জনাব সৈয়দ মুর্তাজা আলী।

৭. **মাগুরাঃ** কখন থেকে মাগুরা নাম হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে *খুলনা শহরের আদিপর্ব* বইয়ের লেখক ঐতিহাসিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের অভিমত অনুযায়ী, মরা গাঙ থেকে মাগুরা নামের উৎপত্তি হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় এটি মরগা বলেই পরিচিত এবং উৎপত্তি হয়েছে। অনেকের অভিমত অনুযায়ী, ধর্ম দাস নামের এক মগ জলদস্যু মাগুরার মধুমদী নদীর তীরে বসতি গাড়ায় মগদের অত্যাচারের কারণে স্থানীয় মানুষ অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেই মগ ও মরগা থেকে 'মাগুরা' নামের উৎপত্তি। তবে এখনো একথা জনশ্রুতি রয়েছে, মাগুরার খাল-বিলে একসময় প্রচুর পরিমাণে মাগুর মাছ পাওয়া যেতো। সেই মাগুর মাছের প্রসিদ্ধি থেকে 'মাগুরা' নামকরণ হয়েছে।

৮. **মেহেরপুরঃ** দেশের ছোট্ট জেলা মেহেরপুরের প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল জেলার সীমান্তবর্তী

মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পড়া হয়। তাই এই জেলার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল।

মেহেরপুর নামকরণ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত দু'টি অনুমানভিত্তিক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমটি হলো, ইসলাম প্রচারক দরবেশ মেহের আলীর নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ষোড়শ শতোকে কিংবা এর কিছু সময় পর 'মেহেরপুর' রাখা হয়। অন্যটি হলো, বিখ্যাত বচনকার মিহির ও তার পুত্রবধূ খনা এই অঞ্চলে থাকতেন। মিহিরের নাম থেকে মিহিরপুর ও পরবর্তী সময়ে তা মেহেরপুর হয় বলে অনেকের ধারণা। ১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলার মর্যাদা পায় মেহেরপুর।

৯. **নড়াইলঃ** নড়াইল নামের কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তি আছে, হজরত খানজাহান আলি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচার করতে এসে খলিফাতাবাদ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বাগেরহাটে। বাগেরহাটে তাঁর মাজার আছে। খলিফাতাবাদ রাজ্যের সীমানা বা আয়তন কতোটুকু ছিলো সে বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অনেকের মতে, খলিফাতাবাদ রাজ্যের উত্তর অংশের সীমান্ত ছিলো আজকের নড়াইল এলাকা। এ রাজ্যের সীমান্ত প্রহরী ছিলো। সীমান্ত রক্ষীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। তাই লোকে তাদেরকে 'লড়ে' বলতো। 'লড়ে' একটি আঞ্চলিক শব্দ। 'লড়ে' শব্দের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বুঝতো, যারা লড়াই করে। আর নড়াইল এলাকা হজরত খানজাহান আলি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর সময় খাল-বিল ও নদী-নালায় পরিপূর্ণ ছিলো। তাই লড়েরা উঁচু আইল তৈরি করে তার ওপর দিয়ে সীমান্ত পাহারা দিতো। লোকে এই আইলকে নাম দিয়েছিলো 'লড়ে আল'। পরবর্তী সময়ে 'লড়ে আল' থেকে নড়াইল নাম হয়েছে। একপর্যায়ে লড়েরা সেখানে বসবাস শুরু করে এবং সেখানে নতুন গ্রাম গড়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ সেই গ্রামকে 'লড়েগাতি' বলে ডাকতো। গাতি শব্দের অর্থ গ্রাম। 'লড়েগাতি' পরবর্তীতে 'লড়াগাতি' হয়েছে। কালিয়া উপজেলায় 'নড়াগাতি' অবস্থিত (বর্তমানে একটি নতুন থানা)। নড়াগাতির পাশে যে নদী ছিলো, সেটারও নাম হয়েছিলো 'লড়াগাতী নদী'। পরবর্তীতে নাম হয় 'নড়াগাতী নদী'। নড়াগাতী নামে একটি বন্দরও ছিলো। বর্তমানে নড়াগাতিতে একটি বাজার আছে। তাই 'লড়া আইল' থেকে 'নড়াইল' নাম হবার ব্যাপারেই অধিক যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়।

আলিবর্দির মোগলবাহিনী বর্গি ও পাঠানদের সম্পূর্ণ শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হন। এরপর বর্গি ও পাঠান দস্যুরা তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। সুবাবাংলার পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাণভয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় পালাতে থাকে। সেই সময় মদন গোপাল দত্ত নামে সুবেদারের এককর্মচারী কিসমাত কুড়িগ্রামে সপরিবারে নৌকায় করে হাজির

হন। সেখানে তিনি কচুড়ির শক্ত ধাপের ওপর একজন ফকিরকে যোগাসনে বসে থাকতে দেখতে পান। ওই ফকির দত্ত মশাইয়ের প্রার্থনায় তার নড়িটি (লাঠি) দান করেন এবং এই নড়ি পরবর্তীতে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। মদন গোপাল দত্ত ফকির বা সাধক আওলিয়ার নড়ি বা লাঠি পেয়ে ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এভাবে কিসমাত কুড়িগ্রাম অঞ্চলের ওই জায়গার নাম হলো নড়াল। নড়ালের লেখ্য রূপ হলো নড়াইল। জায়গাটি নড়িয়াল ফকিরের নড়ি থেকে পরিচিতি লাভ করে। মদন গোপাল দত্তের নাতি বিখ্যাত রূপরাম দত্ত। রূপরাম দত্তই নড়াইলের জমিদারদের প্রথম পুরুষ। যা হোক, মদন গোপাল দত্ত ও তার উত্তরাধিকারীরা নড়িয়াল ফকিরের অতি শ্রদ্ধাবশত নড়াল নামটি স্থায়ী করেন। তারা কোনো পরিবর্তন আনেননি। নড়াইলে নীলবিদ্রোহের কারণে মহকুমা স্থাপনের প্রয়োজনে ১৮৬৩ সালে ইংরেজ সরকার মহিশখোলা মৌজায় মহকুমার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এভাবেই মোগল আমলের 'নড়াল' নামটি ইংরেজ শাসনামলে 'নড়াইল' নামে পরিচিতি পায়।

১০. **সাতক্ষীরা:** সাতক্ষীরার আদি নাম ছিলো বুড়নদ্বীপ। সেখান থেকে সাতঘরিয়া। আগের সাতঘরিয়া গ্রাম থেকে সাতক্ষীরা নামকরণ করা হয়। নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে যতোদূর জানা যায়, ১৭৭২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নদিয়ার রাজা কৃষ চন্দের একজন কর্মকর্তা বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী নিলামে বুড়ন পরগনা কিনে সেখানে সাতঘরিয়া গ্রাম স্থাপন করে বাড়ি তৈরি করেন। পরবর্তীতে বিষ্ণুরাম চক্রবর্তীর ছেলে প্রাণনাথ রায় চৌধুরী সেটাকে উন্নত করেন এবং আধুনিক সাতঘরিয়ার স্থপতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৭৮১ সালে বুড়ন থেকে সাতঘরিয়া নামকরণ করা হলেও পরবর্তীতে ১৮৬১ সালে মহকুমা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হলে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মুখে সাতঘরিয়া সাতক্ষীরা হয়ে যাওয়ায় এর নামকরণ হয়ে যায় সাতক্ষীরা এবং সেখান থেকেই এ জেলা সাতক্ষীরা হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে। ১৯৪৬ সালের ২১ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ১৯৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. রাজশাহী বিভাগ [মোট জেলা ৮টি]

১. **বগুড়া:** দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের দ্বিতীয় ছেলে সুলতান নাসিরউদ্দিন বগরা খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর নামানুসারে বগুড়া জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

২. **জয়পুরহাট:** ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে জানা যায়, গৌড়ের পাল ও সেন রাজার রাজত্ব ছিলো জয়পুরহাটে। ধর্মপালের পর তার দ্বিতীয় ভ্রাতৃদ্বয়

দেবপাল রাজা হয়। দেবপালের পর তার পালরাজ সাম্রাজ্যের রাজা হয় জয়পাল। এই জয়পাল রাজার নামেই জয়পুরহাট জেলার নামকরণ হয় ১৮০০ সালে। এর আগে স্থানীয় নাম ছিল বাঘাবাড়ি, পরবর্তী সময়ে কাগজপত্রে গোপেন্দ্রগঞ্জ লেখা হতে থাকে।

১৮৫৭ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তা মোকাবেলার জন্যে ১৮৮৪ সালে জলপাইগুড়ি থেকে কোলকাতা পর্যন্ত ২৯৬ মাইল রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়। মালামাল রফতানির জন্যে ৪ থেকে ৭ মাইল পর পর ছিলো স্টেশন। জয়পুর গভর্নমেন্ট ক্রাউন স্টেটের নামানুসারে পরবর্তী সময়ে রেলস্টেশনটির নাম রাখা হয় জয়পুরহাট। রেলস্টেশন ও পোস্ট অফিসের নাম রাখা হয় জয়পুরহাট। এরপর থেকে এলাকাটি 'জয়পুরহাট' নামে পরিচিত হতে থাকে। রাজস্থানের জয়পুরের সঙ্গে পার্থক্য বোঝানোর জন্যেই মূলত জয়পুরের সঙ্গে হাট যুক্ত করে 'জয়পুরহাট' স্টেশন নাম রাখা হয়। স্টেশনের পাশেই বসতো মূল বাজার। এই বাজারকে বলা হতো যমুনার হাট। সেজন্যে হাট শব্দটি যুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে মহকুমা থেকে জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জয়পুরহাট।

৩. **নওগাঁ:** নওগাঁ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'নও' (নতুন) ও 'গাঁ (গ্রাম) শব্দ থেকে। শব্দদু'টি ফরাসি। নওগাঁ শব্দের অর্থ নতুন গ্রাম।

৪. **নাটোর:** নাটোর জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নারদ নদী। কথিত আছে, এই নদীর নাম থেকেই 'নাটোর' শব্দটির উৎপত্তি।

৫. **চাপাইনবাবগঞ্জ:** 'চাপাইনবাবগঞ্জ' নামটি সাম্প্রতিকালের। এই হালকা 'নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত ছিলো।

৬. **পাবনা:** 'পাবনা' নামকরণ নিয়ে কিংবদন্তির অন্ত নেই। এককিংবদন্তি মতে, গঙ্গার 'পাবনী' নামের পূর্বগামিনী ধারা থেকে পাবনা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

৭. **রাজশাহী:** ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের মতে, রাজশাহী রানী ভবানীর দেয়া নাম। অবশ্য মি. গ্রান্ট লিখেছেন, রানী ভবানীর জমিদারীকেই রাজশাহী বলা হতো।

৮. **সিরাজগঞ্জ:** বেলকুচি থানায় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামের একভূস্বামী (জমিদার) ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ মহালে একটি 'গঞ্জ' স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'সিরাজগঞ্জ'।

৬. রংপুর বিভাগ [মোট জেলা ৮টি]

১. **দিনাজপুরঃ** জনশ্রুতি আছে, জনৈক দিনাজ অথবা দিনারাজ দিনাজপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারেই রাজবাড়ীতে অবস্থিত মৌজার নাম হয় দিনাজপুর।

২. **গাইবান্ধাঃ** প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের রাজধানী ছিলো গাইবান্ধার গোবিন্দগজ থানা এলাকায়। বিরাট রাজার গো-ধনের কোনো তুলনা ছিলো না। তার গাভীর সংখ্যা ছিলো ষাট হাজার। মাঝে মাঝে ডাকাতরা এসে বিরাট রাজার গাভী লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো।

৩. **কুড়িগ্রামঃ** কুড়িগ্রামের নামকরণের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন, গণনা সংখ্যা কুড়ি থেকে কুড়িগ্রাম হয়েছে। কারো মতে, কুড়িটি কলু পরিবার এর আদি বাসিন্দা ছিলো। তাই এর নাম 'কুড়িগ্রাম'।

৪. **লালমনিরহাটঃ** ব্রিটিশ সরকারের আমলে বর্তমান লালমনিরহাট শহরের মধ্য দিয়ে রেলপথ বসানোর সময় এ অঞ্চলের রেল শ্রমিকরা বন-জঙ্গল কাটতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তি 'লালমণি' পেয়েছিলেন। সেই লালমণি থেকেই পর্যায়ক্রমে 'লালমনিরহাট' নামের উৎপত্তি হয়েছে।

৫. **নীলফামারীঃ** প্রায় দু' শতাধিক বছর আগে এ অঞ্চলে নীল চাষের খামার স্থাপন করে ইংরেজ নীলকরেরা। সেখান থেকেই নীলফামারী নামের উৎপত্তি।

৬. **পঞ্চগড়ঃ** 'পঞ্চ' (পাঁচ) গড়ের সমাহর 'পঞ্চগড়' নামটির অপভ্রমংশ 'পাঁচগড়' দীর্ঘকাল এই জনপদে প্রচলিত ছিলো; কিন্তু গোড়াতে এই অঞ্চলের নামে যে 'পঞ্চগড়ই' ছিলো, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশে 'পঞ্চ' শব্দটি বিভিন্ন জায়গার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

৭. **রংপুরঃ** প্রাগ জ্যোতিশ্বর নরের ছেলে ভগদত্তের রঙ্গমহলের নামকরণ থেকে এই রঙ্গপুর নামটি আসে। রংপুর জেলার অপর নাম জঙ্গপুর।

৮. **ঠাকুরগাঁওঃ** 'নিশ্চিন্তপুর' নামটি উচ্চারিত হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিশ্চিন্তে বসবাসের উপযোগী কোনো গ্রাম বা জনপদের ছবি। কিংবা মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসের 'নিশ্চিন্দিপুর' গ্রামের কথা; কিন্তু কখনো মনে পড়ে না উত্তরের জনপদ ঠাকুরগাঁওয়ের কথা।

কারণ, অনেকদিন আগেই চাপা পড়ে গেছে ঠাকুরগাঁওয়ের এই নিশ্চিন্তপুর নামটি। কয়েকজন বিত্তশালী মানুষের খেয়ালী ইচ্ছাকে পূরণ করতে সাধারণের প্রিয় জনপদ নিশ্চিন্তপুরকে পাল্টে করা হয় ঠাকুরগাঁও। আর এ ইতিহাস অজানা রয়েছে বলে নিশ্চিন্তপুর শব্দটি উচ্চারিত হলে কখনো ঠাকুরগাঁওয়ের কথা মনে হয় না। তবে ইতিহাস সচেতন মানুষ আজো আবেগ শিহরিত হৃদয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের সঙ্গে নিশ্চিন্তপুরের কথা মনে করেন।
ঠাকুরগাঁওয়ের নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে আর যা পাওয়া গেছে তা হলো, বর্তমানে যেটি জেলা সদর অর্থাৎ, যেখানে জেলার অফিস-আদালত অবস্থিত, সেখান থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরে আকচা ইউনিয়নের একটি মৌজায় নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দু' ভাই বসবাস করতেন। সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তারা সেই এলাকায় খুব পরিচিত ছিলেন। সেখানকার লোকজন সেই চক্রবর্তী বাড়িকে ঠাকুরবাড়ি বলতেন। পরে স্থানীয় লোকজন এই জায়গাকে ঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও বলতে শুরু করে। চক্রবর্তী বাবুরা এখানে একটি থানা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাদের অনুরোধে জলপাইগুড়ির জমিদার সেখানে একটি থানা স্থাপনের জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে রাজি করান। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে এখানে একটি থানা স্থাপিত হয়। আর তার নাম দেয়া হয় ঠাকুরগাঁও থানা। পরবর্তীতে নানা কারণে টাঙ্গন নদীর পূর্ব তীরে নিশ্চিন্তপুরে ঠাকুরগাঁও থানা স্থানান্তরিত হয়। আর এই থানাকে কেন্দ্র করে ১০টি থানা নিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও মহকুমা গঠিত হয়। বর্তমান পঞ্চগড় জেলার ৫টি থানাই তখন ঠাকুরগাঁও মহকুমার অন্তর্গত ছিলো। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুরুয়ারি ৫টি থানা নিয়ে এই ঠাকুরগাঁওয়ের নাম বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত হয় জেলা হিসেবে। জেলা হিসেবে নতুন হলেও জনপদ হিসেবে ঠাকুরগাঁওয়ের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস।

৭. সিলেট বিভাগ [মোট জেলা ৪টি]

১. **হবিগঞ্জঃ** ঐতিহাসিক সুলতানসি হাবেলির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ সুলতানের অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর ছেলে সৈয়দ হাবিব উল্লাহ খোয়াই নদীর তীরে একটি গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসরে 'হবিগঞ্জ' নামকরণ করা হয়।

২. **মৌলভীবাজারঃ** মৌলভী সৈয়দ কুদরত উল্লাহর এ বাজারে নৌ ও স্থলপথে প্রতিদিন লোকসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগমের মাধ্যমে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মৌলভীবাজারের খ্যাতি। মৌলভী সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই অঞ্চলের নাম হয় 'মৌলভীবাজার'।

৩. **সুনামগঞ্জঃ** 'সুনামদি' নামের এক মোগল সিপাহীর নামানুসারে সুনামগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছিলো বলে জানা যায়।

৪. **সিলেটঃ** প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ অঞ্চলের বিভিন্ন নাম লেখা রয়েছে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে শিবের স্ত্রী সতি দেবীর কাটা হস্তা (হাত) এই অঞ্চলে পড়েছিলো, যার ফলে শ্রী হস্তা থেকে শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি বলে হিন্দুসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতোকের ঐতিহাসিক এরিয়ান লিখিত বিবরণীতে এই অঞ্চলের নাম 'সিরিওট' বলে উল্লেখ আছে। আর এভাবেই শ্রীহট্ট থেকে রূপান্তর হতে হতে একসময় সিলেট নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেছে বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন।

৫. শিক্ষণীয় স্ট্যাটাস

যেসব স্ট্যাটাসে গল্পচ্ছলে শিক্ষণীয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়, সেগুলোকে শিক্ষণীয় স্ট্যাটাস বলে। যেমন নিচের স্ট্যাটাস দু'টি–

১. অর্থ-বিত্তের অহম করতে নেই

একমেয়ের বিয়ে হলো ব্যবসায়ী যুবকের সঙ্গে। বিয়ের প্রথমদিনেই স্বামী স্ত্রী যখন খেতে বসলো, একভিক্ষুক হাজির হলো। ভিক্ষুকটি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলো। সে কিছু খাবার চাইলো। যুবকটি অত্যন্ত রেগে ভিক্ষুকটিকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ ও অপমান করে তাড়িয়ে দিলো। অসহায় ভিক্ষুকটি চলে গেলো! কিছুদিন পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়ার কারণে সংসার ভেঙ্গে যায়। স্বামী তালাক দিলে মেয়েটি নিজের বাড়ি চলে আসে। সময়ের ব্যবধানে মেয়েটির অন্যখানে বিয়ে হয়। নতুন স্বামীর সঙ্গে শুরু হয় নতুন জীবন। প্রথম স্বামীর চেয়ে অনেক ধনী ছিলো দ্বিতীয় স্বামী। এখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। তবে একটু ভিন্নভাবে। একদিন স্বামী স্ত্রী খেতে বসলে একজন ভিক্ষুক আসে। স্বামী স্ত্রীকে বললো, ভিক্ষুককে আগে ভিক্ষা দিয়ে আসো, আমরা না হয় পরে খাবো।

মেয়েটি ভিক্ষা দিতে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। কারণ, ভিক্ষুক তো আর কেউ নয়, তারই প্রথম স্বামী! ভিক্ষার পাত্র হাতে সামনে দাঁড়িয়ে! স্ত্রী চোখের পানি রাখতে পারলো না। মেয়েটি তার দ্বিতীয় স্বামীকে বললো, আমি আপনাকে এক আশ্চর্য ঘটনা শুনাবো। তারপর মেয়েটি তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে ঘটা ঘটনাটি বললো! তখন দ্বিতীয় স্বামী চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললো, আমি তোমাকে এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা শোনাবো। তুমি হয়তো শুনে অবাক হবে যে, ওইদিন তোমরা যে অসহায় ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আমিই ছিলাম সেই অসহায় ভিক্ষুক। যে আজ তোমার সম্পদশালী স্বামী!

শিক্ষাঃ আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যেই গরিবকে ধনী আর ধনীকে ফকির বানিয়ে দিতে পারেন। তাই কখনো বাড়ি-গাড়ি, টাকা-কড়ি নিয়ে অহঙ্কার করা ঠিক নয়।

২. উপকারী মিথ্যা

বাদশা আদেশ দিলেন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিৎ। লোকটিকে শূলে চড়াও। বাদশার আদেশ অমান্য করে কে! লোকটিকে ধরে শূলে চড়ানোর জন্যে আনা হলো। লোকটা কাতরকণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করলো; কিন্তু বাদশা অনড়। লোকটা বুঝলো বাঁচার তার কোনো আশা নেই। তখন সে বাদশার উদ্দেশ্যে গালাগালি শুরু করলো। হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করতে লাগলো। বেশ দূরে বাদশা বসে আছেন। লোকটার চিৎকার-চেঁচামেচির কিছুই বুঝতে পারলেন না। পাশের সভাসদের কাছে বাদশা জানতে চাইলেন লোকটি কী বলছে? সভাসদ দেখলেন ভারি বিপদ! সত্য বললে বাদশা হয়তো ভয়ানক রেগে যাবেন। তাই তিনি বললেন, বাদশা লোকটি বলছে, যে অপরাধীকে ক্ষমা করে, সে সবার শ্রদ্ধা অর্জন করে। বাদশা বললেন, আমি তো সবার শ্রদ্ধা অর্জন করতে চাই। বাদশা লোকটির কথা শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন, ওকে মুক্তি করে দাও। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আরেক সভাসদ। প্রথম সভাসদের উপর তার ছিলো ভারি রাগ। সে তাড়াতাড়ি বললো, বাদশা ওই সভাসদ মিথ্যাকথা বলছে। লোকটি আপনাকে গালি দিচ্ছিলো। একে মুক্ত করা উচিৎ নয়। এই সভাসদের কথা শুনে বাদশা বেশ উত্তেজিত হলেন এবং রাগ করলেন। সভাসদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওর মিথ্যা অনেক গুণ ভালো। কারণ, ও মিথ্যা বলছে একজন মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্যে। অথচো তুমি সত্যকথা বলছো দু'জন মানুষের ক্ষতির জন্যে। তাহলে আমি কার কথা শুনবো? ক্ষতিকর সত্যের চেয়ে উপকারী মিথ্যা আমার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। বাদশার কথা শুনে সভাসদরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

৬. যুগোপযোগী স্ট্যাটাস

সময়ের প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত স্ট্যাটাসকে যুগোপযোগী স্ট্যাটাস বলে। যেমন নিচের স্ট্যাটাসটি এমন–

এই মুহূর্ত থেকে আমরা সবাই ইহুদিপণ্য বর্জন করি। এটাও হতে পারে ন্যূনতম প্রতিবাদ। কিছু ইহুদি পণ্যের তালিকা–

টুথপেস্ট ও ব্রাশ–

পেপসুডেন্ট, ক্লোজআপ, কোলগেট ইত্যাদি।

সাবান ও ডিটারজেন্ট–

লাইফবয়, লাইফবয় গোল্ড, লাইফবয় প্লাস, লাক্স, ডেটল, ডোভ, স্যাভলন, জনসন বেবি সোপ, সার্ফ এক্সেল, হুইল, রেক্সোনা, রবিন ব্লু, রিন ইত্যাদি।

শ্যাম্পু–

সানসিল্ক, হ্যাড এন্ড সোল্ডার, লাক্স, ক্লিয়ার, ওল ক্লিয়ার, ডোভ ইত্যাদি।

কফি ও চকলেট–
ডেইরি মিল্ক, ক্যাডবেরিস, নেসলে, হরলিক্স ইত্যাদি।

কোল্ড ড্রিংকস ও অনন্যান্য পানীয়–
কোকাকোলা, পেপসি, মাউন্টেন ডিউ, স্প্রাইট, ফানটা ইত্যাদি।

ইলেকট্রনিক্স–
নকিয়া, ইনটেল, ডেল, এইচপি, এলজি ইত্যাদি।

ক্রিম ও অন্যান্য কসমেটিকস–
ফেয়ার এন্ড লাভলী, পন্ডস, জনসন ইত্যাদি।

মশক নিধন এরোসেল–
মরটিন, এডোমাস ইত্যাদি।

কলম ও কালি–
মনটেক্স, লাক্সার, পার্কার ইত্যাদি।

জুতা ও পাদুকা–
বাটা, এডিডাস, এ্যাকশন, নাইকি ইত্যাদি।

কাদিয়ানিরাও ইহুদিবাদের সৃষ্ট। সুতরাং তাদের পণ্যও বর্জন করা ইমানি দায়িত্ব। আমরা এখনে কাদিয়ানি কিছু পণ্যের তালিকা তুলে ধরছি–

কাদিয়ানি পণ্য (প্রাণ-আরএফএল এর সবধরনের পণ্য)–
ইসরাইলি পণ্যের তালিকা করতে গিয়ে দেখলাম, কিছু কিছু পণ্য বর্জন করা আসলেই কঠিন, কোনো ভালো বিকল্প নেই সেগুলোর। তারপরও আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে বর্জনের।

কিছু ইসরাইলি পণ্য ও তার বিকল্প–
নকিয়া মোবাইল বর্জন করুন, (সরাসরি ইসরাইলি না হলেও ইসরাইলের সাথে কানেকটেড) স্যামসাং অথবা দেশি কোনো ব্র্যান্ডের মোবাইল ব্যবহার করুন।
বাটা, এডিডাস, এ্যাকশন, নাইকি বর্জন করে ডাটা, জেনাস, আড়ং, কে ক্রাফট ইত্যাদি ব্র্যান্ডের জুতা ও পোশাক কিনুন।
পেপসোডেন্ট, ক্লোজআপ বর্জন করুন। দেশীয় অনেক কোম্পানির টুথপেস্ট যেমন, এমপিএম, হোআইট প্লাস ইত্যাদি এগুলো ব্যবহার করুন। কোকাকোলা, পেপসি, সেভেন আপ, মেরিন্ডা, মাউন্টেন ডিউ বর্জন করুন। মজো, আরসি কোলা বা অন্যকোনো দেশীয় ব্র্যান্ডের পানীয় পান করুন।

ডেইরি মিল্ক, ক্যাডবেরিস, নেসক্যাফে, হরলিক্স বর্জন করে বুস্ট, কমপ্লেইন, ওভালটিন ইত্যাদি কিনতে পারেন।
লাক্স, ডাব, জনসন বেবি সোপ, লাইফবয় ইত্যাদি সাবান বর্জন করে দেশি বা বিদেশি অন্যযেকোনো ব্র্যান্ডের সাবান ব্যবহার করুন।
সার্ফ এক্সেল, হুইল বর্জন করে চাকা, তিব্বত এসব দেশীয় ব্র্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন।

শপথ: আজ থেকে আমরা শপথ করি ইহুদিদের পণ্য বর্জন করে মুসলমানদের ক্ষতিতে এবং হত্যায় ইহুদিদেরকে আর সহযোগিতা করবো না।

৭. ইসলামি স্ট্যাটাস

যেসব স্ট্যাটাসে ইসলামের আবেদন ফুটে ওঠে, সেগুলোকেই ইসলামি স্ট্যাটাস বলে। যেমন, নিচের স্ট্যাটাস দু'টি–

ক. কখন কী বলবেন?

১. ভালো কোনো কিছু খাওয়া বা পান করার সময়, কোনো কিছু লেখা বা পড়ার সময়, কোনো কাজ শুরু করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা।
২. ভালো কিছু খাওয়া বা পান করা শেষে, কোনো শুভ সংবাদ শোনা হলে, কেউ কেমন আছো জিজ্ঞেস করলে, তার জবাবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।
৩. কারো হাঁচি এলে 'আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' বলা।
৪. কোনো হাঁচিদাতা 'আলদামদুলিল্লাহ' বলতে শুনলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।
৫. আল্লাহতাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব বা বড়োত্বের কোনো কৃতিত্ব দেখলে কিংবা শুনলে 'আল্লাহু আকবার' বলা। স্বাভাবিকের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম দেখলে কিংবা আশ্চর্যধরনের কোনো কথা শুনলে 'সোবহানাল্লাহ' বলা।
৬. ভালো যেকোনো কিছু বেশি বা ব্যতিক্রম দেখলে 'মাশাআল্লাহ' বলা।
৭. ভবিষ্যতে কোনো কিছু করার কথা বললে 'ইনশাআল্লাহ' বলা।
৮. কোনো বাজে কথা শুনলে কিংবা আল্লাহর আজাব ও গজবের কথা শুনলে বা মনে পড়লে 'নাউজুবিল্লাহ' বলা।
৯. কোনো বিপদের কথা শুনলে কিংবা কোনো খারাপ বা অশুভ সংবাদ শুনলে, কোনো কিছু হারিয়ে গেলে, কোনো কিছু চুরি হয়ে গেলে, কোনো কষ্ট পেলে 'ইন্নালিল্লাহ' বলা।
১০. কথা প্রসঙ্গে কোনো গোনাহর কথা বলে ফেললে, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলা।
১১. উপরে ওঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা এবং নিচে নামার সময় 'সোবহানাল্লাহ' বলা।
১২. কেউ কিছু দিলে কিংবা কারো মাধ্যমে কোনো কাজ হলে তার বদলে 'জাজাকাল্লাহু খাইরান' বলা।

খ. ইসলামে নারীদের কেমন চোখে দেখে?

* একজন নারীর যখন জন্ম হয়, ইসলাম বলে, যার ঘরে প্রথমে কন্যাসন্তান হয়, সেই ঘর বরকতময়।
* নারী যখন যুবতী হয়, ইসলাম ঘোষণা দেয়, যে তার মেয়েকে সঠিকভাবে লালন পালন করে ভালোপাত্র দেখে বিয়ে দেয়, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।
* নারী যখন বিবাহিত, ইসলাম বলে, সেই পুরুষই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।
* নারী যখন সংসারী, ইসলাম বলে, স্ত্রীর দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকানো সোয়াবের কাজ। এমনকি স্ত্রীকে আদর করে মুখে একলোকমা খাবার তুলে দেয়াও।
* নারী যখন গর্ভবতী, ইসলাম বলে, গর্ভাবস্থায় যে নারী মারা যায়, সে শহিদের মর্যাদা পায়।
* নারী যখন মা, ইসলাম বলে, মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত।

তাহলে ইসলাম নারীর মর্যাদা দেয়নি তো কে দিয়েছে!

৮. ভুল সংশোধনমূলক স্ট্যাটাস

মানুষের বিভিন্ন ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করার জন্যে যেসব স্ট্যাটাস দেয়া হয়, সেগুলোকেই ভুল সংশোধনমূলক স্ট্যাটাস বলা হয়। যেমন নিচের স্ট্যাটাসটি–

একটি ভুল বিশ্বাস

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা কিছু কাটলে কি গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়?

কিছু মানুষ মনে করেন, চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় যদি গর্ভবতী মহিলা কিছু কাটাকাটি করেন, তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়। সন্তান কানকাটা বা ঠোঁটকাটা অবস্থায় জন্মায়।

এটি একটি ভুল বিশ্বাস। বাস্তবতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শরিয়তে যেমন এর কোনো ভিত্তি নেই, তেমনি বিবেক-বুদ্ধিও এধরনের অলীক ধারণা সমর্থন করে না। তাই এধরনের বিশ্বাস পোষণ করা থেকে বিরতো থাকা উচিত।

৯. সচেতনতামূলক স্ট্যাটাস

যেসব স্ট্যাটাস মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে, সেগুলোকে সচেতনতামূলক স্ট্যাটাস বলে। নিচের স্ট্যাটাসদু'টি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ–

এক.

- একটি মেয়ে যখন আপনার বোন, তখন আপনি তার 'দায়িত্ববোধ' অনুভব করতে পারেন।

- একটি মেয়ে যখন আপনার বন্ধু, তখন আপনি তার 'আবেগ' অনুভব করতে পারেন।
- একটি মেয়ে যখন আপনার প্রেমিকা, তখন আপনি তার 'প্রবল অনুরাগ' অনুভব করতে পারেন।
- একটি মেয়ে যখন আপনার স্ত্রী, তখন আপনি তার 'ত্যাগ ও ধৈর্য' অনুভব করতে পারেন।
- একটি মেয়ে যখন আপনার সন্তান, তখন আপনি তার 'নিষ্পাপতা' অনুভব করতে পারেন।
- একটি মেয়ে যখন আপনার মা, তখন আপনি তাঁর 'প্রকৃত ভালোবাসা' অনুভব করতে পারেন।

একটি মেয়ে স্রষ্টার অন্যতম সেরা সৃষ্টি। ইভটিজিং এর আগে আরেকবার ভেবে দেখবেন কি?

দুই.

- *স্টার জলসায়* 'বোঝে না সে বোঝে না' নাটক দেখতে দিলো না... আত্মহত্যা করলো সাভারের রিয়া আক্তার। 'টাপুর-টুপুর' নাটক দেখতে দিলো না... আত্মহত্যা করলো সিরাজগঞ্জের রেখা আক্তার।
- ইদে পাখি ড্রেস কিনতে পারেনি... আত্মহত্যা করলো গাইবান্ধায় ১০ বছরের শিশু নূরজাহান... আত্মহত্যা করলো চাঁপাইনবাবগঞ্জের ১৩ বছরের কিশোরী হালিমা। আত্মহত্যা করলো নওগাঁর আত্রাইয়ের ১৪ বছর বয়সী মীম আক্তার।

  এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছে...আত্মহত্যা করলো জয়পুরহাটে মুকিত হোসেন, আত্মহত্যা করলো কালিগঞ্জের নন্দিতা দাস, আত্মহত্যা করলো লিজা আক্তার...।
- স্বামীর সাথে রাগারাগি করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো বেনাপোলের জামেনা খাতুন। স্ত্রীর আত্মহত্যার খবর শুনে তার স্বামী বিল্লালও বিষ খেয়ে করলো আত্মহত্যা।
- বাসা থেকে বিয়ে ঠিক করায় গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করলো রাজশাহীর ফাহমিদা। প্রেমিকার আত্মহত্যার খবর শুনে তার প্রেমিক মিনহাজ চৌধুরী ঢাকায় বসেই গলায় গামছা পেঁচিয়ে করলো আত্মহত্যা।
- প্রেমঘটিত ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আত্মহত্যা করলো সিলেটের লিডিং ইউনিভার্সিটির আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র শেখ নাফিজুর রহমান। প্রেমিকের আত্মহত্যার খবর শুনে প্রেমিকা তানজিলা জাহান লিজাও গলায় ওড়না পেঁচিয়ে করলো আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা করার এই প্যাশনটা আজ যেনো জাতির জন্যে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আত্মহত্যাই যেনো সব সমস্যার সমাধান...!

আত্মহত্যা কোনো সমস্যার সমাধান নয়। কারণ, আত্মহত্যা কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না; বরং একটা সমস্যা থেকে পালাতে গিয়ে আত্মহত্যা করে হাজারটা সমস্যার জন্ম দেয়া হয়।

আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে মানুষ বেঁচে থাকার জন্যে মাটি কামড়ে খাচ্ছে। একচিমটি পঁচা বাসি খাবারও তাদের কাছে বেহেশতি খাবার। অথচো আমরা সামান্য একটা ড্রেস্যের জন্যে আত্মহত্যা করি!

আমরা আসলে জানিই না কেনো আমাদের এই পৃথিবীতে আসা? অনেক অনেক দায়িত্ব ... অনেক অনেক দায় নিয়েই আমরা এই পৃথিবীতে আসি। অনেকগুলো জীবনের নির্ভরশীলতা কাঁধে নিয়েই আমাদের পৃথিবীতে আসা। অথচো, আমরা সামান্য একটা কারণেই বিলিয়ে দেই আমাদের জীবন। যে কারণে আত্মহত্যা করার আগে একবার জীবনের অর্থ খুঁজুন... বেঁচে থাকার কারণ খুঁজুন।

পৃথিবী আপনাকে ১০টা কারণ দেখিয়ে বলছে... "এই পৃথিবীতে তোমার থাকার দরকার নেই...!

খুঁজে দেখুন, আরো ১০০০টা কারণ আপনাকে বলবে, "এই পৃথিবীতে তোমাকে থাকতে হবে... তোমাকে বাঁচতে হবে!!"

১০. সুন্নতভিত্তিক স্ট্যাটাস

যেসব স্ট্যাটাসের মাধ্যমে নবিজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সুন্নতের প্রচার করা হয়, সেগুলোকেই সুন্নতভিত্তিক স্ট্যাটাস বলে। নিচে উদাহরণস্বরূপ ২টি তুলে ধরা হলো–

এক. ঘুমানোর সময়ে পালনীয় ১০টি সুন্নত

১. ভালোভাবে বিছানা ঝেড়ে নেয়া।

২. ঘরের দরোজা আল্লাহর নামে বন্ধ করা।

৩. শোয়ার সময় দোয়া পড়া– اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى।

৪. ডান কাৎ হয়ে শোয়া।

৫. নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে হলে শরীরের নাপাক জায়গা ধুয়ে ওজু করে নেয়া।

৬. সাধারণত সতর খোলা অবস্থায় না শোয়া।

৭. বিনা কারণে উপুড় হয়ে না শোয়া।

৮. ঘুমানোর সময় আগুনের বাতি জ্বালিয়ে না রাখা।

৯. দুঃস্বপ্ন দেখলে পাশ পরিবর্তন করে শোয়া।

১০. দুঃস্বপ্ন দেখলে প্রথমে বাঁ দিকে তিনবার থুথু ছিটানো এবং 'দুঃস্বপ্ন ও শয়তান থেকে হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই' এভাবে তিনবার বলা। আর দুঃস্বপ্ন কাউকে না বলা।

দুই. পানি পান করার সুন্নত ৬টি

১. ডান হাতে পান করা।
২. বসে পান করা।
৩. পানি পান করা শুরুর আগে 'বিসমিল্লাহ' পড়া।
৪. পানি পান করার আগে তা দেখে পান করা।
৫. তিন দফায় পানি পান করা।
৬. পানি পান করা শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া।

হে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার সুযোগ দিন! আমিন!!

১১. বিবেক জাগানিয়া স্ট্যাটাস

যেসব স্ট্যাটাস বিবেককে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে, সেগুলোকেই বিবেক জাগানিয়া স্ট্যাটাস বলা হয়ে থাকে। যেমন, নিচের স্ট্যাটাসটি সেটার প্রকৃষ্ট উদাহরণ–

নাকফুলটা বিক্রি করে আমার কাফনের কাপড় কিনে দিও...

বিদ্ধাশ্রম থেকে পাঠানো এক হতভাগী মায়ের চিঠি

খোকা!

আমার আদর ও ভালোবাসা নিয়ো। অনেকদিন তোমাকে দেখি না, আমার খুব কষ্ট হয়। কান্নায় আমার বুক ভেঙে যায়। আমার জন্যে তোমার কী অনুভূতি আমি জানি না! তবে ছোটোবেলায় তুমি আমাকে ছাড়া কিছুই বুঝতে না। আমি যদি কখনো তোমার চোখের আড়াল হতাম, মা মা বলে চিৎকার করতে! মা ছাড়া কারো কোলেও তুমি যেতে না। সাত বছর বয়সে তুমি আমগাছ থেকে পড়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিলে। তোমার বাবা হালের বলদ বেচে তোমার চিকিৎসা করিয়েছেন। তখন তিন দিন, তিন রাত তোমার পাশে না ঘুমিয়ে, না খেয়ে, গোসল না করে কাটিয়েছিলাম। এগুলো তোমার মনে থাকার কথা নয়। তুমি একমুহূর্ত আমাকে না দেখে থাকতে পারতে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার বিয়ের গয়না বেচে তোমার পড়ার খরচ জুগিয়েছি। হাঁটুর ব্যথাটা তোমার মাঝে মধ্যেই হতো।

বাবা!

এখনো কি তোমার সেই ব্যথাটা আছে? রাতের বেলায় তোমার মাথায় হাত না বুলিয়ে দিলে তুমি ঘুমাতে না। এখন তোমার কেমন ঘুম হয়? আমার কথা কি তোমার একবারও মনে হয় না? তুমি দুধ না খেয়ে ঘুমাতে না। তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার কপালে যা লেখা আছে, তা-ই হবে। আমার জন্যে তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমি খুব ভালো আছি। কেবল তোমার চাঁদ মুখখানি দেখতে আমার খুব মন চায়।

তুমি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করবে। তোমার বোন... তার খবরাখবর নিয়ো। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলো, আমি ভালো আছি। আমি দোয়া করি, তোমাকে যেনো আমার মতো বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে না হয়। কোনো এক জ্যোস্নাভরা রাতে আকাশ পানে তাকিয়ে জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে একটু ভেবে নিয়ো। বিবেকের কাছে উত্তর পেয়ে যাবে।

তোমার কাছে আমার শেষ একটা ইচ্ছা আছে। আশা করি, তুমি আমার শেষ ইচ্ছাটা রাখবে। আমি মারা গেলে বৃদ্ধাশ্রম থেকে নিয়ে আমাকে তোমার বাবার পাশে কবর দিয়ো। এজন্যে তোমাকে কোনো টাকা খরচ করতে হবে না। তোমার বাবা বিয়ের সময় যে নাকফুলটা দিয়েছিলো সেটা আমার কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রেখেছি। নাকফুলটা বেচে আমার কাফনের কাপড় কিনে নিয়ো। তোমার ছোটোবেলার একটি ছবি আমার কাছে রেখে দিয়েছি। ছবিটা দেখে দেখে মনে মনে ভাবি এটাই কি আমার সেই খোকা!'

এভাবে বেদনাভরা একটি খোলা চিঠি ছেলের উদ্দেশ্যে লিখেছেন মদিনা খাতুন (ছদ্মনাম)। মদিনা খাতুনের বয়স এখন আশি। ছয় বছর আগে তার আশ্রয় জুটেছে বৃদ্ধাশ্রমে।

১২. জনহিতকর স্ট্যাটাস

জনসাধারণের উপকারার্থে যেসব স্ট্যাটাস পোস্ট করা হয় সেগুলোকে জনহিতকর স্ট্যাটাস বলে। যেমন নিচের এই স্ট্যাটাসটির মতো আরো অনেক স্ট্যাটাস আপনার চোখে পড়বে। আপনিও এমন স্ট্যাটাস দিতে পারেন।

একজন তার স্ট্যাটাসে লিখেছে–

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনিবার্য কারণবশত নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার সব বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকবে। তাই সেখানকার অধিবাসীদের নির্ধারিত সময়ের আগেই ট্যাঙ্কিতে পানি ভরা, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে চার্জ দেয়াসহ প্রয়োজনীয় সব বৈদ্যুতিক কাজ সেরে রাখার জন্যে পরামর্শ দেয়া হলো।

ফেসবুকে ফ্রেন্ড

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এখন যোগাযোগসহ অন্যান্য অনেক কাজের খুব সহজ একমাধ্যম। সবাই খুব সহজেই বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। এতে তাদের সবার জন্যে অনেক সহজ হয়ে যায়। *ফেসবুক* বন্ধুত্বের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। অনেক সময় ফেসবুক ফ্রেন্ড থেকে সত্যিকারের বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাই ফেসবুকের বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে। যেনো একজন ভালো, গুণী এবং আদর্শ মানুষই বন্ধু হয়। এক্ষেত্রেও বন্ধু নির্বাচনের মূলনীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। তাই আমরা এখানে বন্ধু নির্বাচনের কিছু মূলনীতি তুলে ধরছি–

বন্ধুত্বের মূলনীতি

ইমানদার সবসময় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব রাখে। যারা দীনের পথের পথিক, তারাই কেবল হয় তার বন্ধু। একই সঙ্গে আল্লাহ ও রাসুলে সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখে না, তাদের সঙ্গে কোনো মোমিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারে না।

এটি ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কারো মাঝে এ গুণটি না থাকলে ইমানের দুর্বলতা রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। ইমানদার হতে হলে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে শত্রুতা তার মধ্যে থাকতে হবে। অন্যথায় প্রকৃত ইমানদার হওয়া যাবে না।

ইসলামি আকিদার অন্যতম ভিত্তি হলো, দীনের উপর বিশ্বাসী সব ইমানদার মোমিনের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। যারা তাওহিদে বিশ্বাসী-নিষ্ঠাবান ইমানদার, তাদের ভালোবাসা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। আর যারা মুশরিক–আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো এবাদত করে–তাদের অপছন্দ ও ঘৃণা করা ইমানদারের পরিচায়ক। অথচো এ মহান গুণটি আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনেকারিমে বলেন–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

ইবরাহিম ও তাঁর সাথে যারা ছিলো, তাদের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন আপন সম্প্রদায়কে বলছিলো, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা করো, তা থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং উদ্রেক হলো আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যে, যতোক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর উপর ইমান গ্রহণ করো। তবে নিজের বাবার প্রতি ইবরাহিমের উক্তিটি ব্যতিক্রম , 'আমি অবশ্যই তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোনো অধিকার রাখি না।' হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।[১৫২]

এটা মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দীনের অনুকরণের দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখানেও কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

হে মোমিনরা, ইহুদি ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়েত করেন না।[১৫৩]

আয়াতে আল্লাহ কিতাবিদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিতাবিদের সাথে বন্ধুত্ব করতে এবং তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, কাফেররা যদি মোমিনদের আত্মীয়-স্বজন বা রক্ত সম্পর্কীয় ও গোত্রীয় হলেও আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব, মহব্বত করতে মোমিনদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

হে ইমানদাররা, তোমরা নিজেদের বাবা ও ভাইদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই জালেম।[১৫৪]

আল্লাহ আরো বলেছেন–

---

১৫২. সুরা: মুমতাহিনা, আয়াত: ৪।

১৫৩. সুরা: মায়িদা, আয়াত: ৫১।

১৫৪. সুরা: তওবা, আয়াত: ২৩।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান আনে, তুমি পাবে না এমন জাতিকে তাদেরকে পাবে না এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, বন্ধু হিসেবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে, যদি সেই বিরুদ্যবাদীরা তাদের বাবা, ছেলে, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়, তবুও। এদের অন্তরে আল্লাহ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতগুলোতে, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই সফল।[১৫৫]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ দীনের এ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এড়িয়ে যায়। আমল করার ব্যাপারে কারো মাঝেই কোনো প্রকার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা দেখা যায় না।

আল্লাহ যেভাবে ইসলামি আকিদায় অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করা হারাম করেছেন এবং তাদের ঘৃণা করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে যারা ইমান এনেছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের ভালোবাসাকেও ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মোমিনরা, যারা নামাজ আদায় করে এবং জাকাত দেয় বিনীত ও বিনম্রচিত্তে।[১৫৬]

আল্লাহ আরো বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সাথে যারা আছেন, তাঁরা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়

---

১৫৫. সুরা: মুজাদালা, আয়াত: ২২।

১৫৬. সুরা মায়েদা, আয়াত: ৫৫।

আপনি তাঁদেরকে রুকু ও সেজদারতো দেখবেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।[১৫৭]

মোটকথা, মোমিনের সম্পর্ক শুধু মোমিনের সঙ্গেই হয়ে থাকে। মোমিন-মুসলমান একে-অপরের ভাই। তাদের ঘর-বাড়ি, স্থান-কাল ও সীমা-রেখা যতোই দূরে থাকুক না কেনো, তা বিবেচনার বিষয় নয়; বরং আল্লাহ, রাসুল ও পরকালে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই বন্ধু হিসেবেই বিবেচ্য হবে।
নেট দুনিয়ার কারণে আজ সবকিছুই সহজ হয়ে ওঠেছে। দুনিয়ার শেষপ্রান্তের মানুষটাও আমাদের খুব কাছের হয়ে ওঠেছে। আমাদের আপনজন হয়ে যায় খুব সহজেই; কিন্তু তাকেও বন্ধু ও আপন হিসেবে গ্রহণ করতে হলে আমাদের শরিয়তের এসব মূলনীতিকেই সামনে রাখতে হবে। অন্যথায় আমাদের সব কাজই কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে আনবে।

সৎ সঙ্গ এবং অসৎ সঙ্গের উপমা

বন্ধু ও বন্ধুত্বের বিষয়ে প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একটি সুন্দর উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে আতর বিক্রেতা আর কামারের হাপরের মতো। আতরঅলা তোমাকে নিরাশ করবে না। হয় তুমি তার কাছ থেকে কিনবে কিংবা তার কাছে আতরের সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাপর, হয় তোমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে, তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, অন্যথায় দুর্গন্ধ পাবে।

যে বন্ধুত্বের বিনিময় জান্নাত

বন্ধুত্ব বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে; কিন্তু কেবল একধরনের বন্ধুত্ব রয়েছে, যা মানুষের ইহ ও পরকালের জন্যে কল্যাণকর। সেটা এতোই মহৎ বন্ধুত্ব, যার বিনিময় জান্নাত। সেই বন্ধুত্ব হচ্ছে, আল্লাহর কারণে বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব। অর্থাৎ, কোনো মুসলিম অন্যমুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে এ কারণে বন্ধুত্ব গড়ে যে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে। তার মাল-সম্পদ, মান-সম্মান, সৌন্দর্যতা ইত্যাদির কারণে নয়।
এধরনের বন্ধুত্বের অফুরন্ত লাভ ও সুফল সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস নিচে দেখা যেতে পারে–

১. আরশের ছায়া তলে জায়গা

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহতাআলা বলবেন, আমার মর্যাদার

---

[১৫৭]. সুরা: ফাতাহ, আয়াত: ২৯।

(আনুগত্বের) কারণে পরস্পরে বন্ধুত্বকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার ছায়াতলে ছায়া দেবো, যেদিন আমার ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া নেই।

২. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] নবিজি থেকে বর্ণনা করেন, একলোক নিজ গ্রামের বাইরে অন্যগ্রামে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করে, ফলে তার রাস্তায় আল্লাহতাআলা একফেরেশতাকে পাহারাদার হিসেবে নির্ধারণ করেন, এরপর যখন সে তার কাছে পৌঁছে, তখন ফেরেশতারা বলে, কোথায় যাচ্ছো? সে উত্তরে বলে, এই গ্রামে একভাইয়ের কাছে যাচ্ছি। ফেরেশতা বলে, ওর প্রতি তোমার কোনো অনুগ্রহ আছে কি, যা তুমি সম্পাদন করতে যাচ্ছো? সে বলে, না, কিন্তু আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। ফেরেশতা বলে, আমি তোমার কাছে আল্লাহর দূত, আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন, যেমন তুমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবেসেছো।

৩. ফেরেশতাদের এবং দুনিয়াবাসীর ভালোবাসা লাভ

নবিজি বলেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইল [আলাইহিসসালাম]-কে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালোবাসি, তাই তুমিও তাকে ভালোবাসো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাকে জিবরাইল [আলাইহিসসালাম] ভালোবাসেন। এরপর আকাশে ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহতাআলা অমুককে ভালোবাসেন, তাই তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তারপর আকাশবাসী তাকে ভালোবাসে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তারপর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে দোয়া হয়। (ফলে লোকেরা তাকে ভালোবাসে, পছন্দ করে)। আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন, তখন জিবরাইলকে ডাক দিয়ে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি, তাই তুমি তাকে ঘৃণা করো, তখন জিবরাইল [আলাইহিসসালাম] তাকে ঘৃণা করে এবং আকাশবাসীকে সংবাদ দিয়ে বলে, আল্লাহতাআলা অমুককে অপছন্দ করে, তাই তোমরাও তাকে অপছন্দ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তাই তারা সবাই তাকে অপছন্দ করে এবং জমিনেও সে অপছন্দনীয় হয়।

৪. পূর্ণ ইমানের পরিচয়

নবিজি বলেন, যে আল্লাহর (সন্তুটির) উদ্দেশ্যে ভালোবাসে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে কিংবা না করে, সে তার ইমান পূর্ণ করে নিলো।

কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন

নবিজি বলেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো ভাইকে ভালোবাসে, তাহলে সে যেনো তাকে জানিয়ে দেয়।

তিরমিজির ভাষ্যকার মোবাকরপুরি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] বলেন, এটা এ কারণে যে, যখন সে তাকে এ বিষয়ে জানাবে, তখন তার অন্তর নরম হবে এবং তার ভালোবাসা অর্জন হবে, ফলস্বরূপ সে তাকে ভালোবাসবে এবং মোমিনদের মাঝে মৈত্রীবন্ধন গড়ে উঠবে ও মতভেদ দূর হবে।

তাই একজন মুসলমানের জন্যে উপরের বিষয়গুলো মাথায় রেখেই *ফেসবুক* বা বাস্তবজীবনে কারো সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়া উচিত।

মেয়েদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো ও ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করা

বিনা প্রয়োজনে একজন অপরিচিত পুরুষের কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়া সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া গায়ের মাহরাম বা অপরিচিত মেয়েদের কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো এবং ফ্রেন্ড লিস্টে এ্যাড করে বন্ধুত্ব গড়া শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম।

অমুসলিমকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো ও ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করা

একজন মোমিনের প্রকৃত ফ্রেন্ড বা বন্ধু সে-ই হতে পারে, যে তাকে জান্নাতের পথ দেখা এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। আর একজন অমুসলিম থেকে তা কখনোই আশা করা যায় না। পবিত্রকোরআন ও হাদিসে বন্ধু নির্ধারণের ব্যাপারে যেসব দিক-নির্দেশনা রয়েছে, তা নিচে তুলে ধরা হলো। পবিত্রকোরআনে আল্লাহতাআলা বলেন–

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মোমিনরা, যারা নামাজ আদায় করে এবং জাকাত দেয় বিনীত ও বিনম্রচিত্তে।[১৫৮]

অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক আয়াত হলো–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

হে ইমানদারা! তোমরা মোমিন ছাড়া অন্যকাউকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না–তোমরা কষ্টে থাকো,

---

[১৫৮]. সুরা মায়েদা, আয়াত: ৫৫।

তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিষদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা বুঝতে সমর্থ হও।[১৫৯]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে ইমানদারা! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ দেখান না।[১৬০]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মোমিনরা, ইহুদি ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী জাতিকে পথ দেখান না।[১৬১]

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কাজে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই জালেম।[১৬২]

---

১৫৯. সুরা: আলেইমরান, আয়াত: ১১৮।

১৬০. সুরা: মায়েদা, আয়াত: ৫১।

১৬১. সুরা: মায়িদা, আয়াত: ৫১।

১৬২. সুরা: মুমতাহিনা, আয়াত: ৮-৯।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে ইমানদারা! আহলেকিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা ইমানদার হও।[১৬৩]

অর্থাৎ, যারা ইসলামকে নিয়ে উপহাস করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না।

وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা আর তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে।[১৬৪]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا

হে ইমানদাররা! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দেবে?[১৬৫]

ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচো যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে।[১৬৬]

এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেও যারা উপরের শ্রেণীর মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

---

১৬৩. সুরা: মায়েদা, আয়াত: ৫৭।

১৬৪. সুরা: নিসা, আয়াত: ৮৯।

১৬৫. সুরা: নিসা, আয়াত: ১৪৪।

১৬৬. সুরা: নিসা, আয়াত: ১৩৯।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহর গজবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে।[১৬৭]

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে, তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আজাবে থাকবে।[১৬৮]

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

যদি তারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি নামা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, তবে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না; কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দূরাচার।[১৬৯]

বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে বিশুদ্ধ কয়েকটি হাদিস–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা, নবি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, মানুষ তার বন্ধুস্বভাবী হয়, তাই তাকে লক্ষ্য করা উচিৎ, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।[১৭০]

অন্যহাদিসে আছে–

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ: مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِن كَثِيْرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ، قَالَ: اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ.

হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বলা। একবার একবেদুইন রাসুল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে জিজ্ঞেস করেন, কেয়ামত কবে হবে?

---

১৬৭. সুরা: মুজাদালঅহ, আয়াত: ১৪।

১৬৮. সুরা: মায়েদা, আয়াত: ৮০।

১৬৯. সুরা: মায়েদা, আয়াত: ৮১।

১৭০. সুনানে আবুদাউদ/জামে তিরমিজি/মুসনাদে আহমাদ: হাদিস: ৩৬৭।

নবিজি উত্তরে বলেন, তার জন্যে কী প্রস্তুতি নিয়েছো? লোকটি বলে, (নফল) নামাজ, রোজা, সদকা হিসেবে বেশি কিছু আমার নেই; কিন্তু আমি আল্লাহ আর তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি। নবিজি বলেন, তাহলে তুমি তার সঙ্গে হবে, যাকে তুমি ভালোবাসো।[১৭১]

কোরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ফেসবুকে কোনো অমুসলিমকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো বা ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

---

[১৭১]. সহিবোখারিঃ হাদিসঃ ৩৬৮৮/সহিমুসলিমঃ হাদিসঃ

ফেসবুকে চ্যাটিং

ফেসবুকে মেয়েদের সাথে ম্যাসেজ আলাপন

ফেসবুকের ম্যাসেজের মাধ্যমে আলাপ করাটা সরাসরি আলাপ করার মতোই। তাই গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষ সরাসরি কথা বলা যেমন নিষেধ, তেমনি ম্যাসেজের মাধ্যমেও আলাপ করা নিষেধ।

ফেসবুকে মেয়েদের সাথে ভিডিও চ্যাটিং করা

'Chat' শব্দটার বাংলা অর্থ খোশগল্প করা, বন্ধুত্ব পাবার জন্যে বা নিছক আমোদের জন্যে কারো সাথে খোশগল্প করা। আর Oxford English Dictionary এর অর্থটাকে বাংলায় করলে অনেকটা এরকম হয়, কারোর সাথে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে বন্ধুসুলভভাবে কথা বলা।

ফেসবুকে ছেলে মেয়ে পরস্পরে ভিডিও চ্যাটিং করা জায়েজ কী-না এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে আমরা প্রথমে নিচের আয়াতগুলো দেখে নিই–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

মোমিনদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি নতো রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্যে খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন।

ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেনো যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেনো তাদের মাথার ওড়না বুকে ফেলে রাখো এবং তারা যেনো তাদের স্বামী, বাবা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনোকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ,

তাদের ছাড়া কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেনো তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোর পদচারণা না করে। মোমিনরা, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা করো, যাতে তোমরা সফল হও।[১৭২]

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

হে নবির স্ত্রীরা! তোমরা অন্যনারীদের মতো নও (ইহুদি-খ্রিস্টান), তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাও, তবে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে যাদের মাঝে যৌনোলিপ্সা আছে, তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়; বরং তোমরা স্বাভাবিক কথা বলো এবং তোমরা অবস্থান করো নিজের বসবাসের ঘরে, জাহেলিযুগের মেয়েদের মতো নিজেদের প্রকাশ করো না। নামাজ কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে। হে নবিপরিবারের সদস্যরা! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে আর তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুতঃপবিত্র রাখতে।[১৭৩]

আয়াতগুলোতে পরিষ্কার ভাষায় মেয়েদের অন্যের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে, অপ্রয়োজনে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। যা পরিষ্কার ভাষায় জানাচ্ছে যে, ফেসবুকে প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের সাথে কথা বলা জায়েজ নয়। দীনি কোনো বিষয় থাকলে কম কথায় শেষ করে নেবে। অযথা কথা বলা হারাম।

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

আর তোমরা তাঁর (রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম])-এর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।

বিখ্যাত তাফসিরবিদ ইমাম কুরতবি [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] এ আয়াতের আলোচনায় লেখেন, আয়াতে আল্লাহতাআলা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ নারীরাও উপরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর স্ত্রীরা হলেন সব মোমিনের মা। অথচো তাঁদের সাথেই লেনদেন বা কথাবার্তা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকে করতে বলা হয়েছে। তাহলে অন্যান্য সাধারণ বেগানা নারীদের ক্ষেত্রে হুকুমটি কতো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত তা সহজেই অনুমেয়।

---

[১৭২]. সুরাঃ নুর, আয়াতঃ ৩০-৩১।

[১৭৩]. সুরাঃ আহজাব, আয়াতঃ ৩২-৩৩।

ফেসবুকে ছবি পোস্ট ও সেলফি

ফেসবুকে ছবি পোস্ট করার বিধান

ফেসবুকের প্রোফাইল পিচকার বা ওয়ালে নিজের বা প্রিয়জনের ছবি কিংবা অন্যকোন প্রাণীর ছবি আপলোড করা সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, রাসুলেপাক [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মৃত্যুশয্যায় শায়িতাবস্থায় তাঁর স্ত্রী উম্মেসালমা ও উম্মেহাবিবা [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] মারিয়া নামের গির্জায় আঁকা ছবির কথা বর্ণনা করলে রাসুলেপাক [সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাথা উঁচু করে বলেন–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيْسَةً رَاَتْهَا بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةَ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَاَتْ فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُولٰئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنُوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

খ্রিস্টান-ইহুদিরা তাদের সৎলোক মারা গেলে কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে তাতে ছবি আঁকে। এরা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট।[১৭৪]

অন্যহাদিসে আছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيْهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوِّلِيْ هٰذَا فَاِنِّيْ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَاَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيْفَةٌ كُنَّا نَقُوْلُ عَلَمُهَا حَرِيْرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا

হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, একবার হজরত রাসুলেপাক [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সফরে ছিলেন, এই সময়ে আমি আমার দরোজায় ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানাই। তিনি সফর থেকে ফিরে রুমে টাঙানো পর্দা দেখে খুবই ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, হে আয়েশা! তোমার জানা থাকা

---

[১৭৪]. সহিবোখারি: হাদিস: ৪৩৪।

উচিত, কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আজাবে আক্রান্ত হবে তারা, যারা আল্লাহর সৃষ্টজীবের ছবি এঁকে নিজের প্রভুত্ব প্রকাশ করে।[১৭৫]

সহিমুসলিম ও *মুসনাদে আহমাদ*-এর হাদিসে আছে–

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

যারা ছবি তোলে, তারা কেয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠোর আজাবে আক্রান্ত হবে।[১৭৬]

এসব হাদিসের কঠোর বাণীর কারণে মুসলিমউম্মাহর ফকিহ ও মুফতিরা সর্বসম্মতভাবে সবধরনের ছবিকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।

ফেসবুক ও সেলফি

ফেসবুকের কল্যাণে এখন প্রতিনিয়ত যে শব্দের জয়ধ্বনি শোনা যায়, তা হলো সেলফি। বস্তুত সেলফি বলতে নিজস্বী বা আত্মপ্রতিকৃতিকে বোঝায়। যা সাধারণত হাতে ধরা ডিজিটাল ক্যামেরা বা ক্যামেরা ফোন ব্যবহার করে নেয়া হয়। বর্তমানে অত্যন্ত পরিচিত শব্দ এটি। Selfie শব্দটি প্রথম এসেছে Selfish থেকে Selfie অর্থ হল প্রতিকৃতি। 'সেলফি'কে অক্সফোর্ড অভিধানে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, একটি ছবি (আলোকচিত্র), যা নিজেরই তোলা নিজের প্রতিকৃতি। সাধারণত স্মার্টফোন বা ওয়েবক্যামে ধারণ করা এবং যেকোনো সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করা (বা তুলে দেয়া)।

সেলফির নেপথ্য কথা

বর্তমানে সেলফি উভয় লিঙ্গের মানুষের মাঝেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, সেলফির উত্থান ঘটে মূলত 'পর্ণ সংস্কৃতিতে' ব্যবহারের মাধ্যমে। নিজেদের শরীর সুন্দরভাবে প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্যকে উপস্থাপন করাই ছিলো তখন সেলফির মূল উদ্দেশ্য। যতো বেশি আকর্ষণীয় হবে, সেই সেলফি ততো বেশি উন্নত। তবে আকর্ষণীয় নয় এমন সেলফি ব্যাপকতা পায় ২০১০ সালের পরবর্তী সময়ে।

সেলফি তোলা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ইতিহাস বলে, পৌত্তলিকতার সূত্রপাত মূর্তি ও ছবির মাধ্যমে ঘটেছে। এ কারণেই ইসলাম মূর্তি ও ছবিকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। যারা ছবি তোলে ও তোলায়, তাদেরকে মালউন (অভিশপ্ত) এবং আল্লাহপাকের কাছে সর্বনিকৃষ্ট বলে

---

[১৭৫]. হাদিস: ২১০৭।

[১৭৬]. হাদিস: ৫৯৫০।

হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। মুসলিমউম্মাহর ফকিহ ও মুফতিরা সর্বসম্মতভাবে সবধরনের ছবি হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সেলফি তোলাও হারাম। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ফতোয়া হলো–

খুব প্রয়োজন ছাড়া প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। তাই ফেসবুকে দেয়ার জন্যে নিজের ছবি তোলা 'শরয়ি প্রয়োজন'-এর পর্যায়ে পড়ে না। অতএব, ফেসবুকে নিজের ছবি আপলোড করা নাজায়েজ, হারাম। সে ছবিতে কমেন্ট করে 'মাশাআল্লাহ' ইত্যাদি বলাও নাজায়েজ ও গোনাহের কাজ। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে ছবি হারাম হওয়ার বিষয়ে কঠোর কথা বলা হয়েছে–

বোখারিশরিফ-এ আছে–

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

কেয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠিন সাজা তাদের হবে, যারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে।[১৭৭]

মুসলিমশরিফ-এর একটি হাদিসে এসেছে–

اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ

কেয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠোর সাজা তাদের হবে, যারা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে।[১৭৮]

শরহুননুরি কিতাবে আছে, "আমাদের ইমাম ও অন্যান্য আলেমরা বলেন, প্রাণীর ছবি তৈরি করা খুবই হারাম। এটি একটি কবিরাগোনাহ। কারণ, এটির উপরই হাদিসে উল্লেখিত ধমকি বলা হয়েছে।"

সুতরাং ছবি যেভাবেই বানানো হোক, সর্বাবস্থায় তা হারাম। যেহেতু তাতে আল্লাহর সৃষ্টি করার সাথে সাদৃশ্য আছে। ছবির ছায়া থাক বা না থাক, তার হুকুমে পরিবর্তন আসবে না। এ বিষয়ে আমাদের মাজহাবের সারকথা এতোটুকুই। অধিকাংশ সাহাবা, তাবিয়িন ও পরবর্তীদের ভাষ্যও এটি। ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক, ইমাম আবুহানিফা প্রমুখ ইমামের মাজহাবও তাই। এসব হাদিস ও ফকিহদের আলোচনার ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট, সেলফিও তোলা হারাম। ফেসবুক বা নেট দুনিয়ায় সেলফি দেয়াও হারাম।

হজে সেলফি তোলা

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হজের মতো পুণ্যযাত্রায়ও সেলফি তোলার হার ক্রমাগতো বেড়েই চলেছে; কিন্তু আত্মত্যাগ, অহমিকা বর্জন, বিনয় ও নম্রতা

---

১৭৭. সহিবোখারি: হাদিস: ৫৯৫৪/সহিমুসলিম: হাদিস: ২১০৭, মাজাহেরে হক জাদিদ অবলম্বনে, পৃষ্ঠা: ২৪৭, খণ্ড: ৪।

১৭৮. সহিমুসলিম: হাদিস: ২১০৭, মাজাহেরে হক জাদিদ অবলম্বনে, পৃষ্ঠা: ২৪৭, খণ্ড: ৪।

শিক্ষা দেয়ার এ হজে এধরনের কার্যক্রম কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচো মিকাতে পৌঁছেই হাজিরা প্রত্যেকটি পর্যায়ে ছবি তুলছেন। তাওয়াফের সময়, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সময় এবং পাথর ছোড়ার সময়ও তারা ছবি তুলছেন বলে পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে। অথচো মহানবি হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একবার হজ করতে এসে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, গর্ব-অহঙ্কার, লোক-প্রদর্শন বর্জন করে আমি তোমার ডাকে হাজির হয়েছি।"
তাই এধরনের সেলফি ও ভিডিও ধারণ নবির প্রদর্শিত পন্থার প্রতি চ্যালেঞ্জ। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। এধরনের আচরণ নিন্দনীয়।

মেয়েদের নিজের ছবি ফেসবুকে আপলোড করা

মেয়েদের জন্যে ফেসবুকে, চ্যাট রুমে কিংবা অন্যকোনো ওয়েসবাইটে নিজেদের ছবি আপলোড করা হারাম। প্রথমত ইন্টারনেটে ছবি আপলোডের ব্যাপারটা কোরআন-সুন্নাহর আলোকে আল্লাহতাআলা মহিলাদের পর্দার মাধ্যমে শরীর ঢেকে রাখার এবং গোপন রাখার যে বিধান দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যায়। কারণ, আল্লাহতাআলা নবির স্ত্রীদের সাথে পর্দার বিষয় আলোকপাত করতে গিয়ে সুরা আহজাবে বলেন–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

তোমরা তাঁর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[১৭৯]

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রী ও মেয়ে এবং মোমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৮০]

এছাড়া আল্লাহতাআলা নারীদেরকে পুরুষের সামনে কোমল স্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন–

---

[১৭৯]. সুরা: আহজাব, আয়াত: ৫৩।

[১৮০]. সুরা: আহজাব, আয়াত: ৫৯।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

হে নবির স্ত্রীরা! তোমরা অন্যনারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।[১৮১]

তাই নবির স্ত্রীদের মতো আল্লাহবিশ্বাসী সব মোমিনের জন্যে পর্দার নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা উচিত। যাতে তারা ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। নিজেদের সতিত্ব রক্ষা করে চলতে পারেন এবং যেনো মানুষের মনে বক্রতার দরুন অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। একবার যদি আমরা এটা বুঝতে সক্ষম হই, তাহলে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে, একজন মহিলা যদি তার ছবি আপলোড করে, যা একই সাথে সৎকর্মশীল এবং বক্র হৃদয়ের নীতিহীন মানুষগুলোর কাছে উন্মুক্ত, তাহলে এধরনের ওয়েসবাইটে নিজেদের শো করাটা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধচারণ!

দ্বিতীয়ত, এটা ছবির মহিলা এবং ছবির দর্শক উভয়ের জন্যে ফেতনাস্বরূপ। এই ফেতনার ফলশ্রুতিস্বরূপ অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনা আমরা শুনেছি ও পড়েছি। অনেক নিষ্পাপ এবং সৎচরিত্রের মেয়েই এভাবে আল্লাহকে ভয় না করে শয়তানদের মিষ্টি কথা এবং প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পড়ে নিজেদের দীন, আত্মসম্মান সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে। নিজেদের আখের গুছিয়ে তারা এসব মেয়ের জন্যে দুনিয়া-আখেরাতে লজ্জা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি।

অনেক নীতিহীন মানুষ মেয়েদের ছবিকে আধুনিক উপায়ে বিকৃত করেছে। কম্পিউটার কারসাজির মাধ্যমে কোনো মেয়ের মাথার ছবি কেটে ব্যভিচারী মহিলার শরীরের সাথে লাগিয়ে কুৎসা রটিয়েছে, যা মেয়েটির জীবন এবং পরিবারের জন্যে মারাত্মক অনুতাপের কারণ হয়েছে। এই অসম্মান আর অনুতাপ মেয়েটি নিজেই ডেকে এনেছে নিজের ছবি মানুষের কাছে সহজলভ্য করে। তাই মেয়েদের জন্যে নিজের ছবি ফেসবুকে আপলোড করা কোনোভাবেই জায়েজ নয়।

ইন্টারনেটে হিজাব পরা ছবি আপলোড করা

আজকাল অনেক মেয়েকে দেখা যায় পরিপূর্ণ চেহেরা ঢেকে এবং পরিপূর্ণ হিজাব বজায় রেখে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড করে এবং এটার বৈধোতা প্রমাণে যুক্তি পেশ করে যে, শরিয়তে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এতোটুকুর

---

১৮১. সুরা: আহজাব, আয়াত: ৩২।

বৈধোতা রয়েছে; কিন্তু একজন সচেতন মুসলিমাহ মাত্রই এটা বুঝতে পারার কথা, এই ইন্টারনেটে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ছবি আপলোড করার মাঝে কোনো প্রয়োজন কিংবা উপকারিতা বলতে কিছুই নেই। যা আছে তা হলো ফেতনা এবং নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা। এমনকি আমরা যদি বলিও যে, মহিলাদের মুখ ঢেকে রাখাটা বাধ্যতামূলক নয়, তারপরও কোনো মুসলিম মহিলা তার ছবি নেটে ছেড়ে শয়তানের রাস্তায় যে ফেতনার অবতারণা হয় সেটাই যথেষ্ট এটাকে অবৈধো করতে। এ ক্ষেত্রে পাপের মাত্রাটা দ্বিগুণ হতে থাকে এবং বিপদের আশঙ্কাও বাড়তে থাকে। আর এর মাধ্যমে মুসলিমদের ইতিহাসে বিশ্বাসী মহিলারা আল্লাহর বিধান পালনের যে ধারা অনুসরণ করে আসছে তার সীমালঙ্ঘন করা হয়। তাছাড়া কারো যদি ন্যূনতম কমনসেন্স থেকে থাকে, তাহলে তার বোঝার কথা, একজন মেয়ের জন্যে তার সৌন্দর্য এবং এই সাথে ফেতনা সৃষ্টির মূল কেন্দ্র হচ্ছে তার চেহেরা, যা পুরুষমাত্রই আকর্ষিত হয়। সেই ফেতনার উৎসকে যদি তারা পুরুষের জন্যে খুলে দেয়, সেই ছবিকে বিকৃত করে অসম্মানজনকভাবে উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়, তাহলে সেটা দুনিয়া ও আখেরাতে চরম আক্ষেপের কারণ হবে।[১৮২]

ইন্টারনেটে ভিডিও আপলোড করা

অনেকে ইন্টারনেটে তার পছন্দের ভিডিও ক্লিপ, গান বা অশ্লীল ভিডিও চিত্র আপলোড করেন। আবার ঘটা করে সবাইকে তা দেখার জন্যে আমন্ত্রণও জানান। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং শরিয়তে তা পুরোপুরি হারাম।[১৮৩]

ইন্টারনেটে সেলিব্রেটিদের ফলো করা

ইন্টারনেটে অনেক সেলিব্রেটির ব্যক্তিগতো ওয়েব সাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক, টুইটারে অফিসিয়াল ফ্যান ফেইজ রয়েছে। যাদের ভক্ত ও সমর্থকরা তাদেরকে ফলো করে নিজেদের ভালোলাগা ব্যক্ত করে থাকেন। এসব সেলিব্রেটির অধিকাংশই নাটক সিনেমার রঙিন জগতের বাসিন্দা। আর শরিয়তে যেহেতু নাটক-সিনেমা দেখা বৈধো নয়, তাই এ জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরকে ইন্টারনেটে ফলো করাও জায়েজ নেই। তবে আজকাল ইন্টারনেটে অনেক আলেম, গবেষক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগতো ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল পেইজ আছে। যারা প্রতিদিন স্ট্যাটাস দিয়ে বিভিন্ন আমল ও সৎকাজের প্রচার করে থাকেন। ইন্টারনেটে তাদেরকে ফলো করা যেতে পারে।[১৮৪]

---

[১৮২]. সুরা: আরাফ, আয়াত: ৫৬।

[১৮৩]. সুরা: নুর, আয়াত: ১৯, সুরা: আনআম, আয়াত: ১৫১।

[১৮৪]. সুরা: আনআম, আয়াত: ১৫১, সুনানে তিরমিজি: হাদিস: ২৩১৭।

অন্যান্য সামাজিক সাইট ব্যবহারের বিধান

ফেসবুক ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ সাইট যেমন, টুইটার, হোয়াটস অ্যাপ ইত্যাদি ব্যবহারের যাবতীয় শরয়ি বিধান *ফেসবুক* মাসায়েল অধ্যায়ে যুক্ত বিধানের ওপর অনুমেয়।

ছাত্রদের ফেসবুক ব্যবহার

আজকাল অনেক ছাত্রকেও *ফেসবুক* ব্যবহার করতে দেখা যায়। যা কখনোই কাম্য নয়। ফেসবুক ব্যবহার তাদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা নিঃশেষ করে দেয় এবং তাদেরকে নিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে। অনেক ছাত্রভাইয়েরা এক্ষেত্রে দীন প্রচারের খোঁড়া যুক্তি স্থাপন করার চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের জানা থাকা দরকার, ইসলাম প্রচারের জন্যে *ফেসবুক* ছাড়াও আরো অসংখ্য ক্ষেত্র তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

মনে রাখতে হবে, ইলম (জ্ঞান) চর্চার জন্যে প্রয়োজন একাগ্রতা ও গভীর মনোনিবেশ। *ফেসবুক* ব্যবহার করে যা অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ফেসবুকে আগমনকারী তালেবেইলমের (ছাত্রের) একশোজনের মধ্যে নিরানব্বইজনেরই পদস্খলন ঘটেছে ফেসবুকীয় ঘূর্ণিপাকে। তদুপরি এটা নিশ্চিত যে, তালেবেইলমের (ছাত্রদের) জন্যে এই বস্তুটা প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না; বরং এটা তাদের জন্যে একটা অতিরিক্ত বিষয়। তাই এর পেছনে পড়া মানে একথার সাক্ষ্য দেয়া, আমি তালেবেইলম নই!!

ফেসবুকের ধ্বংসলীলার বাস্তবচিত্র

ফেসবুকে ছবি পোস্ট করায় জীবন দিলো হাসি

হাসি আক্তার জ্যোতি। ভৈরব পৌরশহরের চরচণ্ডিবের উত্তরপাড়ার কাতার প্রবাসী ইসলাম উদ্দিনের মেয়ে এবং স্থানীয় মুর্শিদ মুজিব উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স ১৪। সুস্মিত সুলতান (২০) নামের একছেলের সাথে ২ বছর ধরে জ্যোতির প্রেমের সম্পর্ক। অন্তরঙ্গতার সুবাদে দু'জন বিভিন্ন সময়ে শারীরিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়ে। জ্যোতি মনে মনে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন বুনতে থাকে; কিন্তু সুস্মিত যে তাকে কখনোই ভালোবাসেনি, সে কেবল তাকে ভোগ করার জন্যে প্রেমের অভিনয় করেছে। তাইতো সুস্মিতকে বিয়ের জন্যে চাপাচাপি করলে সে অসম্মতি জানায়। এতে দু'জনের সম্পর্কে কিছুটা অবনতি ঘটে। এরপরও সুস্মিত প্রায়ই তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে হাসিকে একান্তে ডেকে নিতো। একপর্যায়ে হাসি এতে অস্বীকৃতি জানালে সুমিত মিয়া নামে একটি ভুয়া ফেসবুক আইডি খুলে ওই আইডিতে হাসির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একাধিক ছবি পোস্ট করে সুস্মিত। এলাকায় বিষয়টি প্রচার হওয়ায় লোকলজ্জা আর কলঙ্কের অপবাদ থেকে বাঁচতে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে নিজ কক্ষে সিলিং-এ ঝুলে হাসি আত্মহত্যা করে।

ফেসবুকে ব্লাকমেইলের ফাঁদে পড়ে ধর্ষণের শিকার

ঘটনাটি ভারতের পূর্ব মেদিনীপুরের। ছেলেটির নাম শুভদীপ পাল। বয়স বাইশ। ফেসবুকে তরুণীদের সঙ্গে আলাপ জমানো, সেই আলাপচারিতা থেকে প্রেমের ফাঁদ পাতা, পরে সুযোগ বুঝে সেই তরুণীকে ফাঁকা ফ্ল্যাটে ডেকে নিয়ে এসে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করা ও মোবাইলে যৌনোমিলনের ছবি ও ভিডিও তুলে রেখে পরে তাদেরকেই ব্ল্যাকমেইল করাটাকে সে তার নেশা ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। ২০১৩ সালের শেষদিকে শুভদীপের সঙ্গে ফেসবুকের আলাপ হয় নেতাজিনগরের বাসিন্দা একতরুণীর। একটি বেসরকারি সংস্থায় থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের কাজ করতো শুভদীপ। অন্যদিকে নেতাজিনগর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ওই তরুণী সুদর্শন যুবক শুভদীপের প্রেমে পড়ে যায়। শুভদীপের কথার ফাঁদে পড়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। কিছুদিন পর সামনাসামনি দেখা করে দু'জন। ওই তরুণীকে নিজের মেসে নিয়ে যায় শুভদীপ। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে সে। এরপর ওই তরুণী থানায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। অবশেষে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে তদন্ত

করে পুলিশ জানতে পেরেছে, শুভদীপের একমাত্র নেশাই ছিলো ফেসবুকে সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে আলাপ জমানো। বেছে বেছে যাদবপুর, সন্তোষপুর, গড়ফাসহ দক্ষিণ শহরতলির কলেজ ছাত্রীদের নিজের প্রেমের ফাঁদে ফেলতো শুভদীপ। তারপর তাদের নিজের মেসে নিয়ে এসে যৌনোমিলনে বাধ্য করতো। সেই সময়ের ছবি ও ভিডিও মোবাইলে গোপনে তুলে রাখতো সে। পুলিশ তার মোবাইল এবং কম্পিউটার থেকে প্রচুর আপত্তিকর ছবি এবং ভিডিও ফুটেজ পেয়েছে। এই ছবি ও ভিডিও দিয়েই তরুণীদের ব্ল্যাকমেইল করতো সে।

ফেসবুকে নগ্নছবি পোস্ট করায় কলেজ ছাত্রীর আত্মহত্যা

মেয়েটির নাম বীথি। নওগার মহাদেবপুর উপজেলা সদরের জাহাঙ্গীরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের কমার্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সে। তার সঙ্গে জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র বৃন্দারামপুর গ্রামের বীরেন চন্দ্র মণ্ডলের ছেলে হীরেন ওরফে রকির বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বাড়ে ঘনিষ্ঠতা। একপর্যায়ে তারা তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তোলে। একসময় তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে হীরেন ছবিগুলো ফেসবুকে পোস্ট করে। বিষয়টি জানতে পেরে লজ্জায় বীথি কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করে।

ফেসবুকের কারণে খুন

ঘটনাটি ঘটেছে মেক্সিকোতে। এরেন্ডা ও এলিজাবেথ দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দু'জনই তরুণী। অ্যালেন তার বান্ধবী এরেন্ডার একটি আপত্তিকর ছবি ফেসবুকে আপলোড করে দেয়। এতে এরেন্ডা অনেক রেগে যায় এবং অ্যালেনকে ফোন করে। দু'বার ফোন দেয়ার পর তৃতীয়বারে যখন অ্যালেন ফোন ধরে, তখন এরেন্ডা তাকে তার রাগের কথা জানায়; কিন্তু অ্যালেন ব্যাপারটিকে একদম পাত্তা না দিয়ে হেসেই উড়িয়ে দেয়। এতে এরেন্ডার রাগ আরো বেড়ে যায়। অ্যালেন এরেন্ডাকে তার বাসায় কথা বলার জন্যে আসতে বলে। বাসায় যাওয়ার পর এরেন্ডা বাথরুমে যাবার নাম করে রান্নাঘরে যায় এবং অ্যালেনের ওপর হামলা করে। এরেন্ডা অ্যালেনের গলায় ৬৫বার ছুড়ি দিয়ে আঘাত করে এবং নিজের উপস্থিতির সব চিহ্ন মুছে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর কিছুদিন পরে সে এসে অ্যালেনের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে; কিন্তু পুলিশের আগে থেকেই তার ওপরে সন্দেহ থাকায় সেখান থেকেই তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরে জিজ্ঞাসাবাদে এরেন্ডা সব কথা স্বীকার করে। সে বলে, 'ও যে কাজ করেছে, তাতে ওকে ৬৫ নয়, আরো ১০০বার খুন করলে মনের রাগ মিটতো না।'

দুঃখের ব্যাপার হলো, যে এরেন্ডা অ্যালেনকে একটি ছবির কারণে খুন করলো, সেই এরেন্ডাকে নিজের বোনের মতো করেই দেখতো অ্যালেন। ফেসবুকে তাদের দু'জনের একটি ছবির নিচে এরকম কথাই লেখেছেন অ্যালেন। অ্যালেনের কল্পনাতেও হয়তো কখনো আসেনি যে, তারই সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু তাকে কখনো খুন করবে।

ফেসবুক-বান্ধবীকে হত্যা করে নিজের আত্মহত্যা

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ঘটনা। ফেসবুকে জ্যোতি কোরির সাথে পরিচয় হয় বিনীত সিংয়ের। চলে চ্যাটিং। একসময় তা রূপ নেয় ভালোবাসায়। তিন বছর ধরে চলতে থাকে সেই মন দেয়া-নেয়া; কিন্তু সামনা সামনি দেখা হয়নি কখনো। একদিন বিনীত জানতে পারে তার ভালোবাসার মানুষটি বিবাহিত। শুধু তাই নয়, জ্যোতির বয়স তার বয়সের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিনীত। একদিন দেখা করতে আসতে বলেন জ্যোতিকে। সেখানে জ্যোতিকে গুলি করে হত্যার পর নিজেও আত্মহত্যা করেন।

*টাইমস অব ইন্ডিয়া*র সূত্রে জানা যায়, উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরের ২২ বছর বয়সী তরুণ বিনীত সিংগের সাথে ফেসবুকে পরিচয় হয় জ্যোতি কোরির। *ফেসবুক* প্রোফাইলে জ্যোতির আকর্ষণীয় ছবি দেখে পছন্দ হয় বিনীতের। একসময় এ ভার্চুয়াল বান্ধবীর প্রেমে পড়ে যান তিনি। জ্যোতিও সায় দেন তাতে; কিন্তু কখনো তারা দেখা করে না। তবে একদিন বিনীত জানতে পারেন জ্যোতি তার সাথে প্রতারণা করছে। *ফেসবুক* প্রোফাইল পিকচারটি জ্যোতির নয়, একনায়িকার। তিনি আরো জানতে পারেন, জ্যোতি মধ্যবয়সী, বয়স ৪৫ বছর। শুধু তাই নয়, তিনি বিবাহিত এবং তিন সন্তানের মা। একমেয়ের বয়স ২১ (তার থেকে মাত্র একবছরের ছোটো)। এতোসবকিছু জানতে পেরে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অবশেষে গতো শুক্রবার তারা একটি পার্কে দেখা করার দিন ঠিক করেন। দেখার পর ক্ষুব্ধ বিনীত কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে জ্যোতিকে গুলি করে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন। রক্তাক্ত বিনীতকে হাসপাতালে নেয়ার পথে শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, 'ও আমার সাথে প্রতারণা করেছে।'

ফেসবুকের কারণে ভেঙ্গে গেলো বিয়ে

ভারতের উত্তর প্রদেশের ঘটনা। তরুণীটি গোয়ালিয়নের জিওয়াজি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পড়ুয়া ছাত্রী। পারিবারিকভাবেই তার বিয়ে ঠিক হয়। হয়ে যায় এনগেজমেন্টও; কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয়ধারী ওই তরুণীর ফেক অ্যাকাউন্ট বানিয়ে তাতে তার বেশ কিছু আপত্তিকর ছবি পোস্ট করে দেয়। এখানেই শেষ নয়, শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সেই প্রোফাইল থেকেই পাঠানো হয় ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। এধরনের ছবি পোস্ট হওয়ার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ি থেকে চাপের মুখে পড়তে হয় তাকে। শেষ পর্যন্ত তার বিয়েই ভেঙেই যায়।

হানিমুনের সেলফি ফেসবুকে দেয়ায় ডির্ভোস!

ভারতের ইন্দিরাপুরম থানার ঘটনা। সদ্য বিবাহিত দম্পতি তারা। দু'জনই দিল্লিতে বেসরকারি একটি সংস্থায় কর্মরতো। বিয়ের পর হানিমুনে যান। ফিরে আসার পর স্ত্রী দেখেন তার স্বামী ফেসবুকে তাদের বেডরুমের একান্ত মুহূর্তের ছবি আপলোড করেছেন। স্ত্রী এই ঘটনায় আপত্তি জানালে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে

যায়। ঝগড়া অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছলে স্ত্রী তার বাপের বাড়ি চলে যায় এবং স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। আর এভাবেই এই দম্পতির নতুন বিয়ে বিচ্ছেদের দিকে গড়ায়।

ফেসবুকে প্রেম অতঃপর

মুন্নি দাস। বয়স ১৮। ফেসবুক ব্যবহার করছে দু'বছর ধরে। মাস ছয়েক আগে ফেসবুকে চ্যাটিং-এ পরিচয় হয় ১৯ বছর বয়সী রনি নামের একজনের সঙ্গে। এরপর সময়-অসময়ে চলতে থাকে দু'জনের নানাধরনের সুখ-দুঃখের কথা ও ভাবের আদান প্রদান। একপর্যায়ে ফেসবুকেই তা রূপ নেয় প্রেম-ভালোবাসায়। দুই জেলার দুই তরুণ-তরুণী কম্পিউটারের ১৬ ইঞ্চির মনিটরের সামনে বসে হাবুডুবু খেতে থাকে একে অপরের ভালোবাসায়। একসময় পরস্পরে দেখা হয় এবং ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতা ঢুকে পড়ে মুন্নির পেটের ভেতর। তবে পরে রনির কথায় প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে তা বিসর্জন দিয়ে আসে মুন্নি দাস। এরপর সে রনিকে বিয়ের কথা বলতে থাকে। প্রথমে রনি এড়িয়ে গেলেও পরে মুন্নির চাপে রাজি হয়; কিন্তু গোত্রীয় ব্যবধান থাকায় গোপনে মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করে তারা। এরপর মুন্নি আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এবারও রনির চাপে অবৈধো গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হয় মুন্নি; কিন্তু এবার গর্ভপাত ঘটানোর সাথে সাথেই পাল্টে যেতে থাকে রনি। বদলে যেতে থাকে তার মিষ্টি আচরণ। যোগাযোগ বন্ধ, মোবাইলের সিম পরিবর্তন এবং সবশেষে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয় রনি। ফেসবুক বা মোবাইল কোথাও রনিকে না পেয়ে স্ত্রীর দাবি নিয়ে রনির বাড়িতে গিয়ে ওঠে মুন্নি। সেখানে গেলে প্রথমবার তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয় এবং পরেরবার মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাহায্য চাইলে তিনি দুই গ্রামের লোকজন নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেও কোনো সুরাহা করতে পারেননি বিষয়টির। অবশেষে পুরো বিষয়টিই চলে যায় মন্থর গতির আদালতে।

ফেসবুকে প্রেমের খেসারত

হৃদয় মিয়া। বাড়ি টঙ্গীতে। ফেসবুকে মুন্নি আক্তার নামে একজনের সাথে বন্ধুত্ব হয় তার। দু'দিনেই বন্ধুত্ব রূপ নেয় ভালোবাসায়। আসলে মুন্নি আক্তার নামে ব্যবহৃত সেই আইডিটি ছিলো ফেইক। আর সেই ফেইক আইডি ব্যবহার করে একদল প্রতারক হৃদয় মিয়াকে টার্গেট করে। পরে তাকে নরসিংদী এসে দেখা করার কথা বলে। হৃদয় মুন্নি আক্তারের সাথে দেখা করতে এলে প্রতারক চক্রের সদস্যরা তাকে অপহরণ করে একটি জঙ্গলে নিয়ে আটকে রাখে। পরে তার পরিবারের কাছে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ চায়। অন্যাথায় মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এরই প্রেক্ষিতে তার পরিবার ২০ হাজার টাকা বিকাশের মাধ্যমে পরিশোধ করেন। বাকি টাকার জন্যে তার উপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ তাদের আটক করে উদ্ধার করে অপহৃত হৃদয় মিয়াকে।

ফেসবুকে অভিনব প্রতারণার ফাঁদ

আধুনিকতার এই যুগে সবার হাতেই মোবাইল থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু এ মোবাইল চালাতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। আর ইন্টারনেট থেকে টাকা আয় করার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানেন; কিন্তু কীভাবে? সেটা জানেন হয়তো জানেন না? তাই আপনার জন্যে আমি একটা উপায় নিয়ে এলাম। কাজটা করতে আপনার মাত্র ৫ থেকে ৬ মিনিট সময় লাগবে; কিন্তু এতেই আপনি কামিয়ে নিতে পারবেন সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা। কী অবাক লাগলো? হ্যাঁ, এটাই সত্যি। আপনি শুধু নিচের লিঙ্কে ঢুকুন। ওয়ানে আপনি পাবেন ২৫০ টাকার ফ্লেক্সিলোড! তো এখনই শুরু করুন। এই লিঙ্কে ঢুকুন–http://moneybd.ml।

ইদানীং সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুকের ফ্যান পেজ থেকে শুরু করে মূল সাইটেরও কিছু কিছু সংবাদের নিচে প্রায়ই দেখা যায় এমন চটকদার বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনদাতাদের দু'একজনের প্রোফাইলে গিয়ে দেখবেন নামিদামি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও আছেন তালিকায়। লিঙ্কগুলো রিমুভ করার চেষ্টা করলেও দেখবেন রিমুব হবে না। তারপর উপরের লিঙ্কটিতে ক্লিক করলে *মানিবিডি এমএল.* নামের যে পেজে নিয়ে যাবে, সেখানে গিয়ে দেখবেন আরো চটকদার বিজ্ঞাপন–'আপনি গ্রামীণ, রবি, বাংলালিংক কিংবা সিটিসেলসহ যে কোম্পানিরই গ্রাহক হোন না কেনো, তারা আপনাকে ৫ মিনিটে ২৫০ টাকা মোবাইল ব্যালেন্স দেয়ার কথা বলেছে সেখানে। এবার তাদের কথামতো মাত্র ২টি ধাপ পালনের পালা।

প্রথমে বলা হবে সাইটের ফ্যান পেজে লাইক দিতে, আপনি দিলেন। এবার বলা হলো, মোবাইম নম্বর লিখতে, তাও লিখলেন।

এখন তাদের কথামতো ২৫০ টাকা চলে আসার কথা মোবাইলে; কিন্তু তা না, এবার নতুন যে ধাপ পালনের কথা বলা হবে, সেখানেই পাওয়া যাবে শুরুর সেই কাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর।

তৃতীয় ধাপে উপরের সেই হাস্যকর কথাটি দিয়ে বলা হবে ফেসবুকে তা ১৫ জায়গায় শেয়ার করতে, নয়তো আসবে না সেই কাঙ্ক্ষিত ২৫০ টাকা।

কিন্তু না। শেয়ার দেয়ার পরেও আপনি দেখবেন সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। বলা হবে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেকোনো সময় চলে আসবে টাকা। তারপর ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা... কেটে যাবে হাজারো ঘণ্টা। কিন্তু ফলাফল শূন্য।

এবার একটু আইটি টিমের সাহায্য নিয়ে আপনি যদি দেখেন যে, যারা লাইক দেয়, তারা আসলে কাকে দেয়, কেন দেয়!
নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রথম ধাপে বলেছিলো সাইটের ফ্যান পেজ ফলো করতে। আপনি সেখানে আসলে কোনো সাইটকে না; বরং এ প্রতারণার মূল গুরুকে 'লাইক' করেছেন। ফলাফল, আপনার অ্যাক্টিভিটি দেখে আপনার কোনো ফেসবুক বন্ধুও হয়তো লাইক দিচ্ছে তার পেজ। লাভ যদি কিছু হয়, তবে পুরোটাই গেছে সেই প্রতারকের পকেটে।

ফেসবুকে প্রতারণার ফাঁদে তরুণ-তরুণীরা

সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম *ফেসবুক* এখন তরুণ-তরুণীদের প্রতারণার ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে একধরনের নগ্ন ভয়াবহতা। নোংরামি আর নগ্নতার উৎস এখন *ফেসবুক*। এ কারণে ফেসবুকের উপকারিতা এখন চলে গেছে পুরোপুরি পর্দার আড়ালে।

প্রতারিত নারী

২৪ বছর বয়সী তাসপিয়া রাকা। ধনাঢ্য পরিবারের রাকার মা একটি রাজনৈতিক দলের সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। রাকার সাথে অনলাইনে পরিচয় হয় অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট তানজির ইসলাম পরাগের সঙ্গে। পরাগ ফেসবুকে বৃত্ত এবং সিডাটিপ হিপনোটিক্স নামে পরিচিত। অনলাইনে দু'জনের পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, ভালোলাগা ও ভালোবাসা। তানজির বিভিন্ন সময় তাসপিয়া রাখার সরলতার সুযোগে প্রেমের অভিনয় করে হাতিয়ে নেয় মোটা অঙ্কের টাকা।
রাকার ভাষ্যমতে, প্রেমের অভিনয় করে টাকা নিয়ে অন্যএকটি মেয়ের সাথে ডেটিং করতে যেতো তানজির ইসলাম বৃত্ত ওরফে সিডাটিভ হিপনোটিক্স। রাখার কাছে ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে গেলে তানজির ইসলাম বৃত্ত অশ্লীল সব গালিগালাজের সাথে রাকাকে হুমকি দেয় ফটোশপের মাধ্যমে ছবি নগ্ন করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়ার। একজনের সাথে প্রেমের অভিনয় করে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে অন্যএকটি মেয়ের সাথে প্রেম করতে যাওয়ার ব্যাপারটি রাকা চুপচাপ মেনে নিলেও ফটোশপের মাধ্যমে ছবি বিকৃতি করে নগ্ন করার হুমকি এবং অশ্লীল গালি মেনে নিতে পারেননি রাকা।
তাই নিজ ফেসবুক ওয়ালে স্ট্যাটাস লিখে ব্যাপারটি ফাঁস করে দেন। রাকা ২১ জুলাই একটি স্ট্যাটাসে লেখেন, 'আমি রাকা। আম্মার কাছে তার প্রিয়সন্তান রাকা, বন্ধুদের মাঝে গ্রাজুয়েশন করতে থাকা রাকা, পড়াশোনা পাগল ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করা রাকা। অনলাইনের বিশিষ্ট পীর বাহাদুর সিডাটিতের মতে আমি একন রে...মা।'
রাকা দীর্ঘ স্ট্যাটাসে বিভিন্ন সময়কার একটি অংশে লিখেছে, 'আমাকে অনেকেই গালি দিচ্ছেন একজন পরিচিত আওয়ামী একটিভিস্টের সাথে কেনো প্রেম করতে

গেলাম। এতোকিছু বুঝে প্রেম হয় না। আমি ভালোবেসেছিলাম, সেই ভালোবাসায় খাঁদ ছিলো না। তারপরও আমার ভালোবাসার কারণে আমিই শুধু গালি খাই আর আমাকে প্রতারিত করার পরও বৃত্ত ওরফে সিডাটিভ থাকে সাধু। আমি কী চাই? যেদিন আমি জেনেছি আমার কাছ থেকেই টাকা নিয়ে আরেকটা মেয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা, কোন মেয়ে আছে, এ অবস্থায় হেসে খেলে বেড়াবে?'

শিকার পুরুষও

রাকিব, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ফেসবুকে গ্রুপ চ্যাটে পরিচয় হয় সামিয়া নামের একটি মেয়ের সাথে। সুন্দরী সামিয়া নিজের পরিচয় দেয় ঢাকার নামকরা একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে। গ্রুপ চ্যাট থেকে ফ্রেন্ডলিস্টে। কয়েকদিনে ফেসবুক চ্যাট থেকে স্কাইপে ভিডিও চ্যাটে। ধীরে ধীরে ভিডিও চ্যাট গড়ায় সেক্স ভিডিও চ্যাটে। সামিয়ার সেক্সুয়াল আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে ওয়েবক্যামের সামনে নিজেকে নগ্ন করে রাকিব। বিভিন্ন সময় সামিয়াকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে গিফটও পাঠায়। সামিয়াও এটা পছন্দ হয়েছে, ওটা পছন্দ হয়েছে কিনে দেয়ার আবদার করে। বেশ কয়েকবার বিকাশের মাধ্যমে তার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠায় রাকিব। একদিন এক দুই নয় ১০ হাজার টাকা দাবি করে সামিয়া। রাকিবের কাছে ১০ হাজার টাকা না থাকায় কয়েকদিন পর দেয়ার কথা বলতেই ক্ষেপে যায় সামিয়া।

হুমকি দেয়, একদিনের মধ্যে ১০ হাজার টাকা না দিলে রাকিবের নগ্ন ভিডিও ফাঁস করার। হতোবিহ্বল রাকিব যখন বুঝতে পারে, তখন কিছুই করার থাকে না। শেষে ৩০ হাজার টাকায় রফাদফা করে; কিন্তু, সামিয়া কখন আবার নগ্ন ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয় এই ভয় সবসময় তাড়া করে রাকিবকে। ঘুণাক্ষরেও কখনো রাকিব টের পায়নি সামিয়া স্কাইপেতে সেক্স ভিডিও চ্যাট রের্কড করে রেখেছে।

রাকা-রাকিবের ব্যবধান

রাকা রাকিব দু'জনেই প্রতারণার শিকার, তবে তাদের দু'জনের পার্থক্য, রাকা প্রতারিত হয়েছে পুরুষের কাছে। অন্যদিকে রাকিব প্রতারিত হয়েছে নারীর মাধ্যমে। তবে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান অনেক। রাকার সেক্সুয়াল স্ক্যান্ডালের ভয় ছিলো না। তাই রাকা সহজেই ওই প্রতারকের মুখোশ খুলে দিতে পেরেছে। অন্যদিকে রাকিবের প্রতারক সামিয়ার মুখোশ খোলার সুযোগ ছিলো না। কারণ, যৌনতার ফাঁদে ফেলে রাকিবকে নগ্ন করলেও সামিয়া ওয়েবক্যামের সামনে নিজের শরীর মেলে ধরেনি। তাই সামিয়ার প্রতারণার কাহিনী কাছের কয়েজন বন্ধুর সাথে শেয়ার করা ছাড়া জনসম্মুখে ফাঁস করার সুযোগ নেই রাকিবের।

ফেসবুকে যেভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে মেয়েরা

ঘটনা-১

ইউনাইটেড ইন্টারন্যশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র বখতিয়ার। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার ছেলে বখতিয়ারের পড়ার খরচ মেটাতে হয় বড়ো ভাইকে। প্রযুক্তির ওপর লেখাপড়া করে সে প্রযুক্তিকে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপের ভাণ্ডার হিসেবেই ব্যবহার করছে। অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে প্রথমে ফেসবুকে পরিচয়ের সূত্র ধরে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস অর্জন, এরপর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে মেয়েদেরকে তার ইনবক্সে নিরাবরণ ছবি দিতে বাধ্য করে। মেয়েরা প্রথমে আপত্তি করলে বখতিয়ার বলে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। তো ছবি দিতে সমস্যা কোথায়? ছবি না দিলে বুঝবো, আমাকে তুমি ভালোবাসো না। বেচারি প্রেমিকা তখন ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ বখতিয়ারের মিষ্টি কথায় মজে গিয়ে নিজেরই সর্বনাশ করে বসে। ছবি পাওয়ার পরেই বখতিয়ারের আসল রূপ বের হয়ে আসে। সে মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেইল করে। নইলে সেই ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেবে এবং মেয়েটির পরিবারের কাছেও পৌঁছে দেবে এমন হুমকি দিয়ে মেয়েটি মায়ের গয়না চুরি করে এনে বখতিয়ারকে দেয়। এর পরেও চলতে থাকে মেয়েটির উদ্বিগ্নভরা একেকটি মুহূর্ত। না জানি কখন তার ছবিগুলো প্রকাশ করে দেয় বখতিয়ার। যে ভুল একবার করে ফেলেছে, সে ভুলের মাসুল সারাজীবন দিয়েও শেষ হবে কী-না তার জানা নেই।

২৯ অক্টোবর প্রকাশিত *সমকাল*-এর প্রথম পাতার 'তুই জানোয়ার' শিরোনামের খবরটি পড়ে বর্তমান সমাজে চলমান অস্থিরতা এবং বর্বরতার একঘৃণ্যতম রূপ ফুটে ওঠে।

ঘটনা-২

বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ছাত্রী নিপা (ছদ্মনাম)। পরিবার থেকে তার জন্যে বিয়ের পাত্র খোঁজা হচ্ছে। একদিন নিপার বাবা তাকে একপাত্রের কথা বলে। ছেলেটি আমেরিকা থাকে। লোকেমুখে শুনেছে ছেলেটি দেখতে-শুনতে যেমন ভালো, তেমনি ভদ্র ও মার্জিত। পারিবারিকভাবে যোগাযোগ করে ছেলেটির কাছে নিপার মোবাইল নম্বর এবং ফেসবুক আইডির নাম দিয়ে ছেলেটি তাকে খুঁজে নেয়। পরিবারের বরাত দিয়ে প্রথমে পরিচয়, এরপর অত্যন্ত মার্জিতভাবে নিপার সঙ্গে আলাপ করে। অল্পদিনেই ছেলেটিকে তার ভালো লাগে। বাবা-মাকে জানিয়ে দেয়, পাত্র তার পছন্দ হয়েছে। প্রায় রোজ কথা হয় স্কাইপিতে। ভিডিও কলে দেখাও হয়। কথা বলার সময়ে ছেলেটি একেকদিন একেক রকম বায়না ধরে। যেমন, একদিন বলে, আজ তুমি শাড়ি পরে আমাকে দেখাও। একদিন বলে স্কার্ট পরলে তোমাকে কেমন মানায় দেখতে ইচ্ছে করে। প্রথমে লজ্জা-সঙ্কোচ লাগলেও ছেলেটি তাকে নানাভাবে উৎসাহ দেয়। মেয়েটি তার হতে যাওয়া হবু জীবনসঙ্গীর মন ভরে দিতে তাই করতে থাকে, যা ছেলেটি চায়।

কথায় কথায় ছেলেটি বলে, তোমাকে আমি কিছু উপহার দিতে চাই, বলো তোমার কী পছন্দ। নিপা কিছু দরকার নেই বললেও একদিন নিপার জন্যে কিছু উপহার পাঠায় লোক মারফত। উপহার হাতে পেয়ে নিপার বিস্ময়ের শেষ থাকে না। এসব তুমি কেন পাঠালে এমন প্রশ্নে ছেলেটি বলে, এতে লজ্জার কী আছে, তুমি আমার বউ হবে, তোমাকে আমি সবই দিতে পারি। এরপর সেসব পোশাক পরে নিপাকে স্কাইপিতে কথা বলতে বলে। অনেক জড়তা অনেক 'না' বলার পরও একসময় ছেলেটির আকুতির কাছে হার মানে। সেসব পোশাক পরে এবং আবেগী কথাবার্তা বলে ছেলেটির কথামতো পোশাকগুলো মুক্ত করতেও বাধ্য হয় নিপা।

বিয়ের কথা যখন পাকাপাকি, তখন নিপার একপ্রবাসী আত্মীয় দেশে এলে তার কাছে নিপা তার হবু স্বামীর জন্যে কিছু দেশি সামগ্রী উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। সেই আত্মীয়ও আমেরিকা থাকে এবং ওই ছেলে যে এলাকায় থাকে সেখানেই থাকে। উপহারটা সে সারপ্রাইজ হিসেবে দিতে চায়। একছুটির দিনে উপহার নিয়ে নিপার আত্মীয় বাসায় পৌঁছলে সেখানে একজঘন্য পরিবেশ দেখতে পায়। পাঁচ-ছয়জন বন্ধুসহ নিপার হবু বর নিপার স্কাইপিতে কথা বলার বিভিন্ন সময়ের ভিডিও সেভ করে রেখে কম্পিউটারে দেখছিলো আর উল্লাস করছিলো!!

ঘটনা-৩

তরুণী গৃহবধূ শায়লা রহমান (ছদ্মনাম) চট্টগ্রাম মহানগীর একটি এলাকার বাসিন্দা। কখনো ফেসবুক ব্যবহার করেননি। তবে তার নামে কেউ খুলেছে একটি ফেসবুক একাউন্ট। সেখানে আপলোড করা হয়েছে বিভিন্নধরনের কুরুচিপূর্ণ ছবি। খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, তার একপরিচিতজন একাউন্টটি খুলে কুরুচিপূর্ণ ছবি ও মন্তব্য প্রকাশ করছে। বিষয়টি নিয়ে শায়লার পরিবারে সৃষ্টি হয়েছে অশান্তি। বাধ্য হয়ে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশের।

ঘটনা-৪

অন্যআরেক ঘটনায় চট্টগ্রাম নগরীর সরদঘাটস্থ মেমন হাসপাতালের মেডিকেল টেকনিশিয়ান নাছির উদ্দিন (৫৭) নিজের নাম, পরিচয় ও বয়স-পেশা গোপন করে সুদর্শন একযুবকের ছবি দিয়ে মোবাইলে ফেসবুক আইডি খুলে রাউজানে এককিশোরীর সাথে প্রেমের নামে প্রতারণা করে। নিজের মেয়ের বয়সী ওই কিশোরী স্কুলছাত্রীকে কৌশলে নাছিরের আস্তানায় নিয়ে আটকে রেখে একমাস তার ওপর চালানো হয় পাশবিক যৌনোনির্যাতন। সম্প্রতি কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা ফাঁদ পেতে তাকে ধরে পুলিশে দিয়েছে। কিশোরীর মা বাদি হয়ে নাছিরের বিরুদ্ধে নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছেন। দায় স্বীকার করে ওই নরপশু এখন কারাগারে। নির্যাতনে গুরুত্বর অসুস্থ কিশোরী হাসপাতালে কাতরাচ্ছে।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের একছাত্রীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় ওই ছাত্রীর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ফেসবুকে তার অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে তিন লাখ টাকা দাবি করে সাবেক প্রেমিক শাওন ও তার বন্ধু এমরান। গত ৭ নভেম্বর তাদের দু'জনকে আটক করে পুলিশ।

ফেসবুকে পতিতাদের প্রতারণা

বর্তমান সময়ে ফেসবুকের কল্যাণে পতিতাবৃত্তির ধরন পাল্টে গেছে। সুশিক্ষিত, আধুনিকতার আড়ালে এই অবৈধো রমরমা ব্যবসা করে অনেকে যেমন অল্পসময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে, তেমনি পতিতারা ফাঁদে ফেলে অনেকের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। তেমনি একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো–

ডালিয়া, আফসানা রহমান, দিপ্তী এরকম বিভিন্ন নামে ফেসবুকে আইডি বানিয়ে আধুনিক পতিতারা টার্গেট করে থাকে ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ যাদের কাঁচা টাকা উড়ানোর নেশা আছে, সেসব লোককে। ফেসবুকে পরিচয় হয় ডালিয়া (ছদ্মনাম) নামে মেয়ের সাথে একব্যবসায়ীর। ধীরে ধীরে দু'জনের বন্ধুত্ব গভীর হয় এবং ই-মেইলে ছবি আদান প্রদান, মুঠোফোনে যোগাযোগ চলতে থাকে।

একসময় ছেলে জানতে পারে মেয়েটি আসলে একজন পতিতা। ততোদিনে দু'জনের সম্পর্ক গাঢ় হয়ে যায় এবং লোকটিও জানিয়ে দেয় সে বিবাহিত। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, সন্তান থাকার পরও এধরনের অনৈতিক সম্পর্ক চালিয়ে যেতে দ্বিধা করে না সে। ডালিয়া বুঝতে পারে ক্লায়েন্ট তার রূপের মায়াজালে ধরা পড়েছে। মেয়েদের আকর্ষণীয় ছবি ফেসবুকে ব্যবহার করে সুযোগ বুঝে ডালিয়া তার চাহিদা ক্লায়েন্টকে ই-মেইলে পাঠিয়ে দেয় এভাবে; "আই উইল বি এভেইলএবল ফর ইউ ফর ওয়ান নাইট, এনাদার নাইট আই উইল প্রোভাইড ইউ এ গার্ল ফর এনজয়মেন্ট। বাজেট ফাস্ট নাইট বিডি ১৬,০০০ টাকা। সেকেন্ড নাইট ওয়ান গার্ল ফর ইউ ৮,০০০ টাকা, মাই কার্জিন ৫,০০০ টাকা।" (হোটেল চার্জ ক্লায়েন্টকে বহন করতে হবে)। পতিতা নিজে রান্না করে খাওয়ালে কেমন খরচ হবে সেটিও উল্লেখ করে ই-মেইলে!

খদ্দেরকে একটি প্যাকেজ প্রোগ্রামের মধ্যে আনার লোভনীয় অফার! "আমি যদি আমাকে ম্যানেজ করতে পারি, তবে সেকেন্ড নাইট তোমাকে সময় দেবো, ডোন্ট ওরি জান, আমি তোমার জন্যে!"এভাবে পতিতা হয়ে যায় প্রেমিকা!

ডালিয়া টাকা পাঠানোর জন্যে ইসলামি ব্যাংকের গুলশান শাখার একটি একাউন্ট নম্বর পাঠায় এবং নিরাপত্তার খাতিরে অগ্রিম টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে একটি অদৃশ্যচক্র পতিতার সাথে কাজ করে; কিন্তু ক্লায়েন্ট বিষয়টি বুঝতে পারে না! সত্য আসলেই চেপে রাখ যায় না! পতিতা এবং স্ত্রীর সাথে বহুগামিতা চালিয়ে যাওয়ার একপর্যায়ে লোকটির মুঠোফোন কথোপকথন, মেসেজ, ই-মেইল,

পতিতার ছবিসহ গোপন অভিসার স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে। এরপর শুরু হয় মনোমালিন্য, ঝগড়া, সংসারে অশান্তি!

অনিরাপদ যৌনোসম্পর্কে কারণে একদিকে যেমন এইডস, সিফিলিসসহ বিভিন্নরকম যৌনোরোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকছে, তেমনি প্রতারিত হচ্ছে বিয়ে নামের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিরা।
অবৈধো শারীরিক সম্পর্ক গড়ার মাধ্যমে ভিডিও ক্লিপ, ছবি তুলে, ভয়েস রেকর্ড করে প্রতারণার অসংখ্য ঘটনা বর্তমানে ঘটছে। যদি কোনোভাবে প্রতারকচক্রের হাতে এধরনের অবৈধো সম্পর্কের কোনো প্রমাণ থাকে, তাহলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে যায়। অনেক সময় প্রতারণার কৌশল হিসেবে পতিতারা নিজের অসহায়ত্বের কথা বলে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে।

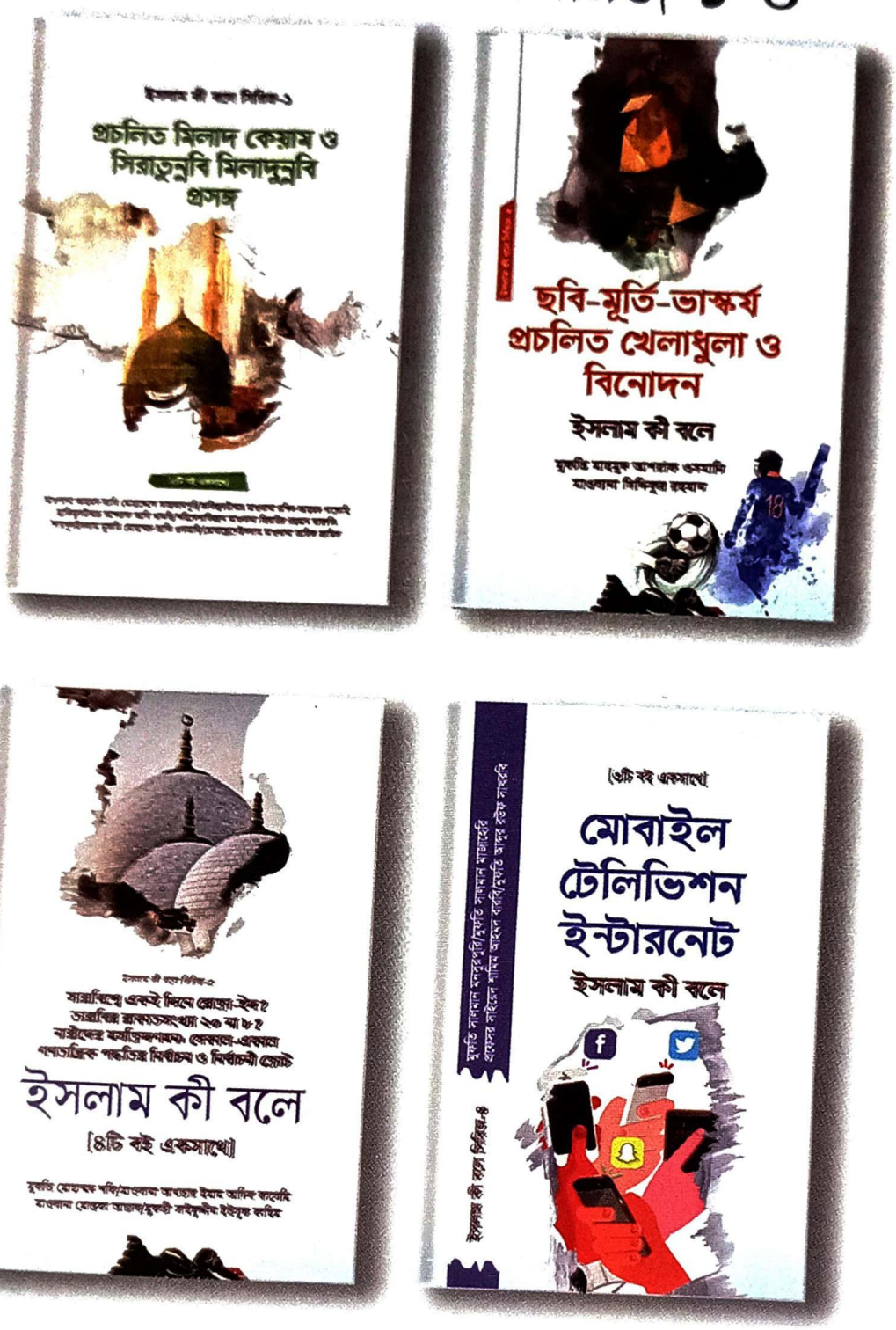
শেষ



মোটেও বিস্মিত হওয়ার মতো নয় কিন্তু যারা নিজেদেরকে মোমিন-মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, ভালো-মন্দ বোঝার পরও নিজেদের যেকোনো কাজকর্ম পেশা বা বৃত্তিগ্রহণের ক্ষেত্রে পরকালীন লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে অসচেতন; কিংবা জেনেশুনেই পরকালীন চিন্তাভাবনাকে উপেক্ষা করে বা এর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে চলে, সবচেয়ে বেশি বিস্মিত-হতভম্ব হতে হয় এদের জন্যেই।

এদেরকে সর্তক করা ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের মাধ্যমে সুপথে আনা এবং এর জন্যে সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। আমাদের বিশ্বাস, এই কর্তব্য পালনের ভীষণ তাগিদ নিয়ে মোবাইল টেলিভিশন ইন্টারনেট: ইসলাম কী বলে বইটি অসাধারণ বক্তব্যের মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। নানান অপসংস্কৃতি বিশেষ করে মোবাইল, টিভি, সিনেমা ও আকাশ মিডিয়ার ইহ ও পরকালীন অসংখ্য ক্ষতিকর দিক অত্যন্ত আকর্ষণীয় আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে ইসলামবিদ্বেষীদের খোঁড়া যুক্তিলোকে দারুণ সফলতার সাথে খণ্ডন করেছেন। 'দীন কল্যাণকামিতারই নাম' প্রিয়নবিজির এই বাণীর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েই মূলত লেখকরা কলম ধরেছেন।

ইসলাম কী বলে সিরিজ ১-৪



ISLAM KI BOLE-4
By: Mufti Abdur Rufe...
Price : BDT 300.00
US $: 30.00
subahesadik@gmail.com
cover design :: creativity

ISBN 978-984-90094-0-5

সুবহেসাদিক
বাতেলবিরোধী প্রকাশনি

ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার-এর প্রকাশনা উদ্যোগ

৩০০ টাকা

www.mahfilprakashon.com